পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 75 Saturday, 14 February, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ৭৪ সংখ্যা ✻ ১ ফাল্গুন ১৪৩২, শনিবার, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

নথি যাচাইয়ে কড়া বার্তা কমিশনের
ডিএমদের সতর্ক করল ফুল বেঞ্চ

সংবাদ সংস্থা, কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী মাসের গোড়ায় ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার-সহ কমিশনের শীর্ষ কর্তাদের রাজ্য সফরের আগে প্রশাসনিক স্তরে কড়া বার্তা দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার জেলাশাসক (ডিএম), মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, বিশেষ পর্যবেক্ষক ও রোল পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে ভিডিও বৈঠকে একাধিক নির্দেশ জারি করা হয়। সেই বৈঠকের মূল পয়েন্টগুলিই পরে চিঠি আকারে জানানো হয়েছে। কমিশনের বক্তব্য, ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের কাটিং, ফাঁকা পৃষ্ঠা বা অপাঠ্য ছবির মতো নথি আপলোড হওয়ার একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে তা সব ডিএম ও কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের দেখানো হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে- এই নথি কারা আপলোড করল, কীভাবে তা যাচাই হল এবং কেনই বা তা গ্রহণ করা হল? কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশন বা সুপ্রিম কোর্ট নির্দিষ্ট করে যে নথির কথা বলেছে, কেবল সেগুলিই বিবেচনা করতে পারবেন ইআরও ও এইআরওরা। 'মনগড়া' বা অনুমোদনহীন নথি গ্রহণযোগ্য নয়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ডিএমদের ব্যক্তিগত ভাবে নিতে হবে। নির্দেশে বলা হয়েছে, আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টার মধ্যে সমস্ত জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডিইও)-কে নিজে যাচাই করে নিশ্চিত করতে হবে যে আপলোড হওয়া সব নথিই

অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী। সময়সীমার পর সিস্টেমে একটি বেআইনি নথিও পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ডিএমকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হবে। আইটি টিমকেও এ বিষয়ে নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশন জানিয়ে রেখেছে, প্রতিটি নথি ও সিদ্ধান্ত বহু বছর সিস্টেমে সংরক্ষিত থাকবে। এক, দুই বা পাঁচ বছর পরও যদি কোনও 'বিদেশি' নাগরিকের নাম তালিকায় থাকার ঘটনা ধরা পড়ে, তবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দীর্ঘ প্রশাসনিক জীবনের কথা মাথায় রেখে বিষয়টিকে 'ঝুঁকিপূর্ণ' বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বৈঠকে। বৈঠকে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসকদের গাফিলতির জন্য বিশেষ ভাবে তিরস্কার করা হয়। পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসককে 'রাজনৈতিক মন্তব্য' না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কোচবিহারের ডিএমকে নথি আপলোডে বিলম্বের জন্য ভর্ৎসনা করা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিএমের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, কোন কর্তৃত্বে ইআরও ও এইআরওরা ইআরএমওদের ডেকেছেন। সব পর্যবেক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ইআরও, এইআরও ও ডিইওদের কোনও গাফিলতি চোখে পড়লে তা সরাসরি কমিশনের নজরে আনতে হবে। পাশাপাশি সিইও-কে বলা হয়েছে, অগ্রহণযোগ্য বা অপাঠ্য নথি যাচাইয়ের ঘটনা সামনে এলে তা অবিলম্বে কমিশনে পাঠাতে, যাতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নেওয়া যায়। উপনির্বাচন কমিশনারদের আসন্ন সফরের আগে প্রশাসনিক স্তরে এই কড়াকড়ি যে বাড়তি চাপ তৈরি করেছে, তা মানছেন অনেকেই। ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতেই এই সতর্কবার্তা বলে দাবি কমিশনের।

রাজ্য-কমিশন বিরাট সংঘাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ কেন ঠিক সময়ে অফিসার নিয়োগের তথ্য দেওয়া হল না, তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টেও প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল রাজ্য সরকারকে। শেষ শুনানিতে রাজ্যকে এই বিষয়ে বিশেষ নির্দেশও দেওয়া হয়। সেই সুপ্রিম নির্দেশের পরও সংঘাত মিটছে না। ফের রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ তুলল নির্বাচন কমিশন। ৮৫০৫ জন অফিসারের তালিকা পাঠানো হলেও, অনেকের তথ্যই এখনও পৌঁছয়নি কমিশনের হাতে। সুপ্রিম কোর্টের শুনানির ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে তড়িঘড়ি ৮৫০৫ জনের নাম কমিশনকে দেয় রাজ্য সরকার। পরে শুনানিতে কমিশন জানায়, নাম দিলেও ওই অফিসারদের বিষয়ে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। এরপর শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয়, সেই ৮৫০৫ জন গ্রুপ বি অফিসারদের তালিকা নিয়ে মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে ডিইও ও ইআরও-দের কাছে রিপোর্ট জমা করতে হবে। তাঁদের তথ্য খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, কাকে কাজ দেওয়া হবে। মঙ্গলবার পেরিয়ে আজ শুক্রবার। এখনও পুরো তথ্য পায়নি বলে দাবি কমিশনের। ৮৫০৫ জনের তালিকা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো হয়েছে কমিশনকে। তাদের মধ্যে ২ হাজার জনের তথ্য দেওয়া হয়নি রাজ্যের তরফে। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে ৫০০ জন ইতিমধ্যে এইআরও হিসেবে কাজ করছেন বলেও জানতে পেরেছে কমিশন। প্রশ্ন হল, একজন এইআরও হিসেবে কাজ করা সত্ত্বেও কীভাবে মাইক্রোঅবজারভার হিসেবে কাজ করবেন? এই ইস্যুতে রাজ্যের বিরুদ্ধে তোপ দাগছে বিজেপি। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, ''এইআরও হওয়া সত্ত্বেও ৫০০ জনের নাম রাজ্যের তরফ থেকে পাঠানো হয়েছে। আদতে এভাবে সুপ্রিম কোর্টেই মিথ্য কথা বলল নির্বাচন কমিশন!'' শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যকে বলেছিল, ''আমরা ৪ তারিখ নামের তালিকা দিতে বলেছি। ৭ তারিখ নাম দেওয়া হয়েছে। ৪ বা ৫ তারিখ নাম দেওয়া যেত। আমরা এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক চাই না। বিতর্ক হলে আমাদের মুখ্য সচিবকে নির্দেশ দিতে হবে।''

ফেব্রুয়ারিতেই ৩১ ডিগ্রি গরম!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ বিদায় ঘণ্টা বেজে গিয়েছে শীতের। হারিয়ে যাওয়ার পথে শীতের আমেজ। ধীরে ধীরে লেপ-কম্বল তুলে ফেলার সময় এসেই গেল। আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, আগামী সপ্তাহ থেকে তাপমাত্রা আরও বাড়বে। শীতের রেশ কেটে যাবে। আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই সপ্তাহে যেখানে ১৬ থেকে ১৭ ডিগ্রির ঘরে রয়েছে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, তা আগামী সপ্তাহেই ১৯ ডিগ্রিতে উঠে যাবে। ৩০-৩১ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছতে পারে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। দিনের বেলায় বেশ গরম অনুভব হবে। আগেই জানানো হয়েছিল, এল নিনোর প্রভাবে এবার তীব্র গরম পড়তে চলেছে ভারতে। স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয় এবং খরা দেখা দেয়। আজ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রয়েছে ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে শীতের অনুভূতি কমছে কলকাতা ও জেলাতেও। উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য এলাকায় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে। ধীরে ধীরে তা সরে যাচ্ছে। আজ, শুক্রবার আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা প্রবেশ করবে। সোমবার আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে। কলকাতায় যেমন তাপমাত্রা বাড়ছে, তেমনই উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গেও তাপমাত্রা বাড়বে। উইকেন্ডে বেশ কিছুটা বাড়বে তাপমাত্রা। দক্ষিণবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কতা নেই আপাতত। দক্ষিণবঙ্গে স্বাভাবিকের নীচে রয়েছে তাপমাত্রা। আগামী দুই দিনে দুই থেকে তিন ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে পারে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই সকালের দিকে কিছুক্ষণ হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে। কুয়াশা বেশি থাকবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায়। দার্জিলিংয়ে এখন ৫ থেকে ৭ ডিগ্রির মধ্যে রয়েছে তাপমাত্রা। উত্তরবঙ্গের নীচের দিকের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৫ ডিগ্রির ঘরে থাকবে।

রাজ্যের মুখ্যসচিব-অর্থসচিবকে আদালত অবমাননার নোটিস

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের এক সপ্তাহ পরেও বকেয়া মহার্ঘ ভাতা-র ২৫ শতাংশ না মেটানোয় রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্তরের দুই আমলাকে আদালত অবমাননার নোটিস পাঠালেন মামলাকারীরা। শুক্রবার সেই নোটিস পাঠানো হয়েছে মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং অর্থসচিব প্রভাতকুমার মিশ্রের উদ্দেশে। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর গত ৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট জানায়, সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ-র অন্তত ২৫ শতাংশ দ্রুত পরিশোধ করতে হবে রাজ্যকে। পাশাপাশি বাকি ৭৫ শতাংশ কীভাবে এবং কোন সময়সীমার মধ্যে মেটানো হবে, তা নির্ধারণ করতে আদালতের নির্দেশেই একটি কমিটি গঠন করা হয়। এর আগেও, গত বছরের ১৬ মে শীর্ষ আদালত রাজ্যকে চার সপ্তাহের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই সময়সীমা শেষ হয় ২৭ জুন। তবে তখন রাজ্য সরকার অতিরিক্ত ছ'মাস সময় চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়। ১৬ মে-র ওই নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ। প্রথমে আদালত বকেয়া ডিএ-র ৫০ শতাংশ পরিশোধের কথা বললেও, রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি জানান, একসঙ্গে ৫০ শতাংশ দেওয়া রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নয়, তাতে আর্থিক সঙ্কট তৈরি হবে। এরপর আদালত অন্তত ২৫ শতাংশ মেটানোর নির্দেশ দেয়। ২০০৯ সালের আগস্ট থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালের বকেয়া ডিএ-র ওই অংশ পরিশোধের কথাই বলা হয়। পরবর্তীতে সময় বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে ফের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। সম্প্রতি সেই মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, ডিএ সরকারি কর্মচারীদের আইনি অধিকার। ফলে ২৫ শতাংশ বকেয়া পরিশোধ করতেই হবে। অর্থাৎ, আগের অবস্থানেই অনড় থাকে আদালত। কিন্তু নির্দেশ জারির এক সপ্তাহ পরেও অর্থ মেটানো হয়নি বলে অভিযোগ। সেই প্রেক্ষিতেই আদালত অবমাননার নোটিস পাঠানো হল রাজ্যের দুই শীর্ষ আমলাকে। ফলে ডিএ বিতর্কে চাপ আরও বাড়ল রাজ্য সরকারের উপর।

ভোটের আগে ইস্তেহার তৈরিতে জনমতকেই হাতিয়ার বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ সামনেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এখন থেকেই কোমর বাঁধছে রাজনৈতিক দলগুলি। এখন নির্বাচনী ইস্তেহার তৈরিতে এক অভিনব উদ্যোগ নিল সিপিআইএম। দলের নীতি নির্ধারণে এবার সাধারণ মানুষের মতামতকেই সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছে বাম নেতৃত্ব। তাদের স্লোগান- 'আপনার মতামত, আমাদের ইস্তাহার'। যদিও আগেই একই রাস্তায় হাঁটতে দেখা গিয়েছে বিজেপিকেও। দলীয় সূত্রে খবর, কেবল চার দেওয়ালের মধ্যে বসে নেতাদের ঠিক করা প্রতিশ্রুতি নয়, বরং সাধারণ মানুষ বাস্তবে কী চাইছেন, তার ভিত্তিতেই তৈরি হবে এবারের নির্বাচনী ইস্তেহার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং কৃষির মতো বুনিয়াদি ক্ষেত্রগুলিতে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা কী, বা তাঁরা কী ধরনের পরিবর্তন চাইছেন, তা সরাসরি জেনে নিতেই এই অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কাজে লাগানো হচ্ছে প্রযুক্তিকে। ইতিমধ্যেই দলের তরফে একটি ডিজিটাল ফর্ম প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্যের যে কোনও প্রান্ত থেকে সাধারণ এই লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনও মানুষ তাঁদের মতামত দিতে পারবেন। শুধু মতামত জানানোই নয়, এই ডিজিটাল উদ্যোগের মাধ্যমে দলের প্রচার ও প্রসারেও সাধারণ মানুষকে যুক্ত করার রাস্তা খোলা রাখা হয়েছে। ওই একই লিঙ্কের মাধ্যমে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সিপিআইএম-এর ডিজিটাল ভলান্টিয়ার হওয়ার জন্যও আবেদন করতে পারবেন। অন্যদিকে বঙ্গযুদ্ধে জনতার মন বুঝতে চাইছে বিজেপিও। বিধানসভাভিত্তিক এলাকায় এলাকায় ঘুরবে বিজেপির গাড়ি। সেখানেই মানুষ তাঁদের মতামত জানাতে পারবে। একইসঙ্গে একটি নম্বরও জানানো হয়েছে রাজ্য বিজেপির তরফে। সেখানেও ফোন করে জানানো যাবে মতামত।

'সেবাতীর্থ' গিয়ে দায়িত্ব নিয়েই কোটি টাকার প্রকল্পের সূচনা করলেন মোদি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার বদলাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দফতর। সাউথ ব্লক ছেড়ে সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পে তৈরি নতুন প্রশাসনিক ভবন এগজিকিউটিভ এনক্লেভ-১-এর 'সেবাতীর্থ-১' উঠে এল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নয়া দফতর। শুক্রবার এই দফতরের উদ্বোধন করলেন তিনি। তারপর শুরু হল মোদির আরও এক 'নতুন জমানা'। দেশের নারী, যুব, কৃষক এবং সাধারণ মানুষের জন্য চারটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইলে স্বাক্ষর করলেন তিনি। 'সেবাতীর্থ' ভবনে বসে মানুষের সেবায় আবার হাত বাড়ালেন প্রধানমন্ত্রী। কোন কোন প্রকল্পে স্বাক্ষর করলেন মোদি? দেশের প্রতিটি নাগরিকের সুরক্ষায় এই নয়া প্রকল্পের সূচনা করলেন তিনি। যার আওতায় সড়ক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়া ব্যক্তিরা চিকিৎসার জন্য ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদহীন বা ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা পাবেন। মূলত, দুর্ঘটনার পরের যে 'গোল্ডেন টাইম' অর্থাৎ যে সময় চিকিসা মিললে যে কাউকে বাঁচানো সম্ভব। সেই গোল্ডেন টাইমে কোনও ব্যক্তি যেন চিকিৎসা থেকে বিরত না থাকেন, তা নিশ্চিত করতেই এই প্রকল্প। ইতিমধ্যে ৩ কোটি 'লাখপতি দিদি' তৈরির মাইলফলক স্পর্শ করেছে কেন্দ্র। ২০২৭ সাল পর্যন্ত ছিল ডেডলাইন। কিন্তু সময়ের আগেই সেই লক্ষ্যমাত্রা ছুয়ে ফেলেছে এই কেন্দ্রীয় প্রকল্প। শুক্রবার 'সেবাতীর্থ' উদ্বোধনের মাধ্যমে এই নয়া প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা দ্বিগুণ করলেন প্রধানমন্ত্রী। ২০২৯ সালের মধ্যে টার্গেট ৬ কোটি মহিলাকে লাখপতি দিদি প্রকল্পের আওতায় আনা। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও ফসল নষ্ট হওয়ার মতো ঘটনা রুখতে 'সেবাতীর্থ' থেকেই বিরাট প্রকল্পের ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী। এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড-এর বরাদ্দ ১ লক্ষ কোটি থেকে বাড়িয়ে ২ লক্ষ কোটি টাকা করলেন মোদি। স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে মোদির হাত ধরেই 'সূর্যোদয়'। 'সেবাতীর্থ' দায়িত্ব গ্রহণ করে ১০ হাজার কোটি টাকার স্টার্টআপ ইন্ডিয়া ফান্ড অফ ফান্ডস ২.০ প্রকল্পের সূচনা করলেন মোদি।

অবজার্ভারদের সতর্কবার্তা শুনছেন না ইআরও-রা!

এসআইআর-র শেষবেলায় পদক্ষেপ করতে পারে কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ ডেডলাইন শেষের আগেই কাজ শেষ। শনিবার বাংলার ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জনের শুনানির শেষদিন। সাতদিন বাড়িয়ে এসআইআর-এর জন্য বাড়তি সময় পেয়েছে বাংলা। যা শেষ হতে চলেছে আগামিকাল। তবে তার আগেই প্রায় সব কেন্দ্রেই শুনানির কাজ শেষ। শুনানিতে আসেননি প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ ভোটার। প্রায় শেষ শুনানি। তারপরই শুরু হয়ে গিয়েছে জমা পড়া নথি যাচাইয়ের কাজ। সিইও দফতর সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ২৩ লক্ষ নথি যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। ডাক পড়া ভোটার। উল্লেখ্য, শুনানি শেষে নথি যাচাই নিয়ে মাইক্রো অবজার্ভারদের সঙ্গে বিবাদে জায়গা তৈরি হয়েছে প্রায় প্রতিটি জেলায়। ইতিমধ্যে ভাঙড়ের বারুইপুর এলাকায় নিযুক্ত বেশ কয়েকজন মাইক্রো অবজার্ভার স্থানীয় তৃণমূল নেতা এবং বিডিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন। প্রায় একই রকমের সমস্যা তৈরি হয়েছে অন্য জেলাগুলিতেও। সিইও দফতর সূত্রে খবর, বহু ইআরও-কে অবজার্ভাররা সতর্ক করেছেন। শুধু আধার কার্ড বা প্যান কার্ড নিয়ে আপলোড না করার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, সেই সতর্কবার্তার পরেও

শুনানিতে হাজির হওয়া মোট ভোটারের মধ্যে প্রায় ১৩ লক্ষ ভোটারের নথি আপলোড করা এখনও বাকি রয়েছে। অযোগ্য বাতিলের তালিকায় এখনও পর্যন্ত রয়েছে ১ লক্ষ ৪০ হাজার ভোটার। তবে এই ভোটারদের নাম বাদ গেলেও, তা আবার সংযোজনের জন্য আবেদনের সুবিধাও থাকবে। এই গোটা শুনানি পর্বে সবচেয়ে বেশি গরহাজিরা দেখা গিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনায়। ওই জেলায় শুনানিতে আসেননি এক চতুর্থাংশ কথা শুনছেন না ইআরও-রা। তাই সেই 'নাছোড়বান্দা' ইআরও-দের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পারে কমিশন। বাংলায় বাংলাদেশিদের খোঁজ। ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জনের শেষবেলায় ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে বাংলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে এল চিঠি। ৩৮ জন বাংলাদেশি পাসপোর্ট থাকা ব্যক্তির নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জানাল সংশ্লিষ্ট দফতর। তুলে ধরা হল সেই বাংলাদেশিরদের তথ্য।

নাম 'পাশ করানোর' হুমকি দিচ্ছেন তৃণমূল নেতা!

বড় পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ সুপ্রিম-নির্দেশের পরেও মাইক্রো অবজার্ভারদের হুমকি। ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জনের শেষবেলায় প্রশ্নের মুখে ভাঙড়। শুনানি কেন্দ্রে ঢুকে জেলার এক গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে উঠল হুমকির অভিযোগ। বিডিও অফিসে ডেকে হুমকি দেওয়া হয়েছে, বলে অভিযোগ জানালেন মাইক্রো অবজার্ভাররা। এবার এই ঘটনার পরেই বড় পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের। মাইক্রো অবজার্ভারদের বিডিও অফিস থেকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ কমিশনের। পাশাপাশি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা নির্বাচনী আধিকারিককেও কাঠগড়ায় তুলল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার প্রশ্ন তুলেছেন, কীভাবে ইআরও বা এইআরও-রা মাইক্রো অবজার্ভারদের বিডিও অফিসে ডেকে হুমকি দিচ্ছেন? ঘটনার সূত্রপাত ভাঙড়ের তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান শাহজাহান মোল্লার হাত ধরে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ মাইক্রো অবজার্ভারদের হুমকি-হুঁশিয়ারি দেওয়ার। বাংলার এসআইআর-এর কাজ একেবারেই শেষের দিকে। দু'একটি জেলাতে এখনও শুনানি চলছে। বাকি জায়গায় শুনানিতে জমা পড়া নথি যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, ভাঙড়ে সেই কাজেই বাধা দেওয়া হচ্ছে। বাধা দিচ্ছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান। তাতে আবার মদত জোগাচ্ছেন ইআরও নিজেও। মাইক্রো অবজার্ভারদের দাবি, ইআরও-দের শুনানির পরেও অনেক ভোটারের নথিতে অসঙ্গতি ছিল। সেগুলি যাচাই করেই তাঁরা নিজেদের মতো মতামত জমা করেছেন। তাতেই নাকি অসন্তুষ্ট হয়েছেন শাহজাহান এবং সংশ্লিষ্ট ইআরও। তাঁদের সাফ দাবি, যাচাই না করেই পাস করাতে হবে। মাইক্রো অবজার্ভারদের হুমকি দিয়ে শাহজাহান বলেছেন, এত চেকিং কীসের? পাস করিয়ে দিন। আর তা না হলে পড়তে হবে ক্ষতির মুখে। একা শাহজাহান নন, তাঁর সুরে সুর মিলিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরাও। বারুইপুরের এসডিও হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজেও একই ধরনের বার্তা দিয়েছেন। লিখেছেন এলডি কেস নিয়ে বেশি নজরদারি না করে পাস করিয়ে দেওয়া উচিত। হুমকি দিতে বাদ যাননি ভাঙড়ের বিডিও। বৈঠক ডেকে হুমকি দিচ্ছেন মাইক্রো অবজার্ভারদের। এরপরেই নির্বাচন কমিশনের কাছে নালিশ জানান মাইক্রো অবজার্ভাররা।

বাংলাদেশে ভোটের রেজাল্ট বেরতেই বিপদের আশঙ্কা মালদহ-মুর্শিদাবাদে! চিন্তা বাড়ছে কোচবিহারেও

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ বাংলাদেশে নির্বাচনে জয় নিশ্চিত বিএনপির। ইউনূস জমানার পর জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি-র জয়ে স্বস্তি ফিরলেও চিন্তায় রাখল পশ্চিমবঙ্গের ওপারে থাকা বাংলাদেশের সীমান্ত লাগোয়া আসনগুলি। এই সংসদ আসনগুলি জামাতের দখলে যাওয়ায়, আইএসআই-র হাত ধরে নতুন করে জঙ্গি আঁতুড়ঘর তৈরি হবে না তো মালদহ-মুর্শিদাবাদ-কোচবিহারের ওপারে? এই আশঙ্কাই তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের ত্রয়োদশ নির্বাচনে বিএনপির জয়জয়কার। জোটসঙ্গীদের নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার আসন পার করে গিয়েছে বিএনপি। পরাজিত এনসিপির সঙ্গে জোট বাঁধা জামায়েত-ই-ইসলামি। তবে অতীতের নির্বাচনের তুলনায় ভালো ফল করেছে জামাত। সাতক্ষীরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, রংপুর, রাজশাহীর মত এলাকায় জামাত একচ্ছত্র আধিপত্য দেখিয়েছে। আর এই আসনগুলোতে জয়ের পরই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং বিএসএফ-কে চিন্তা বাড়িয়েছে এই জামায়েত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী আসনগুলি কট্টরপন্থী রাজনৈতিক দলের হাতে যাওয়ায় আবার অশান্তির আশঙ্কা করা হচ্ছে। সীমান্তবর্তী এই এলাকাগুলি নিয়েই এখন নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে হবে র, আইবি বা দেশের অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে। ইউনূস জমানায় এই সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিই জঙ্গি কার্যকলাপ এবং পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা

আইএসআইয়ের কার্যক্ষেত্রের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিএনপি ক্ষমতায় আসায় একচ্ছত্র কাজ করার ক্ষেত্রে কিছুটা ধাক্কা খেলেও এলাকাগুলি নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে জামাতের হাতে থাকায় এখানে নিজেদের কাজ গোপন এবং কৌশলে যে আইএসআই বা তাদের মদতপুষ্টরা চালিয়ে যাবে না, তা নিয়ে একপ্রকার নিশ্চিত গোয়েন্দারা। এতদিন বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকার না থাকায়, কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্তের ওপারের গ্রামগুলিতে ভারত বিরোধী কার্যকলাপকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। তবে এবার নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খারাপ করার জন্য সীমান্তবর্তী গ্রামে জামাতের মতো ভারত-বিরোধী মৌলবাদী সংগঠনগুলি নানান কৌশল নিতে পারে বলে একটা উদ্বেগের চিত্র উঠে আসছে। দেশের সামরিক বাহিনীর ইন্টেলিজেন্স ইতিমধ্যেই ভারতের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি যাতে উপরের আগ্রাসী মৌলবাদী সংগঠন দ্বারা প্রভাবিত না হয়, তার জন্য চোখ কান খোলা রেখেছে। কিন্তু সীমান্তের ওপারে সংসদ আসনগুলি জামাতের প্রার্থীদের হাতে যাওয়ায় সতর্কতা এবং তৎপরতা আরও বাড়ানো হবে বলে দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সূত্রে খবর। বাংলাদেশের নির্বাচনের ফলাফল বলছে, সীমান্তবর্তী সংসদগুলির মধ্যে ৭৮ শতাংশ গিয়েছে জামাতের দখলে। বিশেষ করে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, অসমের ধুবড়ির মত এদেশের অংশের ঠিক ওপারে থাকা এলাকাগুলো জামাত বড় ব্যবধানে জিতেছে। যদিও উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশিরভাগ সীমান্তবর্তী অংশের বাংলাদেশের ভূখণ্ডের দিকে থাকা সংসদ গুলি বিএনপি'র দখলে গিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তকে এক্ষেত্রে আলাদা করেই চিন্তার মধ্যে ফেলে দিল পদ্মার ওপারে থাকা গ্রামগুলি জামাতের হাতে চলে যাওয়ায়। অসম লাগোয়া অংশ জামাতের দখলে চলে গিয়েছে। আগামী এক-দুই মাসেই এই রাজ্যে এবং অসমে বিধানসভা নির্বাচন। ঠিক তার আগে সীমান্তবর্তী অংশে গ্রামগুলিতে নতুন করে বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে, এই আশঙ্কা কিন্তু থাকবে, খবর বিএসএফ সূত্রেও।

সুষ্ঠু নির্বাচনই গণতন্ত্রের ভিত্তি, কমিশনের দায়িত্ব স্মরণ করালেনঃ অধীর চৌধুরী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ ফেব্রুয়ারিঃদেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্যতম প্রধান স্তম্ভ নির্বাচন প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়া যাতে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং সময়মতো সম্পন্ন হয়, তার দায়িত্ব যে একমাত্র নির্বাচন কমিশনের-সেই কথাই স্পষ্ট ভাষায় স্মরণ করিয়ে দিলেন কংগ্রেস নেতা Adhir Ranjan Chowdhury। গত বৃহস্পতিবার রাজধানীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা যেমন কমিশনের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা, তেমনই এসআইআর প্রক্রিয়াও নিরপেক্ষ ও যথাযথভাবে সম্পন্ন করা তাদের কর্তব্য।অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বক্তব্যে এদিন স্পষ্ট ছিল নির্বাচনকে ঘিরে বিরোধীদের উদ্বেগ। তিনি বলেন, নির্বাচন এবং এসআইআর পরিচালনা করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। সবকিছু যাতে সঠিক সময়ে সম্পন্ন হয়, সেটাও নিশ্চিত করা উচিত। তাঁর কথায়, নির্বাচন শুধু ভোটগ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ভোটার তালিকা সংশোধন, প্রশাসনিক প্রস্তুতি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং নিরপেক্ষ পরিবেশ নিশ্চিত করার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই কমিশনের সক্রিয় ও দৃঢ় ভূমিকা অপরিহার্য। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, অধীরের এই মন্তব্য নিছক আনুষ্ঠানিক বক্তব্য নয়, বরং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা। সাম্প্রতিক সময়ে ভোটার তালিকা, সংশোধন প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে। সেই প্রেক্ষাপটেই কংগ্রেস নেতার এই মন্তব্য বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। তিনি ইঙ্গিত দেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিরপেক্ষ রেফারির মতো-যেখানে কোনও পক্ষপাতের অবকাশ নেই।অধীর বলেন, নতুন সরকার গঠনের সময় যখন আসবে, তখন তা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই গঠিত হবে। কিন্তু তার আগে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হল এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে জনগণ নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, নতুন সরকার গঠনের আগে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব সঠিক সময়ের মধ্যে একটি নিরাপদ ও সুস্থ সরকার গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। অর্থাৎ, ভোটপর্ব শুধু রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র নয় এটি দেশের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার মূল উৎপাদান।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বক্তব্যে দ্বিমুখী বার্তা রয়েছে। একদিকে তিনি নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক ক্ষমতা ও দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়েছেন, অন্যদিকে পরোক্ষভাবে কমিশনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেছেন। গণতন্ত্রে নির্বাচন শুধু ক্ষমতা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া নয় এটি জনগণের মতামতের প্রতিফলন। সেই প্রতিফলন যেন বিকৃত না হয়, তার জন্য প্রশাসনিক সতর্কতা এবং স্বচ্ছতা অত্যন্ত জরুরি।কংগ্রেসের এই বর্ষীয়ান নেতা বরাবরই নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে স্পষ্টভাষী। সংসদ থেকে রাস্তা-বিভিন্ন মঞ্চে তিনি কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বা পরামর্শ দিয়েছেন। এদিনও তাঁর বক্তব্যে ছিল একই সুর। তিনি মনে করিয়ে দেন, নির্বাচন কমিশন সংবিধানপ্রদত্ত একটি স্বাধীন সংস্থা। সেই স্বাধীনতা রক্ষা করা যেমন জরুরি, তেমনই তার সদ্ব্যবহার করাও প্রয়োজন। রাজনৈতিক চাপ বা প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করাই কমিশনের প্রকৃত শক্তি।বর্তমান প্রেক্ষাপটে নির্বাচন ঘিরে উত্তাপ ক্রমশ বা।ছে। বিভিন্ন রাজ্যে ভোটের প্রস্তুতি, জোট সমীকরণ, প্রার্থী বাছাই-সব মিলিয়ে রাজনৈতিক আবহ তপ্ত। এই অবস্থায় বিরোধী শিবিরের পক্ষ থেকে

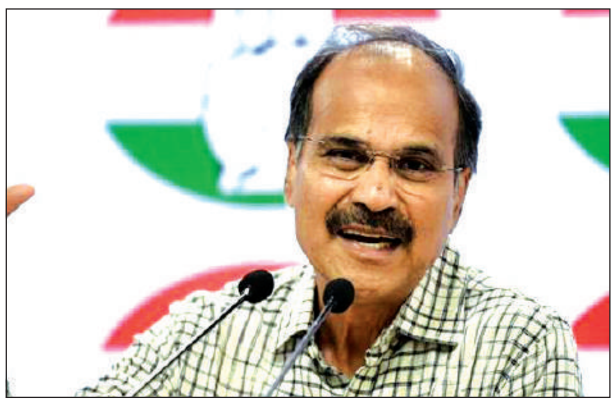

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বের কথা উচ্চারণ নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং তা গণতান্ত্রিক কাঠামোকে সচল রাখার আহ্বান বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বক্তব্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে-সময়সীমা। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, নির্বাচন এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রক্রিয়া সঠিক সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। দেরি বা অনিশ্চয়তা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। তাই কমিশনের উচিত নির্ধারিত সময়সীমা মেনে প্রতিটি ধাপ সম্পন্ন করা এবং জনগণকে পরিষ্কার বার্তা দেওয়া।গণতন্ত্রে সরকারের পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু সেই পরিবর্তনের ভিত্তি যদি দুর্বল হয়, তবে গোটা ব্যবস্থাই প্রশ্নের মুখে পড়ে। অধীরের বক্তব্যে তাই প্রতিফলিত হয়েছে গণতান্ত্রিক শুদ্ধতার দাবি। তিনি যেন স্মরণ করিয়ে দিলেন, নির্বাচন কমিশন কেবল একটি প্রশাসনিক সংস্থা নয় এটি দেশের গণতান্ত্রিক বিশ্বাসের রক্ষক।রাজনৈতিক মহলে এখন নজর থাকবে কমিশনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। বিরোধী নেতার এই মন্তব্যের পর কমিশন কীভাবে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে, সেটাই দেখার। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসে, ততই বা।ে প্রশ্ন, সংশয় ও প্রত্যাশা। সেই প্রত্যাশা পূরণ করাই এখন নির্বাচন কমিশনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।সব মিলিয়ে, অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বক্তব্য আবারও সামনে এনে দিল সেই চিরন্তন সত্য-সুষ্ঠু নির্বাচনই গণতন্ত্রের প্রাণ। আর সেই প্রাণকে সুস্থ ও সক্রিয় রাখার দায়িত্ব যাঁদের হাতে ন্যস্ত, তাঁদের ভূমিকা নিয়ে সচেতন ও সতর্ক থাকা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য।

এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের অবসান, প্রয়াত দূরদর্শনের প্রবীণ সংবাদ পাঠিকা সরলা মহেশ্বরী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতীয় টেলিভিশন সাংবাদিকতার এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের অবসান। প্রয়াত দূরদর্শনের প্রবীণ সংবাদ পাঠিকা সরলা মহেশ্বরী। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। সরলাদেবীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সংবাদমাধ্যম ও দর্শকমহল। গত বৃহস্পতিবার দিল্লিতে মারা গিয়েছেন তিনি। দূরদর্শনের অ্যাঙ্কর হিসেবে প্রবল জনপ্রিয় ছিলেন সরলা মহেশ্বরী। পরে সিপিএম-এর হয়ে রাজ্যসভায় সাংসদের দায়িত্বও পালন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।দূরদর্শন ন্যাশনালের তরফ থেকে সরলা মাহেশ্বরীর মৃত্যুর ঘটনা শোকবার্তা দিয়ে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে যে, সরলা মহেশ্বরীর মৃত্যুতে আমরা শোকস্তব্ধ। দূরদর্শনের অত্যন্ত সম্মানীয় এবং শ্রদ্ধেয় নিউজ রিডার ছিলেন তিনি। ভারতীয় সংবাদ জগতে নিজের জায়গা তৈরি করেছিলেন তিনি।

তৃণমূলে যোগ ময়নার প্রভাবশালী বিজেপি নেতা চন্দন মণ্ডলের

অনিকেত নস্কর,কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ বিধানসভা ভোটের মুখে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় বিজেপিতে ধস। শাসক শিবির তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন ময়নার প্রভাবশালী বিজেপি নেতা চন্দন মণ্ডল। শুক্রবার কলকাতায় তৃণমূল ভবনে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ এবং তমলুক সাংগঠিক এলাকার নেতা সুজিত রায়ের হাত থেকে দলীয় পতাকা গ্রহণ করে দলবদল করলেন তিনি। আগে অবশ্য চন্দনবাবু সিপিএম করতেন। পরে বিজেপির কর্মী হয়ে যান। এবার এলেন তৃণমূলে। তিনি এলাকায় প্রভাবশালী নেতা বলেই পরিচিত।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চন্দন মণ্ডল জানান, তৃণমূলে যোগদান তাঁর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়, নৈতিক সিদ্ধান্ত। ময়নার মানুষের জন্য কাজ করতে চেয়ে উন্নয়নমুখী শাসক শিবিরে যোগ দিলেন। এতদিন ময়নার বিজেপি বিধায়ক এলাকাবাসীর জন্য কোনও কাজ করেননি বলেও অভিযোগ করেন চন্দন মণ্ডল। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত, বাগচা এলাকায় বিজেপির হয়ে একচেটিয়া ভোট করাতে চন্দন মণ্ডল ছিলেন অপ্রতিরোধ্য।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী দলকে বেছে নিয়েছে বাংলাদেশঃ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ ফেব্রুয়রিঃবাংলাদেশের মানুষ এমন শক্তিকে বেছে নিয়েছেন যারা ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী, বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে এ কথা বলেছেন যে, প্রাক্তন বিদেশ সচিব তথা রাজ্যসভা সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।তিনি বলেন যে, জামায়াতে ইসলামীর মতো সংগঠনগুলি তখন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। শ্রিংলা জানান, বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে ইতিবাচক ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ভারতের মতো নিকটতম ও বৃহত্তম প্রতিবেশীর সঙ্গে বাংলাদেশের এই সহযোগিতা দুই রাষ্ট্রের জন্যই বিশেষ ফলদায়ক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৃদ্ধির আনন্দে মিছিল

অরূপ নস্কর,উলুবেড়িয়া,১৩ফেব্রুয়ারিঃলক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৫০০টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় আনন্দ মিছিল । গত বুধবার বিকেলে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের নবগ্রাম অঞ্চল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়মা গোবর্ধহ পঞ্চানন তলা থেকে লক্ষীর ভান্ডার হাতে নিয়ে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি গলায় টাঙিয়ে হাজার হাজার মহিলারা আনন্দের সহিত নৃত্য করিতে করিতে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন, মিছিলটি বারকোলিয়া হয়ে শেষ হয় বরাগাছি খেয়াঘাটে।মিছিলে হাঁটলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি অপর্ণা দোলুই,নবগ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আজনবী মোল্লা, উপপ্রধান লুফর রহমান খান,নবগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জয়ন্ত মন্ডল প্রমুখ।

বোমাতঙ্ক

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ শুক্রবার সকালে দিল্লির একাধিক স্কুলে ফের বোমাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে অভিভাবক ও পড়ুয়াদের মধ্যে।দিল্লির দমকল সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে অন্তত চারটি নামী স্কুলে বোমা রাখা রয়েছে বলে হুমকি পৌঁছায়। খবর পাওয়া মাত্রহই স্কুল কর্তৃপক্ষ পড়ুয়াদের নিরাপদে বের করে নিয়ে আসে এবং দ্রুত দমকল ও বম্ব স্কোয়াড সেখানে পৌঁছায়। শুধু শুক্রবারই নয়, গত সোমবারও দিল্লির একাধিক স্কুলে একই ধরনের হুমকি ইমেল এসেছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত কোনও বিস্ফোরক মেলেনি এবং হুমকিটি ভুয়ো প্রমাণিত হয়েছিল।

পিছিয়ে গেল রাজপালের জামিন মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি হাইকোর্টে বৃহস্পতিবার অভিনেতা রাজপাল যাদবের জামিন মামলার শুনানি ছিল। কিন্তু, শুনানি পিছিয়ে গেল। পুনরায় শুনানি হবে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি, সোমবার। রাজপালের আইনজীবী বলেন, তিনি নিজের মক্কেলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। তিনি আদালতকে জানান, জামিনের আবেদন দাখিল করা হয়েছে এবং অন্য পক্ষকে জবাব দেওয়ার অনুরোধ করেছেন, মামলাটি সোমবার পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন জানান। তিনি আরও বলেন, ততক্ষণে তিনি আরও বক্তব্য নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন। উল্লেখ্য, চেক বাউন্সের পুরোনো মামলায় ৫৪ বছরের অভিনেতাকে গত সপ্তাহে জেলে থাকার নির্দেশ দিয়েছিল দিল্লি হাইকোর্ট। রাজপাল এখন তিহাড় জেলে বন্দি। তাঁর ম্যানেজার দাবি করেছেন, বলিউডের অভিনেতাদের একাংশ রাজপালকে অর্থ সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানি।

KHATOD INVESTMENTS & FINANCE CO. LTD.
Regd.Office : 1, Ramesh Mitra Road, Third Floor, Kolkata - 700 025
Phone : 8100465325,
E mail: khatodinv@gmail.com, Website : www.khatodinv.com
CIN : L65993WB1990PLC084695

EXTRACT OF THE UN- AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2025

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter ended 31.12.2025	Nine Months ended 31.12.2025	Quarter ended 31.12.2024
1	Total Income from Operations	9.08	10.67	0.00
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6.11	0.66	-2.80
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6.11	0.66	-2.80
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6.11	0.66	-2.80
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3818.12	3491.85	4681.46
6	Equity Share Capital	300.22	300.22	300.22
7	Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic	0.20	0.02	-0.09
	Diluted	0.20	0.02	-0.09
8	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic	0.20	0.02	-0.09
	Diluted	0.20	0.02	-0.09

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Calcutta Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on 12th February, 2026. The full format of the quarter and nine months ended Financial Results are available on the website of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed and on the Company's website i.e., **www.khatodinv.com.**

Place : Kolkata
Date: 14th February 2026

By order of the Board
Sd/-**Manisha Pincha**
Whole Time Director
DIN: 07143031

SCINTILLA COMMERCIAL & CREDIT LIMITED
CIN : L65191WB1990PLC048276
Regd. Off: "Mercantile Building",Block-E,2nd Floor, 9/12, Lalbazar Street,Kolkata-700001
Corp. Off: "Jajodia Tower", 3, Bentinck Street, Room No. D-8, 4th Floor, Kolkata - 700001
E-MAIL: info@scintilla.co.in, **WEBSITE:**www.scintilla.co.in

EXTRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTH ENDED 31ST DECEMBER, 2025

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	12.17	25.18	15.56	54.53	46.37	61.91
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-47.72	19.32	6.74	-23.45	-10.18	-0.75
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-47.72	19.32	6.74	-23.45	-10.18	-0.75
4	Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-44.2	14.46	7.39	-26.04	-7.55	3.45
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-44.2	14.46	7.08	-16.45	-9.08	1.93
6	Equity Share Capital	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78
	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations): Basic & Diluted	-0.44	0.14	0.07	-0.26	-0.08	0.03

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Standalone Financial Results for the Quarter & Nine Months ended 31st December, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Un-audited Financial Results is available on the Stock Exchanges at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.scintilla.co.in.
2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 13th February, 2026.

Place : Kolkata
Dated : 13.02.2026

For and on behalf of the Board
For Scintilla Commercial & Credit Ltd
Sd/- (Jitendra Kumar Goyal)
Managing Director
DIN: 00468744

HOWRAH GASES LIMITED
CIN :CIN :L24111WB1985PLC038480
Regd. Office: 1,Crooked Lane, Ground Floor,Room No.G-2,
Kolkata 700069,West Bengal,
Mobile No.+91 9830024305
Email : howrahgasesltd@gmail.com; Website: www.howrahgases.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED 31ST DECEMBER,2025

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		Unaudited			Unaudited		Audited
		31.12.25	30.09.25	31.12.24	31.12.25	31.12.24	31.03.25
1	Total income from operations (Net)	315.99	125.13	224.19	607.48	615.01	976.20
2	Net Profit / (Loss) for the period(before tax,Exceptional and/ or Extraordinary items)	44.36	(0.39)	(26.16)	39.43	19.78	(1.67)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	44.36	(0.39)	(26.16)	39.43	19.78	(21.67)
4	Net Profit/(Loss)for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	44.36	(38.32)	(26.16)	39.43	19.78	(21.82)
5	Total Comprehensive income for the period/ (Loss) {comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)}	44.36	(38.32)	(26.16)	39.43	19.78	481.78
6	Equity Share Capital	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-	6,448.59
8	Earnings Per Share (before and after extraordinary items) (not annualised) : Basic & Diluted(Rs.)	1.39	-1.20	-0.82	1.23	0.62	15.06

Notes:
1) The above Un-Audited financial results for the Quarter and Nine Month ended on 31.12.2025 were reviewed by the Audit Committee and have approved by the Board of directors at their respective meetings held on 13.02.2026
2) The Above is an extract of the detailed format of Financial results has been filled with the Stock Excahange under Regulation 33 of SEBI(LODR) Regulations, 2015.
3) The Financial results along with Limited Review Report, have been posted on the Company website at http://howrahgases.com/H_Financial.aspx and can be accessed by scanning the QR Code.

Place : Kolkata
Date : 13th November,2026

On behalf of the Board of Directors
For,**HOWRAH GASES LIMITED**
Sd/-**Suresh Kumar Agrawal**
Managing Director
DIN No. 00587623

VIRAT LEASING LIMITED
Regd. Off: 1,Crooked Lane, 3rd Floor, Room No.324, Kolkata-700001
Corp. Off.: "Jajodia Tower", 3, Bentinck Street,Room No.D-8,4th Floor, Kolkata-700001, W.B.
CIN:L65910WB1984PLC098684 EMAIL:info@vll.co.in WEBSITE:www.vll.co.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2025

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2025	30.09.2025	31.12.202	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Revenue from Operations	20.37	30.85	20.75	73.72	71.50	92.89
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-108.46	21.69	-7.11	-81.43	-41.56	-29.70
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-108.46	21.69	-7.11	-81.43	-41.56	-29.70
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-103.75	16.32	-6.89	-83.52	-41.91	-30.17
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-103.75	16.32	-20.46	-18.19	-30.60	-25.53
6	Equity Share Capital	1298.05	1298.05	1298.05	1298.05	1298.05	1298.05
7	"Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	Basic & Diluted:	-0.80	0.13	-0.05	-0.64	-0.32	-0.23

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine Month ended 31st December, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter & Nine Month ended Un-Audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com and also on the websites of the company at www.vll.co.in.
2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 13th February, 2026.

Place : Kolkata
Dated :13.02.2026

For Virat Leasing Limited
Sd/-
Rajeev Kothari
Managing Director
DIN: 00147196

INTERNATIONAL CONVEYORS LIMITED
CIN : L21300WB1973PLC028854
REGD. OFF: FALTA SEZ, VILL & MOUZA : AKALMEGH, SOUTH 24 PARGANAS - 743 504, WEST BENGAL
EMAIL : icltd@iclbelting.com & WEB SITE : www.iclbelting.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2025

(₹ in Lakhs)

Standalone

Sl No	Particulars	Three Months Ended			Nine Months Ended		Year ended
		31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	TOTAL INCOME FROM OPERATIONS	3461	3968	2616	10782	8762	14082
2	NET PROFIT/(LOSS) FOR THE PERIOD (BEFORE TAX, EXCEPTIONAL ITEMS)	3833	(2599)	2761	8150	10724	11735
3	NET PROFIT/ (LOSS) FOR THE PERIOD BEFORE TAX (AFTER EXCEPTIONAL ITEMS)	3833	(2599)	2761	8150	10724	10073
4	NET PROFIT /(LOSS) FOR THE PERIOD AFTER TAX (AFTER EXCEPTIONAL ITEMS)	2950	(1876)	2014	6295	7947	7625
5	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD [COMPRISING PROFIT FOR THE PERIOD (AFTER TAX) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (AFTER TAX)]	2909	(1970)	1772	6235	8495	8064
6	EQUITY SHARE CAPITAL (OF ₹1/- EACH)	638	634	634	638	634	634
7	OTHER EQUITY	NA	NA	NA	NA	NA	35482
8	EARNINGS PER SHARE OF ₹1/- EACH (FOR CONTINUING AND DISCONTINUED OPERATIONS) BASIC	4.65	(2.96)	3.18	9.92	12.54	12.03
	DILUTED	4.65	(2.96)	3.18	9.92	12.54	12.03

Consolidated

Sl No	Particulars	Three Months ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	TOTAL INCOME FROM OPERATIONS	3534	4530	2609	11610	9725	15185
2	NET PROFIT/(LOSS) FOR THE PERIOD (BEFORE TAX, EXCEPTIONAL ITEMS)	3854	(2455)	2750	8305	10655	11627
3	NET PROFIT/ (LOSS) FOR THE PERIOD BEFORE TAX (AFTER EXCEPTIONAL ITEMS)	3854	(2455)	2750	8305	10655	11627
4	NET PROFIT /(LOSS) FOR THE PERIOD AFTER TAX (AFTER EXCEPTIONAL ITEMS)	2968	(1736)	2000	6439	7868	9171
5	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD [COMPRISING PROFIT FOR THE PERIOD (AFTER TAX) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (AFTER TAX)]	2927	(1830)	1758	6379	8416	9610
6	EQUITY SHARE CAPITAL (OF ₹1/- EACH)	638	634	634	638	634	634
7	OTHER EQUITY	NA	NA	NA	NA	NA	35546
8	EARNINGS PER SHARE OF ₹1/- EACH (FOR CONTINUING AND DISCONTINUED OPERATIONS) BASIC	4.68	(2.74)	3.16	10.14	12.41	14.47
	DILUTED	4.68	(2.74)	3.16	10.14	12.41	14.47

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2 The full format of the Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and on the Company's website (www.iclbelting.com).

Place : Mumbai
Dated : 13.02.2026

Sd/-
Yogesh Kajaria
(Chairman & Managing Director)
DIN: 01832931

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিন অনেক নতুন সুযোগ আসতে পারে। আপনি সামাজিক জীবনে সক্রিয় থাকবেন এবং নতুন পরিচিতি তৈরির ভাল সুযোগ পাবেন। বিবাহের যোগ হবে আজ। **বৃষঃ** জাতক জাতিকাদের অত্যন্ত ইতিবাচক এবং উদ্যমী দিন হবে। আপনার মনে অনেক নতুন ধারণা এবং পরিকল্পনা আসবে, যা আপনি আপনার জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন। আর্থিক উন্নতি হবে আজ। **মিথুনঃ** একটি খুশির সংবাদ পাওয়া সম্ভবপর। যারা দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন তারা আজ যে কোনও জায়গা থেকে অর্থ অর্জন করতে পারবেন যা এক মুহূর্তে বেশ কয়েকটি জীবনের সমস্যাগুলি দূর করবে। সন্তান হতে পারে আজকে। **কর্কট রাশি ঃ**আপনার রসিক আত্মীয়স্বজন আপনার দুশ্চিন্তা দূর করবে আর আপনাকে কাঙ্খিত মুক্তির স্বাদ দেবে। এরকম আত্মীয় থাকার জন্য আপনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবেন। অর্থ ব্যয়। **সিংহঃ** কোন সাধুসন্তের কাছ থেকে কোন স্বর্গীয় জ্ঞান আপনাকে শান্তি এবং স্বস্তি দেবে। বিবাহের যোগ । **কন্যা ঃ**জাতক জাতিকাদের বিশেষ ভাবে উসাহব্যঞ্জক দিন। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার ফল ভোগ করার সময় এসেছে। শুভদিন **তুলাঃ** আজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারেন। **বৃশ্চিকঃ** বন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। বিদেশ যাত্রা শুভ **ধনুঃ** জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি উৎসাহ এবং শক্তিতে ভরপুর থাকবে। এই দিন আপনি নতুন নতুন সম্ভাবনা দেখতে পারেন। আপনার ধারণা এবং সৃজনশীলতার কথা মাথায় রেখে, এটি আপনার জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনার সময়। অর্থ ব্যয়। **মকরঃ** জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। আপনি কর্মক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পারেন। আপনার ধারণাগুলো স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করবেন না। শরীরচর্চা আজ শুভ **কুম্ভঃ**আপনার স্ত্রীর সাথে পারিবারিক সমস্যা ভাগ করে নিন। নিজেদেরকে এক প্রেমপূর্ণ, যত্নশীল দম্পতি হিসাবে পুনর্নিশ্চিত এবং আবার আবিস্কার করতে একে অপরের জন্য কিছু সময় কাটান। আপনার বাচ্চারাও ঘরে আনন্দ এবং শান্তির স্পন্দন অনুভব করবে। **মীনঃ**কাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ করতে উপদ্রব করবে। আজ আপনার বাড়ির বাইরে যাওয়ার আগে আপনার প্রবীণদের আশীর্বাদ লাভ করুন, এটি আপনার উপকারে আসবে। আপনার সন্তান সঙ্গে কিছু সময় ব্যয় করুন এবং এবং তাদের ভাল মূল্যবোধের শিক্ষা দিন ও তাদের দায়িত্বগুলো জানতে দিন। সংসারে শান্তি ফিরতে পারে আজকে দিনে।

আবহাওয়া

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী হবে ধীরে ধীরে। সর্বনিম্ন পারদ ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। রাতের ঠান্ডা অনেকটাই কমবে, দিনের তাপমাত্রাও বাড়বে ক্রমশ। উত্তুরে হাওয়ার প্রভাব কমে যাওয়ায় শীতের তীব্রতা আর আগের মতো থাকবে না।শুক্রবার কলকাতা-সহ হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় শুস্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই জানাচ্ছে দফতর। সকালের দিকে কোথাও কোথাও হালকা কুয়াশা দেখা দিতে পারে, তবে ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা কম।উত্তরবঙ্গেও একই প্রবণতা। আগামী তিন দিনের মধ্যে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দুই দিনাজপুর ও মালদায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বা।তে পারে। সেখানেও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। পাহাড় ও ডুয়ার্সে সকালে কুয়াশার প্রভাব কিছুটা থাকতে পারে, তবে সারাদিনের আবহাওয়া থাকবে শুস্ক।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৩ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৩৬ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫৫মিনিট এবং ০৯ রাত ৫৫টা । **ভাটা**-দুপুর ০৩টা ৫২মনিট এবং রাত ০১টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৩মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩১মনিটে হতে পারে।

কলকাতা | মহানগরের খবর

পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় বিধানসভা ভোটের আগে বড় চমক-বিজেপির প্রভাবশালী নেতা চন্দন মণ্ডল তৃণমূলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না এলাকায় বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে রাজনীতিতে বড় ধরনের হট্টগোল তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিনের বিজেপি নেতা ও ময়নার প্রভাবশালী রাজনীতিক চন্দন মণ্ডল শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। শুক্রবার কলকাতায তৃণমূলের সদর দফতর তৃণমূল ভবনে চঃিদ্রমা ভট্টাচার্য, দলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এবং তমলুক সাংগঠনিক এলাকার নেতা সুজিত রাযের উপস্থিতিতে তিনি দলীয পতাকা গ্রহণ করেন। চঃদন মণ্ডল সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জানিয়েছেন যে, এই পদক্ষেপ তার রাজনৈতিক স্বার্থে নয়, বরং নৈতিক ও উন্নযনমূলক দিক থেকে নেওযা সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, ময়নার মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। এখানে এতদিন একজন বিজেপি বিধায়ক থাকলেও এলাকাবাসীর জন্য তিনি কার্যত কিছুই করেননি। তাই আমি উন্নয়নমুখী শাসক দলের সঙ্গে যোগদান করেছি। চঃদন মণ্ডলের এই যুক্তি রাজনৈতিক মহলে আলোচনার নতুন কেঃদ্রবিন্দুতে পরিণত হযেছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ময়না এবং আশেপাশের বাগচা এলাকা দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। তবে গত কয়েকবছরে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে তৃণমূল এই অঞ্চলে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই প্রসঙ্গে চঃদন মণ্ডলও ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ একজন নেতা। তিনি নিজে আগে সিপিএমে সক্রিয ছিলেন এবং পরে বিজেপিতে যোগ দিযে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান

দৃঢ় করেছিলেন। এলাকায তার রাজনৈতিক প্রভাব এবং সাংগঠনিক দক্ষতা এতটাই সুপ্রতিষ্ঠিত যে, একুশের বিধানসভা নির্বাচনে ময়না থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে জয়ের পথ সহজ করে দিয়েছিলেন অশোক দি ঃদার জন্য। চঃদন মণ্ডলের পরিবারও রাজনৈতিকভাবে এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ। তার স্ত্রী স্থানীয় গ্রাম পঞ্চাযেতের বিজেপি প্রধান ছিলেন। এ কারণে বাগচা এলাকা একচেটিযাভাবে বিজেপি প্রভাবাধীন রাখার দাযিত্ব মূলত তার কাঁধে ছিল। এমন প্রেক্ষাপটে তাঁর তৃণমূলে যোগদান স্থানীয রাজনৈতিক সমীকরণকে নতুন করে গঠন করতে পারে।

চন্দন মণ্ডল তার তৃণমূল যোগদানের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিযে বলেন, মযনার মানুষ মূলত মৎস্যজীবী। এখানকার মানুষের জীবিকা মাছ চাষের সঙ্গে জড়িত। তারা বহু সমস্যার সম্মুখীন। আমি এসমস্ত সমস্যা প্রধানমন্ত্রী বা কেঃদ্রীয় স্তরে নয, বরং রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে সমাধান করতে চাই। তাই আমি তৃণমূলের সঙ্গে যোগদান করেছি যাতে ময়নাবাসীর উন্নযন ও কল্যাণ নিশ্চিত করা যায। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ইতিমধ্যেই এই সমস্যাগুলি তিনি মাননীয মুখ্যমন্ত্রী এবং সাংসদ অভিষেক বঃদ্যোপাধ্যাযের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং তাঁরা সমস্যার সমাধানে আশ্বাস দিযেছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, চঃদন মণ্ডলের এই পদক্ষেপ ময়না অঞ্চলে বিজেপির ঘাঁটিকে চাপে ফেলতে পারে। রাজনৈতিক মহলের একটি অংশের ধারণা, ময়না ও আশেপাশের বাগচা এলাকা ভোটের ক্ষেত্রে এক চ্যানেলে বিজেপির পক্ষে দৃঢ় ভোট বের করত। কিন্তু চঃদন মণ্ডলের তৃণমূলে যোগদানের ফলে এই এলাকা নির্বাচনী সমীকরণে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হযেছে।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পানীয় জল ও পেন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,মথুরাপুর , ১৩ ফেব্রয়ারি ঃ রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরনায় সাংসদ বাপি হালদারের নির্দেশে বৃহস্পতিবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন মথুরাপুর আর্য বিদ্যাপীঠ স্কুলের সামনে পরীক্ষার্থীদের পেন ও পানীয় জলের বোতল তুলে দিয়ে সহায়তা করলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার,মথুরাপুর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার, দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আমির হোসেন লস্কর, রায়দীঘি বিধানসভার লড়াকু নেতৃত্ব তথা সমাজসেবী সাদ্দাম লস্কর সহ আরো অনেকে। এদিন আগত পরীক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও খুশি জন প্রতিনিধিদের এইভাবে এগিয়ে এসে সহায়তা করার জন্য।

শালিমার-বিশাখাপত্তনম-শালিমার হোলি স্পেশাল ট্রেন

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৬নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুযায়ী শালিমার-বিশাখাপত্তনম-শালিমারের মধ্যে হোলি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে০৮৫০৮ বিশাখাপত্তনম-শালিমার হোলি স্পেশাল ট্রেনটি প্রতি বুধবার ০৩.০৩.২০২৬ থেকে ১৭.০৩.২০২৬ পর্যন্ত বিশাখাপত্তনম থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০৩.০০ টায শালিমারে পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮৫০৭ শালিমার-বিশাখাপত্তনম স্পেশাল ট্রেনটি প্রতি মঙ্গলবার ০৪.০৩.২০২৬ থেকে ১৮.০৩.২০২৬ পর্যন্ত শালিমার থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ২০.৫০ টা বিশাখাপত্তনম পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটি খ্ক্রঙ অধিক্ষেত্রের সাঁতরাগাছি, খড়গপুর এবং বলেশ্বরে স্টপেজ করবে।

হাতের কাজে শহর কলকাতাকে টেক্কা দিল জয়নগরের যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ হাতে ছোটা ভীম-মোটা পাগলু, মাতাচছে গ্রাম থেকে শহর জয়নগরের এক যুবক।গ্রামের মাটির গন্ধ মেখে বড় হতে হতে স্বপ্ন দেখেছিলেন জয়নগরের শিবনাথ হালদার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার হরিনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌড়েরহাট রাযনগর গ্রামের এক যুবক আজ নিজের নিখুঁত হাতের কাজ দিয়ে কলকাতা শহরের বিভিন্ন জন্মদিনের পার্টি, অন্নপ্রাশন, বিবাহ অনুষ্ঠান এবং নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে আলাদা পরিচিতি তৈরি করে ফেলে।

আদালত লকআপে বন্দিদের জন্য নয়া মেনু, গরম ভাত-মাছ থেকে খাঁটি গরুর দুধ-খাবারের মানে কড়া নজর লালবাজারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আদালতে হাজিরা দিতে এসে আর অনাহারে থাকতে হবে না বিচারাধীন বন্দিদের। জেল থেকে আদালতে আনার পর সারাদিন যাতে খাবারের অভাব না হয়, তার জন্য বিস্তৃত ও নির্দিষ্ট মেনু চালু করল কলকাতা পুলিশের রিজার্ভ ফোর্স বিভাগ। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, আদালতের লকআপে থাকা বন্দির জন্য এবার থেকে চার বেলার খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শুধু খাবার দেওয়া নয়, সেই খাবারের গুণমান নিয়েও কড়া নির্দেশ জারি হয়েছে। চালের মধ্যে এক রতি কাঁকরও থাকবেনা, দুধ হতে হবে খাঁটি গরুর, রান্না করতে হবে সরষের খাঁটি তেলে-এমনই স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে খাবার সরবরাহকারীদের। প্রাথমিকভাবে সিটি সেশন আদালত, ফাস্ট ট্র্যাক আদালত এবং এসিএমএম (২) আদালতের লকআপে থাকা বঃিদদের জন্য এই নতুন মেনু চালু হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে শহরের অন্যান্য আদালতের লকআপেও একই ব্যবস্থা কার্যকর করার পরিকল্পনা রয়েছে। পুলিশের এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, আদালতে হাজিরা দিতে আসা প্রত্যেক বিচারাধীন বঃিদর জন্য দিন ও রাতের খাবারের পাশাপাশি প্রাতরাশ এবং সান্ধ্যকালীন খাবারেরও ব্যবস্থা থাকবে। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রথম শ্রেণির বঃিদদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী দিনে বা রাতে, এমনকি প্রয়োজনে দু'বেলাই দেওয়া হবে ভাত, রুটি, ডাল, তরকারি এবং মাছের ঝোল। যাঁরা মাছ খাবেন না, তাঁদের জন্য মরশুমি ফলের ব্যবস্থা থাকবে। দ্বিতীয় শ্রেণির বন্দিদের প্রতিদিনের মেনুতেও থাকবে ভাত, রুটি, ডাল, তরকারি ও মাছের ঝোল। তবে কেউ মাছ না খেলে তাঁকে দুধ বা দই দেওয়া হবে। দুই শ্রেণির বঃিদর

জন্যই প্রাতরাশে থাকবে চা ও পাউরুটি, আর বিকেলে দেওয়া হবে চা ও দুটি বিস্কুট। খাবারের পরিমাণও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক বঃিদর জন্য নির্ধারিত হয়েছে ২৪৮ গ্রাম চাল, ২৪৭ গ্রাম আটা, ১৪৫ গ্রাম ডাল, ২০০ গ্রাম সবজি, ৫৮ গ্রাম আলু এবং প্রায় সা।ে ১৪ গ্রাম ভেলি গুড়। মাছের পরিমাণও সা।ে ১৪ গ্রাম নির্ধারণ করা হয়েছে। একদিন অন্তর ২৯ গ্রাম মাছ দেওয়া যেতে পারে বলেও উল্লেখ রয়েছে। পুলিশের নির্দেশ, প্রথম শ্রেণির বঃিদদের জন্য ব্যবহার করতে হবে দামি সরু চাল, আর দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য মাঝারি মানের চাল। তবে কোনও ক্ষেত্রেই চালের মধ্যে কাঁকর বা ময়লা থাকা চলবে না। সবজি হতে হবে টাটকা। রুই, কাতলা বা মৃগেল ছা।া অন্য কোনও মাছ দেওয়া যাবে না। দুধের ক্ষেত্রে স্পষ্ট নির্দেশ, তা গরুর এবং সম্পূর্ণ খাঁটি হতে হবে। রান্না করতে হবে খাঁটি সরষের তেল দিয়ে এবং নুন-মশলার ব্যবহারও হতে হবে যথাযথ পরিমাণে। রান্নার আগে ডাল ভালো করে বেছে পরিষ্কার করতে হবে। বঃিদদের গরম খাবার পরিবেশন করার উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

অসুস্থ বঃিদদের জন্য চিকিসকের পরামর্শ অনুযায়ী আলাদা খাদ্যতালিকার ব্যবস্থা থাকবে। লালবাজারের দাবি, এতদিন আদালত লকআপে প্রত্যেক বঃিদর খাবারের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ২ টাকা ৭৩ পয়সা। এবার সেই বরাদ্দ একলাফে বা।িয়ে করা হয়েছে ৭৩ টাকা ৫০ পয়সা। এই আর্থিক বৃদ্ধির ফলে খাবারের গুণমান ও পরিমাণ দুই-ই উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে বলে আশা করছে পুলিশ প্রশাসন। এতদিন নিয়ম অনুযায়ী, বিচারাধীন বন্দিদের আদালতে হাজিরা দেওয়ার আগে জেলেই খাবার খাইয়ে দেওয়া হতো। তারপর প্রিজনার্স ভ্যান করে নিয়ে আসা হয় আদালতে। কিন্তু সেখানে এখন চা ও দু'টি পাউরুটি বা বিস্কুট দেওয়া হয়। ফলে যাঁদের সকালেই আদালতে নিয়ে আসা হতো, তাঁদের অনেক সময় দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকতে হতো। সন্ধ্যা বা রাত পর্যন্ত লকআপে থেকে ফের জেলে ফিরে তবেই মিলত পরবর্তী খাবার। এতে বহু বন্দির ক্ষেত্রেই সারাদিন প্রায় অনাহারে কাটানোর অভিযোগ উঠত। কিছু ক্ষেত্রে বঃিদর পরিবারের সদস্যরা বাড়ি থেকে খাবার এনে দেওয়ার আবেদন করতেন। কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে সবসময় তা মঞ্জুর করা সম্ভব হতো না। বাইরে থেকে আনা খাবারের মধ্যে অবাঞ্ছিত কিছু মিশে থাকার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যেত না। সেই ঝুঁকি এড়াতেই আদালত লকআপে নিয়মিত ও নির্দিষ্ট খাবারের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের দাবি, বিচারাধীন বন্দিরাও আইনের চোখে মানবিক মর্যাদার অধিকারী। আদালতে হাজিরা দিতে এসে তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করা প্রশাসনের দায়িত্ব। সেই ভাবনা থেকেই এই নতুন মেনু চালু করা হয়েছে। লালবাজারের কর্তাদের আশা, এর ফলে আদালত লকআপে বন্দিদের নিয়ে যে খাদ্যসংক্রান্ত অসন্তোষ ও অভিযোগ ছিল, তা অনেকটাই কমবে। একই সঙ্গে নিরাপত্তা বজায় রেখেই মানবিক ব্যবস্থাপনার এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব হবে।

সেক্টর ফাইভে গ্লোবসিন ক্রিস্টাল ভবনে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার বিকেলে সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে গ্লোবসিন ক্রিস্টাল বিল্ডিংয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছনাল আইটি হাব জুড়ে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা বহুতল ভবন। সেখানে একাধিক নামী বহুজাতিক সংস্থার অফিস ও রেস্তরাঁ রয়েছে। ধোঁয়ার জেরে অসুস্থ হয়ে প।নে এক মহিলা কর্মী। তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আপাতত সম্পূর্ণ ভবনটি খালি করে দেওয়া হয়েছে। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, দুপুর তিনটে থেকে সাড়ে তিনটে নাগাদ আচমকা ভবনের উপরের তলাগুলি ফাঁকা করে দেওয়ার নির্দেশ দেন নিরাপত্তাকর্মীরা। মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে কর্মীদের মধ্যে। লিফট ব্যবহার না করে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে আসেন অনেকে। নিচে নেমে তাঁরা দেখেন, গোটা ভবন ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে। পরিস্থিতি বুঝে সকলকে বাইরে বেরিয়ে যেতে বলা হয়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে জোরকদমে কাজ শুরু করেন দমকলকর্মীরা। প্রাথমিকভাবে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ভবনের ভেতরে থাকা একটি রেস্তরাঁ থেকেই আগুনের সূত্রপাত। তবে কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দমকল আধিকারিকরা সম্ভাব্য কারণ খতিয়ে দেখছেন।

ঘটনাস্থলে যায় বিধাননগর কমিশনারেটের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিশও। ভবনের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যথাযথ ছিল কি না, তা-ও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ব্যস্ত কর্মদিবসে এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছা।িয়েছে সেক্টর ফাইভ চত্বরে। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এলে তবেই ভবনে ফের কাজ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে।

১১১ কোটি টাকার ঘাটতি, তবু পরিষেবায় জোর-২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য ১১১ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করল Kolkata Municipal Corporation শুক্রবার পুর ভবনে বাজেট পেশ করেন মেয়র। গত অর্থবর্ষে যেখানে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১২২ কোটি টাকা, সেখানে চলতি বাজেটে সেই ঘাটতি কিছুটা কমিয়ে ১১১ কোটিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রেখেই পরিষেবা উন্নয়নের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। নতুন কোনও কর আরোপ না করেও রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলেই বাজেট ভাষণে স্পষ্ট করেছেন মেয়র। চলতি অর্থবর্ষে মোট আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫ হাজার ৭৯১ কোটি টাকা। অন্যদিকে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে প্রায় ৫ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। এই হিসেবেই ১১১ কোটি টাকার ঘাটতি ধরা হয়েছে। পুর প্রশাসনের মতে, এই ঘাটতি নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত। রাজ্য ও কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থপ্রাপ্তি, সম্পত্তি কর আদায় বৃদ্ধি এবং সরকারি অনুদান বৃদ্ধির মাধ্যমে ঘাটতি সামাল দেওয়া সম্ভব হবে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল সম্পত্তি কর আদায়ে জোর। গত অর্থবর্ষে সম্পত্তি কর থেকে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ হাজার ৬৭১ কোটি টাকা। চলতি বাজেটে সেই লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে ২ হাজার ৬৬১ কোটি টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় এক হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত আদায়ের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। পুরসভার অভিমত, শহরে বহু সম্পত্তি এখনও সঠিকভাবে নথিভুক্ত নয় বা হালনাগাদ মূল্যায়নের বাইরে রয়েছে। ডিজিটাল সার্ভে, রি-অ্যাসেসমেন্ট এবং বকেয়া আদায়ে বিশেষ অভিযান চালিয়ে রাজস্ব বাড়ানো হবে। তবে নাগরিকদের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপানো হবে না-এই আশ্বাসও দিয়েছেন মেয়র। সরকারি অনুদানের পরিমাণও বেড়েছে বলে জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরসভার আর্থিক ভিত্তি কিছুটা মজবুত হয়েছে। শহরের পরিকাঠামো উন্নয়ন, রাস্তা মেরামতি, আলোকায়ন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবায় এই অর্থ ব্যয় করা হবে। বাজেট বক্তৃতায় মেয়র বলেন, রাজস্ব বাড়ানো এবং পরিষেবা উন্নয়ন-এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই আমাদের লক্ষ্য। জল সরবরাহ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পাইপলাইন সংস্কার, নতুন সংযোগ এবং পানীয় জলের মানোন্নয়নে বিশেষ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে শহরতলি ও নতুন সংযুক্ত ওয়ার্ডগুলিতে জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে জোর দেওয়া হচ্ছে। নিকাশি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বড় অঙ্কের বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বর্ষাকালে জল জমে থাকার সমস্যা কমাতে ড্রেন সংস্কার, পাম্পিং স্টেশন আধুনিকীকরণ এবং নতুন নিকাশি লাইনের কাজ ত্বরান্বিত করা হবে। বস্তি উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধিকে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবেই দেখছে পুর প্রশাসন। শহরের প্রায় লক্ষাধিক মানুষের বাস বস্তি এলাকায়। সেখানে পানীয় জল, শৌচাগার, আলো এবং পাকা রাস্তার ব্যবস্থা করতে বিশেষ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবার সম্প্রসারণও এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিকীকরণের লক্ষ্যও বাজেটে স্পষ্ট। কঠিন বর্জ্য পৃথকীকরণ, রিসাইক্লিং এবং বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদনের প্রকল্পে বিনিয়োগ বাড়ানো হচ্ছে।

কয়লা পাচার মামলায় ফের ইডির সমন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ কয়লা পাচার মামলায় তদন্তের গতি বাড়িয়ে ফের পুলিশ কর্মী মনোরঞ্জন মণ্ডলকে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবার তাঁকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগে গত সোমবারও তাঁকে ডাকা হয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দফতরে। তবে সে দিন হাজিরা এড়িয়ে যান তিনি।

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড

CIN: L15495WB1911PLC002275

নিবন্ধিত অফিসঃ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, চতুর্থ তলা, কলকাতা - ৭০০ ০০১

ফোনঃ (০৩৩) ২২৪৮-৮৬৭২, ৪০৬৬ ১৫৯০৯৩, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১

ই-মেইলঃ contactus@dianatea.in, ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

(লক্ষেতে)

ক্রম নং	বিবরণ (নীচের নোটগুলি দেখুন)	স্বতন্ত্র ত্রৈমাসিক শেষ ৩১.১২.২০২৫ অ-নিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৫ অ-নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৪ অ-নিরীক্ষিত	নয় মাস শেষ ৩১.১২.২০২৫ অ-নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৪ অ-নিরীক্ষিত	বছর শেষ ৩১.০৩.২০২৫ অ-নিরীক্ষিত
১.	মোট পরিচালনা আয় (নেট)	৩,১০৬.৭২	২,৯৩৫.৯৫	২,৪৭৯.৮১	৮,০৪৪.৬৯	৬,১২৬.৪৪	৭,০৮২.৪৫
২.	(করের আগে, ব্যতিক্রমী এবংঅসাধারণ আইটেম) সময়ের জন্য নিট লাভ(ক্ষতি)	৫৩৫.১২	৪৪৫.৯১	১০৯.৭৪	১,১৪৬.৯৯	৪৩২.০২	(৪৮৩.৬০)
৩	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেমের পরে)	৫৩৫.১২	৪৪৫.৯১	১০৯.৭৪	১,১৪৬.৯৯	৪৩২.০২	(৪৮৩.৬০)
৪	করের পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	৫২৯.৯৩	৪৪৫.৯১	১০৮.৫৪	১,১৪১.৮০	৪৩০.৮২	(৪৫৮.৪৪)
৫.	এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় (করের পরে) সময়ের জন্য মুনাফা (ক্ষতি) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত করে	৫২৭.১৩	৪৩৭.০২	৩১.৪৪	১,১৭০.৫০	৪৮০.৬৮	(৪৫৯.৬৩)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (৫ টাকা- পরিশোধিত)	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫
৭.	পূর্ববর্তী হিসাব বছরের ব্যালেন্স শিট অনুসারে পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ						
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ৫ টাকা অভিহিত মূল্য) ক) মৌলিক খ) মিশ্রিত	৩.৫৩	২.৯৭	০.৭২	৭.৬২	২.৮৭	(৩.০৬)

নোটঃ

১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায়। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকনয় মাসের ফলাফল সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা সীমিত পর্যালোচনার বিষ।

২. চা শিল্প মৌসুমী প্রকৃতির হওয়ায়, কোম্পানির ফলাফল ত্রৈমাসিক থেকে ত্রৈমাসিকের মধ্যে পরিবর্তিত হয এবং ত্রৈমাসিকের ফলাফল কোম্পানির বার্ষিক ফলাফলের প্রতিনিধিত্ব করে না।

৩. কোম্পানির নিজস্ব চা বাগান থেকে সবুজ পাতার উৎপাদন (চা তৈরির জন্য কোম্পানির ব্যবহৃত কাঁচামাল) বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন নার্সারি, রোপণ, চাষ ইত্যাদি সমন্বিত প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত, মধ্যবর্তী পর্যায়ে তাদের মূল্য নির্ধারণ করা যায়নি। ব্যবহৃত উপকরণের খরচ সবুজ পাতার ক্রয়কে প্রতিনিধিত্ব করে।

৪. কোম্পানিটি মূলত চা চাষ এবং উৎপাদনের ব্যবসায় নিযুক্ত এবং সেই অনুযায়ী Ind AS-108 অনুসারে সেগমেন্ট রিপোরিং সম্পর্কিত কোনও পৃথক প্রতিবেদনযোগ্য বিভাগ নেই।

৫. কোম্পানিটি চা চাষ, উৎপাদন এবং বিক্রয়ে ব্যবসা নিযুক্ত, যা মৌসুমি প্রকৃতির এবং আবহাওয়া এবং ফসলের ধরণ দ্বারা এর কার্যকারিতা প্রভাবিত হতে পারে, এবং তাই পূর্বোক্ত ফলাফলগুলিকে ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের সম্ভাব্য ফলাফলের প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত ন। অতএব, করের বিধান (বর্তমান এবং বিলম্বিত উভয়) বিবেচনা করা হয়নি কারণ বছরের শেষে একই গণনা করা হয়।

৬. পূর্ববর্তী বছর সময়ের পরিসংখ্যানগুলিকে বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যানের সাথে তুলনীয় করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্বিন্যাস পুনঃগোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে।

৭. ফলাফলগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dianatea.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ - BSE লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এ পাওয়া যাবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩.০২.২০২৬

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেডের জন
স্বাক্ষর-সন্দীপ সিংহানিয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN - 00343837

দান্ত ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেড

CIN: L51226WB1982PLCO35467

নিবন্ধিত অফিসঃ ১, ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং জি২, কলকাতা - ৭০০০৬৯ পশ্চিমবঙ্গ,ভারত

ই-মেইলঃ dantavyapar@hotmail.com II যোগাযোগ নম্বরঃ ৯০৭৩৯৮০৮৩১II ওয়েবসাইটঃ www.dantavyapar.com

অনুমোদিত নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সংক্ষিপ্তসার ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য

(অন্যথায় উল্লেখ না থাকলে, সমস্ত পরিমাণ হাজার টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষ ৩১.১২.২০২৫ (অ- নিরীক্ষিত)	নয় মাস শেষ ৩০.০৯.২০২৫ (অ- নিরীক্ষিত)	বছর শেষ ৩১.১২.২০২৪ (অ- নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষ ৩১.১২.২০২৫ (অ- নিরীক্ষিত)	নয় মাস শেষ ৩১.১২.২০২৪ (অ- নিরীক্ষিত)	বছর শেষ ৩১.০৩.২০২৫ (অ- নিরীক্ষিত)
১.	মোট কার্যক্রম থেকে আয় (নেট)	২৮২২.২৫	৪০৮৬.০৩	৪৩৪৮.০৮	৬২৯১.৮২	১৩০৮৩.৪২	৩২৯৯৫.৩৯
২.	নিট লাভ (ক্ষতি)(করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম)	১৪০১.৫১	২৩৮৬.০৩	১৮১৮.১৬	১৫৯৬.৮১	৫৫৯৭.৭৭	২২৭০২.৯৯
৩.	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমীএবং অসাধারণ আইটেমের পরে)	১৪০১.৫১	২৩৮৬.০৩	১৮১৮.১৬	১৫৯৬.৮১	৫৫৯৭.৭৭	২২৭০২.৯৯
৪.	করের পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমীএবং অসাধারণ আইটেমের পরে)	১০৪৮.৭৮	১৭৮৫.৫২	১৩৬০.৫৭	১১৯৪.৯২	৪১৮৮.৯২	১৬৭৬২.৩৫
৫.	সময়কালের জন্য মোট সামগ্রিক আয়(ক্ষতি)যার মধ্যে রয়েছে(করের পরে)লাভ (ক্ষতি) এবং অন্যান্য সামগ্রিকআয় (করের পরে)	১০৪৮.৭৮	১৭৮৫.৫২	১৩৬০.৫৭	১১৯৪.৯২	৪১৮৮.৯২	৭৫২৯৬.০৬
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০
৭.	অন্যান্য ইকুইটি (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	৫১৫৬৩৯.৩২
৮.	প্রতি শেয়ারে ইমিং(অসাধারণ আইটেমের আগে এবং পরে)(বার্ষিক নয়) মৌলিক এবং পাতলা (টাকা)	০.০২২১	০.০৩৭৬	০.০২৮৭	০.০২৫২	০.০৮৮৩	৩.৫৩

নোটঃ

১) ৩১.১২.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য উপরোক্ত অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলঅডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৩.০২.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভয় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

২) উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি যা সেবি(LODR) প্রবিধান, ২০১৫ এরনিয়ম ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ দিয়ে পূরণ করা হয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট hftps:dantavyapar.com এ উপলব্ধ।

৩) সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন সহ আর্থিক ফলাফল, কোম্পানির ওয়েসাইটhftps:dantavyapar.comservices এ পোস্ট করা হয়েছে এবং অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

পরিচালন পর্ষদের পক্ষ থেকে
দান্ত ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেডএর জন্য
স্বাক্ষর -একতা আগরওয়াল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN : 01369717

R. K. WIRE PRODUCTS LIMITED

Regd. Off: Unit No. 1507, 15th Floor, Tower 1, PS. Srijan Corporate Park, Block EP & GP, Sector V, Salt Lake, Kolkata- 700091 Email ID: info@rkwire.com website: www.rkwire.com

CIN: L17233WB1983PLC036948

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

(₹. in Lakhs)

	Particulars	Quarter ended 31.12.2025 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2025 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	9 Months ended 31.12.2025 (Unaudited)	9 Months ended 31.12.2024 (Unaudited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)
1	**Revenue from operations**						
	Sale of Products	1,668.56	1,871.85	1,944.56	4,767.42	6,332.85	7,639.23
	Other Income	17.62	58.94	46.29	122.21	76.38	125.74
	Total Income	**1,686.19**	**1,930.79**	**1,990.85**	**4,889.64**	**6,409.23**	**7,764.97**
2	**Expenses**						
	Cost of Material Consumed	1,351.54	1,225.28	1,294.79	3,083.31	4,544.59	5,593.46
	Purchase of Stock-in-trade	118.22	335.58	148.34	675.45	230.25	418.38
	Changes in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock-in-trade	(115.85)	8.42	193.75	268.04	268.73	(65.16)
	Employee Benefits Expenses	45.55	66.81	42.65	143.31	142.46	209.72
	Finance Cost	0.86	0.38	2.71	1.24	7.85	10.02
	Depreciation, amortization and impairment	21.93	22.81	20.31	65.37	63.89	85.33
	Other Expenses	166.50	151.63	195.62	433.50	656.36	981.89
	Total Expenses	**1,588.75**	**1,810.91**	**1,898.17**	**4,670.22**	**5,914.13**	**7,233.64**
3	**Profit/ (Loss) before Exceptional Item & Tax (1 - 2)**	**97.43**	**119.88**	**92.68**	**219.41**	**495.10**	**531.33**
4	Exceptional Item	-	-	(5.68)	-	(2.82)	(2.82)
5	**Profit/ (Loss) before Tax (3 - 4)**	**97.43**	**119.88**	**87.00**	**219.41**	**492.28**	**528.51**
6	**Tax Expenses**						
	Current Tax	23.38	32.84	18.25	56.75	118.15	130.15
	Earlier Years	-	-	-	2.02	-	-
	Deferred	-	-	-	-	-	(1.32)
7	**Profit/ (Loss) for the period (5 - 6)**	**74.05**	**87.04**	**68.75**	**160.64**	**374.13**	**399.68**
8	Other Comprehensive Income						
	(i) Item that will not be reclassified to proft or loss remeasurement of post employment benefit obligation						
	(ii) Income Tax relating to above						
	Other Comprehensive Income (OCI) for the period (net of taxes)						
	Other Comprehensive Income for the period, net of taxes						
9	Total Comprehensive Income for the period (7 + 8)	74.05	87.04	68.75	160.64	374.13	399.68
10	Paid-up equity share capital (Face value- Rs.10/-)	74.98	74.98	74.98	74.98	74.98	74.98
11	Other Equity						
12	Earnings Per Share (EPS) of Rs. 10 each (not annualised):						
	Basic (Rs.)	9.88	11.61	9.17	21.42	49.90	53.31
	Diluted (Rs.)	9.88	11.61	9.17	21.42	49.90	53.31

Notes:

1. The above financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2025, have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on February 13, 2026. This Financial Results has been prepared in accordance with Indian Accounting Standard ("Ind AS") notified under Section 133 of the Companies Act' 2013 ("the Act") read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and other recognised accounting practices to the extent applicable.
2. The Company is principally engaged in Single segment viz. Manufacturing of wire and Wire Products.

. Previous period's figures have been regrouped/ rearrangement whereever necessary

Place : Kolkata
Dated : 13.02.2026

For R.K.WIRE PRODUCTS LTD
Sd/-
Ajay Kumar Bagaria
Whole-time Director
(DIN - 02279537)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা-৭৫, শনিবার, ০১ ফাল্গুন, ১৪৩২

মহার্ঘ ভাতা-অনুগ্রহ নয়, আইনি অধিকার

সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা নিয়ে যখনই বিতর্কের ঝড় ওঠে, তখন একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে- এই প্রশ্নটি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়, এটি ন্যায়বিচার ও আইনি অধিকার সংক্রান্ত। অনেক সময় জনপরিসরে এমন ধারণা তৈরি করা হয় যেন মহার্ঘ ভাতা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত একটি বা কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মহার্ঘ ভাতা কোনও দয়া নয়, এটি সরকারি কর্মীদের বৈধ আইনি অধিকার- সংবিধান ও প্রতিষ্ঠিত পরিষেবা-নীতির আলোকে সুরক্ষিত একটি ন্যায্য প্রাপ্য। মহার্ঘ ভাতার মূল দর্শনটি অত্যন্ত সরল। বাজারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে, অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়লে, কর্মীদের প্রকৃত আয় কমে যায়। একই বেতনে আগের মতো পণ্য ও পরিষেবা কেনা যায় না। ফলে কর্মীর জীবনযাত্রার মানে অবনতি ঘটে। এই ক্ষতি পূরণের জন্যই মহার্ঘ ভাতা। অর্থাৎ এটি মূল বেতনের সঙ্গে সংযুক্ত একটি সামঞ্জস্যকারী উপাদান, যা মূল্যসূচকের ওঠানামার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কর্মীদের ক্রয়ক্ষমতা রক্ষা করে। এখানে একটি মৌলিক নীতি কাজ করে- 'কাজের জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিক'। সংবিধানের ন্যায়বোধ ও কল্যাণরাষ্ট্রের ধারণা অনুযায়ী রাষ্ট্র তার কর্মীদের এমন পারিশ্রমিক দেবে, যাতে তারা মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারেন। যদি মুদ্রাস্ফীতি কর্মীর প্রকৃত আয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে, আর রাষ্ট্র সেই ক্ষতি পূরণে উদ্যোগী না হয়, তবে তা ন্যায্যতার পরিপন্থী। তাই মহার্ঘ ভাতা কেবল অর্থের অঙ্ক নয় এটি রাষ্ট্রের নৈতিক ও আইনি দায়বদ্ধতার প্রতিফলন। অনেকে যুক্তি দেন, মহার্ঘ ভাতা দেওয়া বা না দেওয়া সরকারের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। নিঃসন্দেহে রাজ্যের অর্থনৈতিক সামর্থ্য একটি বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন- আর্থিক সঙ্কট কি আইনি অধিকারকে অস্বীকার করার যুক্তি হতে পারে? যদি কোনও কর্মী তার শ্রম, দক্ষতা ও সময় রাষ্ট্রকে প্রদান করেন, তবে তার প্রাপ্য পারিশ্রমিকও রাষ্ট্রের নিশ্চিত করা কর্তব্য। আর্থিক অসুবিধা থাকলে তার সমাধান প্রশাসনিক সংস্কার, ব্যয়ের পুনর্বিন্যাস বা রাজস্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে খুঁজতে হবে কর্মীদের ন্যায্য প্রাপ্য আটকে রেখে নয়। মহার্ঘ ভাতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়া রয়েছে। মূল্যসূচক, অর্থাৎ কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স-এর উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই ভাতা সমন্বয় করা হয়। কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার সেই অনুযায়ী হার ঘোষণা করে। এই প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত। ফলে এটি আকস্মিক বা ইচ্ছাধীন সিদ্ধান্ত নয় বরং একটি কাঠামোবদ্ধ নীতির ফল। এই ধারাবাহিকতা থেকেই বোঝা যায়, মহার্ঘ ভাতা কোনও রাজনৈতিক দান নয়, এটি প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা। এখানে একটি সামাজিক মাত্রাও রয়েছে। সরকারি কর্মীরা কেবল ব্যক্তি নন তারা একটি বৃহৎ মধ্যবিত্ত সমাজের অংশ। তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেলে তার প্রভাব পড়ে বাজারে, ছোট ব্যবসায়, পরিষেবা খাতে। অর্থনীতির চাকা অনেকাংশে তাঁদের ব্যয়ের উপরও নির্ভরশীল। ফলে মহার্ঘ ভাতা কেবল ব্যক্তিগত সুবিধা নয় এটি বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গেও যুক্ত। তবে এই আলোচনায় একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রায়ই সামনে আসে- সরকারি কর্মীরা নাকি অতিরিক্ত সুবিধাপ্রাপ্ত। বাস্তবে দেখা যায়, বেসরকারি ক্ষেত্রেও বহু সংস্থায় কর্মীদের বেতন মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, পারফরম্যান্স বোনাস বা কস্ট-অফ-লিভিং অ্যাডজাস্টমেন্ট দেওয়া হয়। সরকারি ক্ষেত্রে মহার্ঘ ভাতা সেই একই নীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। তাই এটিকে আলাদা করে সুবিধা হিসেবে দেখার যুক্তি দুর্বল। আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে যদি কোনও পরিষেবা-শর্তে মহার্ঘ ভাতা সংযুক্ত হয় এবং তা নিয়মিত সমন্বয়ের বিধান থাকে, তবে তা কর্মীদের অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি চুক্তিগত ও বিধিবদ্ধ কাঠামোর অংশ। সেই অধিকার অস্বীকার করা মানে পরিষেবা-শর্ত লঙ্ঘন করা। আদালতও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিষ্কার করেছেন যে, কর্মীদের ন্যায্য পারিশ্রমিক ও ভাতা সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা রয়েছে। এখানেই প্রশ্ন উঠতে পারে- তাহলে কি সরকার কখনও পরিবর্তন আনতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। কিন্তু সেই পরিবর্তন হতে হবে স্বচ্ছ, যুক্তিসম্মত এবং আইনসম্মত পদ্ধতিতে। একতরফা সিদ্ধান্ত বা দীর্ঘসূত্রিতা কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং প্রশাসনিক স্থিতি নষ্ট করে। একটি সুস্থ গণতন্ত্রে সরকারের সঙ্গে কর্মীদের সম্পর্ক হওয়া উচিত পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে। মহার্ঘ ভাতা নিয়ে আন্দোলন বা আইনি লড়াইকে অনেক সময় রাজনৈতিক রং দেওয়া হয়। কিন্তু মূল বিষয়টি রাজনৈতিক নয়, সাংবিধানিক। রাষ্ট্র যদি কল্যাণমূলক চরিত্র ধারণ করে, তবে তাকে তার কর্মীদের ন্যূনতম সুরক্ষা দিতে হবে। নইলে রাষ্ট্রের নৈতিক অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। সরকারি কর্মীরা কেবল অফিসের ফাইল নাড়াচাড়া করেন না তাঁরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন, নিরাপত্তা- সব ক্ষেত্রেই দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা মানে প্রশাসনিক কাঠামোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। আরও একটি দিক গুরুত্বপূর্ণ। মুদ্রাস্ফীতি সবার জন্য সমান নয়। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের কর্মীরা মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা বেশি অনুভব করেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়লে তাঁদের বাজেট টালমাটাল হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে মহার্ঘ ভাতা তাঁদের আর্থিক শ্বাসরোধ কিছুটা হলেও কমায়। তাই এটি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নও বটে। অতএব মহার্ঘ ভাতাকে 'কৌশল' হিসেবে চিহ্নিত করা ভুল। এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক অধিকার, যা রাষ্ট্র ও কর্মীর পারস্পরিক চুক্তির অংশ। এই অধিকারকে সম্মান করা মানে আইনকে সম্মান করা। আর আইনকে সম্মান না করলে গণতান্ত্রিক কাঠামো দুর্বল হয়। সবশেষে বলা যায়, মহার্ঘ ভাতা নিয়ে বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা উচিত ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা। সরকার যদি সময়মতো প্রাপ্য প্রদান করে, তবে আস্থা বাড়ে। আর যদি দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া থাকে বা অস্পষ্টতা তৈরি হয়, তবে অসন্তোষ জন্মায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নীতিগত প্রশ্নে স্বচ্ছ ও আইনি পথেই একমাত্র সমাধান। মহার্ঘ ভাতা তাই কেবল অঙ্কের হিসেব নয় এটি মর্যাদা, অধিকার ও ন্যায়বিচারের প্রতীক। সরকারি কর্মীরা রাষ্ট্রের যন্ত্রের চাকা ঘোরান।

অনুকূল ঠাকুরের বাণীর বিশদ ব্যাখ্যা

হে ভারত, যুগে যুগে যখনই ধর্মচ্যুতি ঘটে, যখন মানুষের হৃদয়ে স্বার্থ, হিংসা, ভেদবুদ্ধি আর অবিশ্বাসের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, তখনই পরম করুণাময় ভগবান মানবরূপে অবতীর্ণ হন। তিনি আসেন না কেবল অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঘটাতে, আসেন মানুষের অন্তর জাগাতে, সুপ্ত বিবেককে জাগ্রত করতে। ত্রেতায় তিনি রামচন্দ্র হয়ে ন্যায়ের আদর্শ স্থাপন করেছেন, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ হয়ে কর্ম ও প্রেমের পথ দেখিয়েছেন। বুদ্ধ করুণা শিখিয়েছেন, যিশু ক্ষমার বাণী দিয়েছেন, হযরত মানবতাকে একসূত্রে বেঁধেছেন, শ্রীচৈতন্য প্রেমের উন্মাদনায় ভক্তিকে জাগিয়েছেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস সমন্বয়ের সাধনা শিখিয়েছেন। আর এই ধারাবাহিকতায় মানবকল্যাণের জন্য আবির্ভূত হলেন শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র আমাদের শিখিয়েছেন- ধর্ম মানে কেবল আচার নয়, জীবনযাপন। তিনি বলেছেন, ধর্ম হলো ধারণ করার শক্তি- যে শক্তি মানুষকে মানুষ করে, যে শক্তি পরিবার, সমাজ ও জাতিকে সংহত রাখে। তিনি দেখিয়েছেন, ইষ্টভক্তি ও গুরুনিষ্ঠা মানুষের চরিত্র গঠনের মূল ভিত্তি। মানুষের অন্তরে যে দ্বন্দ্ব, সংশয়, ভয় ও পাপপ্রবণতা, তার থেকে মুক্তির পথ দীক্ষা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়েই সম্ভব। তিনি মানবরূপে এসেও মানুষেরই মতো চলাফেরা করেছেন, কথা বলেছেন, হাস্যরস করেছেন, আবার কঠোর সত্যও বলেছেন। তাঁর লীলা ছিল সাধারণের মধ্যে অসাধারণের প্রকাশ। তিনি অলৌকিকতার মোহে মানুষকে আবদ্ধ করেননি বরং বলেছেন, স হও, সত্য হও, সেবা করো। তিনি বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন- আত্ম-উন্নতি ছাড়া সমাজোন্নতি সম্ভব নয়। তাই তাঁর ধর্ম ছিল যুগোপযোগী, বিজ্ঞানমনস্ক এবং জীবনঘনিষ্ঠ। শ্রী শ্রী ঠাকুর আমাদের শিখিয়েছেন, পাপী বলে কাউকে ত্যাগ করো না। কারণ পাপীর মধ্যেও সম্ভাবনার আলো আছে। সঠিক দীক্ষা, সঠিক দিশা আর ইষ্টনিষ্ঠ সাধনায় মানুষ নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারে।

রাজনীতির ঝড়ে নয়, স্থিতিশীল অর্থে সুস্থ বিশ্ব

অনিকেত নস্কর, নয়াদিল্লি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংকটের সময় আমরা একাধিকবার বুঝেছি- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কেবল কূটনৈতিক সৌজন্য নয়, এটি অস্তিত্বের প্রশ্ন। কোভিড-১৯ মহামারির সময় যখন বিশ্বের একের পর এক স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়ছিল, তখন সবার চোখ ছিল একটি প্রতিষ্ঠানের দিকে- World Health Organization। এই সংস্থাই তথ্য সংগ্রহ করেছে, সতর্কতা জারি করেছে, টিকা-নীতির সমন্বয় করেছে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিকে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়েছে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটি গভীর দুর্বলতা- সংস্থাটির আর্থিক কাঠামো রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কাছে অত্যন্ত সংবেদনশীল। ফলে প্রশ্ন উঠছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কি এমন একটি আর্থিক মডেল প্রয়োজন নয়, যা রাজনৈতিক অস্থিরতার কাছে কম ঝুঁকিপূর্ণ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথমেই বুঝতে হবে, সংস্থাটির অর্থায়ন কাঠামো কীভাবে কাজ করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মূলত সদস্য রাষ্ট্রগুলির অনুদান ও চাঁদার উপর নির্ভরশীল। এই সদস্য রাষ্ট্রগুলি আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইউনাইটেড নেশনের-এর অন্তর্গত দেশ। সংস্থার বাজেটের একটি অংশ নির্দিষ্ট চাঁদা- যা সদস্য দেশগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয়। কিন্তু বাজেটের বড় অংশই আসে স্বেচ্ছা অনুদান থেকে, যা নির্দিষ্ট প্রকল্প বা উদ্দেশ্যের জন্য বরাদ্দ করা হয়। এখানেই সমস্যা। যখন অর্থের বড় অংশ স্বেচ্ছানির্ভর এবং শর্তসাপেক্ষ, তখন সেই অর্থের প্রবাহ রাজনৈতিক সম্পর্ক, কূটনৈতিক টানাপোড়েন বা অভ্যন্তরীণ নীতিগত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ধরা যাক, কোনও বৃহৎ অর্থদাতা দেশ রাজনৈতিক কারণে তার অনুদান কমিয়ে দিল বা স্থগিত রাখল। তার প্রভাব পড়ে সংস্থার সামগ্রিক কার্যক্রমে। গবেষণা, নজরদারি, টিকাদান কর্মসূচি, জরুরি তহবিল- সব ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। একটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সংস্থা যদি অর্থসংকটে পড়ে, তবে তার ক্ষতি কেবল প্রশাসনিক নয় তা সরাসরি মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে। মহামারি, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়- এই সব পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য স্থিতিশীল ও পূর্বানুমেয় অর্থায়ন অপরিহার্য। রাজনৈতিক অস্থিরতা আজকের বিশ্বে নতুন কিছু নয়। বড় শক্তিগুলির মধ্যে মতবিরোধ, ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, বাণিজ্যযুদ্ধ- এসবই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির উপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু জনস্বাস্থ্যের প্রশ্ন কি রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার কাছে বন্দি থাকতে পারে? একটি ভাইরাস সীমান্ত মানে না, একটি সংক্রামক রোগ পাসপোর্ট দেখে ছড়ায় না। তবু সেই রোগ মোকাবিলার জন্য যে সংস্থার উপর নির্ভর করতে হয়, তার অর্থায়ন যদি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল হয়, তবে তা এক বিপজ্জনক বৈপরীত্য। এখানে একটি মৌলিক নীতির কথা বলা দরকার- বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্য একটি 'পাবলিক গুড'। অর্থাৎ এর সুফল সবার জন্য, এবং এর সুরক্ষা নিশ্চিত করা সবার দায়িত্ব। যখন একটি দেশ সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়, তখন তার প্রভাব অন্য দেশেও পড়ে। ফলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যক্রম কেবল একটি দেশের স্বার্থে নয় এটি সমগ্র মানবসমাজের স্বার্থে। এই প্রেক্ষাপটে সংস্থাটির আর্থিক কাঠামোও হওয়া উচিত সেই একই সার্বজনীনতার প্রতিফলন। বর্তমান মডেলে একটি বড় সমস্যা হলো 'ফান্ডিং' বা শর্তসাপেক্ষ অনুদান। অনেক দেশ বা দাতা সংস্থা নির্দিষ্ট রোগ বা নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য অর্থ দেয়। ফলে সংস্থার অগ্রাধিকার নির্ধারণে একধরনের অসমতা তৈরি হয়। যেখানে দাতার আগ্রহ বেশি, সেখানে অর্থ বেশি যেখানে আগ্রহ কম, সেখানে ঘাটতি। কিন্তু জনস্বাস্থ্যের চ্যালেঞ্জ সবসময় দাতার অগ্রাধিকারের সঙ্গে মেলে না। একটি উপেক্ষিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ হয়তো লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বিপন্ন করছে, কিন্তু তাতে বড় শক্তির রাজনৈতিক আগ্রহ কম। ফলত অর্থও কম। এই কাঠামো

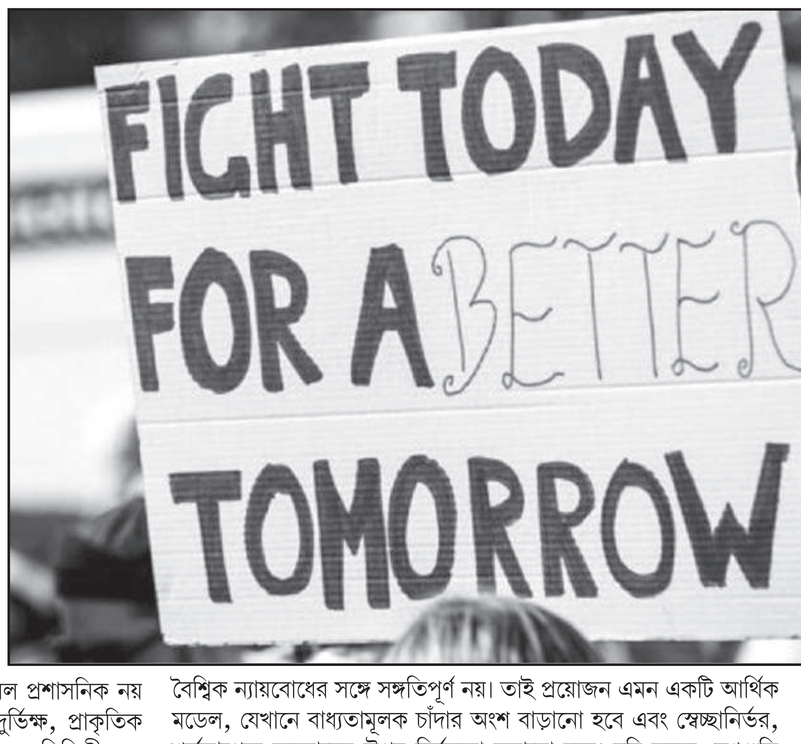

বৈশ্বিক ন্যায়বোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই প্রয়োজন এমন একটি আর্থিক মডেল, যেখানে বাধ্যতামূলক চাঁদার অংশ বাড়ানো হবে এবং স্বেচ্ছানির্ভর, শর্তসাপেক্ষ অনুদানের উপর নির্ভরতা কমানো হবে। যদি সদস্য দেশগুলি তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা অনুযায়ী ন্যায্য অংশীদারিত্বে অবদান রাখে, তবে সংস্থার বাজেট আরও স্থিতিশীল হতে পারে। এতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা সহজ হবে। জরুরি তহবিল গঠন করা সম্ভব হবে, যা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকবে না। অবশ্যই এই পরিবর্তন সহজ নয়। অনেক দেশই অতিরিক্ত বাধ্যতামূলক চাঁদা দিতে অনিচ্ছুক। তাদের যুক্তি- জাতীয় বাজেটের উপর চাপ বাড়বে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, একটি বৈশ্বিক মহামারির অর্থনৈতিক ক্ষতি কত? কোভিড-১৯-এর সময় বিশ্ব অর্থনীতি যে ধাক্কা খেয়েছে, তার তুলনায় একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন স্বাস্থ্য সংস্থার জন্য বাড়তি চাঁদা অতি সামান্য। প্রতিরোধ সবসময় চিকিৎসার চেয়ে সস্তা- এই প্রবাদ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্য। আরও একটি সম্ভাব্য পথ হলো একটি স্বতন্ত্র বৈশ্বিক স্বাস্থ্য তহবিল গঠন, যেখানে কেবল রাষ্ট্র নয়, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, দাতব্য সংস্থা এবং বেসরকারি খাতও অবদান রাখতে পারে। তবে এই অবদান হতে হবে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক কাঠামোর মধ্যে, যাতে কোনও একক দাতার অতিরিক্ত প্রভাব না পড়ে। সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া স্বাধীন থাকতে হবে অর্থদাতার ইচ্ছানির্ভর নয়। এখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। একটি শক্তিশালী আর্থিক মডেল মানেই কেবল বেশি অর্থ নয় তার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে কঠোর নিরীক্ষা, কার্যকারিতা মূল্যায়ন এবং খরচের স্বচ্ছতা। সদস্য দেশগুলি যদি নিশ্চিত হয় যে তাদের অবদান সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে, তবে তারা দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতি দিতে আগ্রহী হবে। আস্থা ছাড়া কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান টেকসই হতে পারে না। রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব কেবল অর্থের অঙ্কে সীমাবদ্ধ নয় তা সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকেও প্রভাবিত করে। যদি অর্থায়ন হঠাৎ কমে যায়, যদি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি স্থগিত হয়, তবে সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট হয়। জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আস্থা একটি অমূল্য সম্পদ। টিকা কর্মসূচি, স্বাস্থ্যবিধি, রোগ প্রতিরোধ- সবকিছুই মানুষের বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে। তাই আর্থিক স্থিতিশীলতা আসলে নীতিগত স্থিতিশীলতারও পূর্বশর্ত। এখন প্রশ্ন, এই পরিবর্তন কে আনবে? উত্তর স্পষ্ট- সদস্য দেশগুলিই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোনও বিচ্ছিন্ন সত্তা নয় এটি সদস্য রাষ্ট্রগুলির সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রতিফলন। যদি তারা উপলব্ধি করে যে জনস্বাস্থ্যকে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত রাখা জরুরি, তবে তারাই আর্থিক সংস্কারের পথ খুলতে পারে। এটি কেবল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয় এটি রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রশ্ন। সমসাময়িক বিশ্বে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। একটি সংক্রামক রোগ আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতাকে নাড়িয়ে দিতে পারে, সামাজিক অস্থিরতা বাড়াতে পারে, অর্থনীতি ভেঙে দিতে পারে। ফলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তি আসলে বৈশ্বিক নিরাপত্তারই অংশ। এই উপলব্ধি যত দ্রুত স্পষ্ট হবে, তত দ্রুত প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্ভব। অতএব, একটি কম রাজনৈতিক-সংবেদনশীল আর্থিক মডেল কোনও বিলাসিতা নয় এটি অপরিহার্যতা। এটি নিশ্চিত করবে যে ভবিষ্যতের মহামারি বা স্বাস্থ্য সংকটে সংস্থা দ্রুত ও স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ নিতে পারে। এটি নিশ্চিত করবে যে জনস্বাস্থ্যকে কূটনৈতিক দ্বন্দ্বের বলি হতে হবে না। এবং সর্বোপরি, এটি নিশ্চিত করবে যে বিশ্ববাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকবে একটি স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য কাঠামোর মধ্যে। বিশ্ব যখন ক্রমশ আন্ত ঃনির্ভরশীল হয়ে উঠছে, তখন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও হতে হবে সেই আন্তঃনির্ভরতার প্রতিফলন। রাজনৈতিক মতভেদ থাকবে, কূটনৈতিক উত্তেজনা থাকবে- কিন্তু জনস্বাস্থ্যের প্রশ্নে একটি ন্যূনতম ঐক্য প্রয়োজন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক কাঠামো সেই ঐক্যের ভিত্তি। যদি সেই ভিত্তি দুর্বল হয়, তবে সমগ্র কাঠামোই টালমাটাল হয়ে পড়বে। আজ তাই সময় এসেছে আবেগ নয়, দূরদর্শিতার সঙ্গে ভাবার। রাজনীতির ক্ষণস্থায়ী ঝড়কে ছাপিয়ে একটি দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সুরক্ষা কাঠামো গড়ে তোলার। কারণ সুস্থ বিশ্বই স্থিতিশীল বিশ্বের পূর্বশর্ত। আর সেই সুস্থতার রক্ষাকবচ যদি আর্থিকভাবে অনিশ্চিত থাকে, তবে আমরা সকলেই ঝুঁকির মুখে। তাই এখনই প্রয়োজন সাহসী আর্থিক সংস্কার- যাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রাজনৈতিক অস্থিরতার নয়, মানবতার স্বার্থে দৃঢ় ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

মস্তিষ্ক বনাম মেশিন ঃ কে কাকে হারাবে?

দিপাঞ্জন সেন, কলকাতা

আজকাল সামাজিক মাধ্যমে ঢুকলেই চোখে পড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা- এআই- নিয়ে তুমুল আলোচনা। কেউ বিস্ময়ে অভিভূত, কেউ বা ভয়ে কাঁপছেন। কোথাও বলা হচ্ছে, এআই মানুষের চাকরি কেড়ে নেবে। কোথাও দাবি উঠছে, মানুষের চেয়ে দ্রুত সমস্যার সমাধান করবে যন্ত্র। আবার অনেকে এমনও বলছেন, মানুষের চিন্তাশক্তিঃ একদিন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। এই বিতর্কের কেন্দ্রে ঘুরপাক খাচ্ছে একটি প্রশ্ন- মানুষের মস্তিষ্ক কি শেষ পর্যন্ত হার মানবে? কিন্তু প্রশ্নটি যদি আবেগ সরিয়ে রেখে বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখা যায়, তবে সেটি অনেক সরল। আসল প্রশ্ন হওয়া উচিত- কীভাবে শেখে মানুষের মস্তিষ্ক, আর কীভাবে শেখে এআই? এই ফারাকটাই আসল বিষয়। কারণ বুদ্ধিমত্তা শুধু ফলাফল নয়, তার পদ্ধতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। মস্তিষ্ক ও এআই-এর তুলনা করতে গেলে প্রথমেই একটি সহজ উপমা মনে করা যাক। ধরুন একজন অভিজ্ঞ রিকশাচালক। তিনি বছরের পর বছর ধরে কলকাতার অলিগলি চষে বেড়িয়েছেন। কোন গলিতে দুপুরে জ্যাম হয়, কোথায় বৃষ্টি নামলে জল জমে, কোন শর্টকাটে পাঁচ মিনিট বাঁচে- সবটাই তাঁর মনের ভাঁড়ারে জমা। নতুন কোনও ঠিকানা বললে তিনি বিশাল কোনও ডেটাবেস খুলে বসেন না। বরং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর মস্তিষ্কে গড়ে উঠেছে একটি সরলীকৃত কিন্তু কার্যকর মানচিত্র। এই মানচিত্র নিখুঁত নয়, কিন্তু ব্যবহারিক। এটাই মানব-মস্তিষ্কের শক্তি- কম তথ্যেও কার্যকর সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে একটি রাইড-শেয়ার অ্যাপের এআই প্রতিবার নতুন করে হিসেব কষে। সে বিশাল ডেটাবেস ঘেঁটে, লক্ষ লক্ষ সম্ভাব্য রুট বিশ্লেষণ করে, ট্রাফিকের রিয়েল-টাইম তথ্য মিলিয়ে পথ নির্ধারণ করে। তার সিদ্ধান্তও কার্যকর, অনেক সময় রিকশাচালকের চেয়েও নির্ভুল। কিন্তু এই নির্ভুলতার পেছনে আছে বিপুল ডেটা ও গণনার শক্তি। এখানে অভিজ্ঞতার বদলে আছে পরিসংখ্যান। মানুষের মস্তিষ্ক শেখে মূলত অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও প্রেক্ষাপটের মিশ্রণে। একটি শিশু যখন হাঁটতে শেখে, তখন সে কোনও অ্যালগরিদম অনুসরণ করে না। পড়ে যায়, ব্যথা পায়, আবার উঠে দাঁড়ায়। কয়েক মাসের মধ্যেই হাঁটা তার স্বাভাবিক দক্ষতা হয়ে ওঠে। এই শেখার মধ্যে আছে শরীরের ভারসাম্য, পেশির সমন্বয়, ভয়ের অনুভূতি, আনন্দের উদ্দীপনা- সব মিলিয়ে একটি সমগ্র প্রক্রিয়া। এখানে ডেটা নেই, আছে জীবন। এআই শেখে সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে। তাকে লক্ষ লক্ষ উদাহরণ দেখাতে হয়। ছবি চেনাতে হলে হাজার হাজার ছবি দিতে হয়। ভাষা বুঝতে হলে কোটি কোটি বাক্য খাওয়াতে হয়। তার শেখা নির্ভর করে প্যাটার্ন খোঁজার উপর। কোথায় কোন শব্দের পর কোন শব্দ আসে, কোন ছবিতে কোন পিক্সেল কীভাবে সাজানো- এইসব পরিসংখ্যানগত সম্পর্ক খুঁজে বের করাই তার কাজ। সে অনুভব করে না, শুধু হিসেব করে। মানব-মস্তিষ্কের একটি বড় শক্তি হল সাধারণীকরণ। একজন মানুষ একবার সাইকেল চালানো শিখলে বহু বছর পরেও আবার চালাতে পারেন। তিনি নতুন রাস্তায়, নতুন শহরে, এমনকি নতুন ধরনের সাইকেলেও মোটামুটি মানিয়ে নিতে পারেন। কারণ তাঁর শেখা কেবল একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্য নয় বরং একটি ধারণাগত স্তরে গড়ে ওঠে। এআই-এর ক্ষেত্রেও সাধারণীকরণ সম্ভব, কিন্তু তা নির্ভর করে প্রশিক্ষণের পরিসরের উপর। প্রশিক্ষণের বাইরে গেলে তার ভুলের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তফাত হলো শক্তি-ব্যয়। মানুষের মস্তিষ্ক মাত্র প্রায় ২০ ওয়াট শক্তিতে কাজ চালায়-

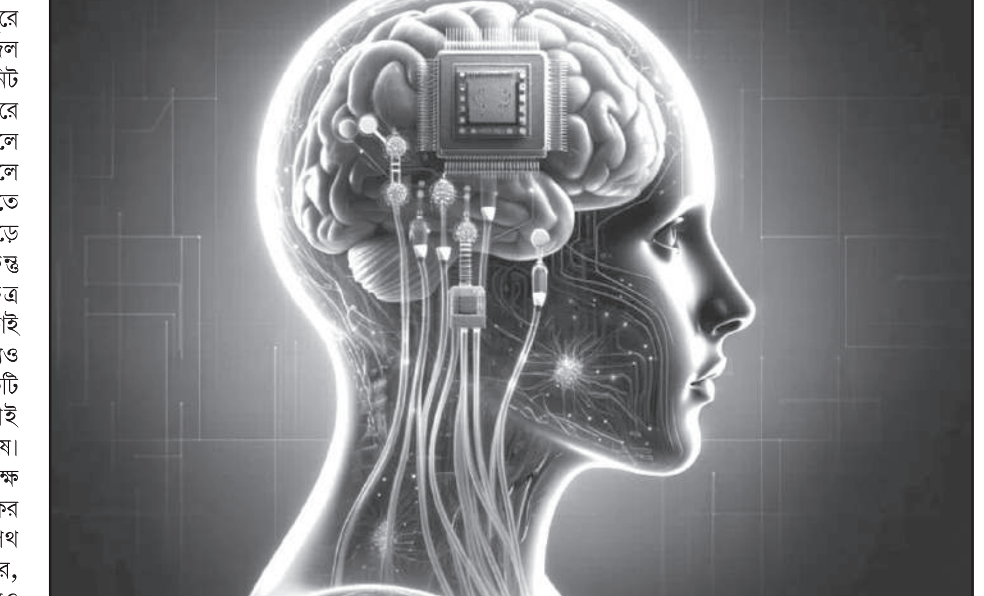

একটি সাধারণ বাল্বের সমান। অথচ বিশাল এআই মডেল চালাতে প্রয়োজন বিপুল বিদ্যুৎ ও সার্ভার। মানুষের মস্তিষ্ক কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ফসল তার গঠন এমনভাবে তৈরি, যাতে সীমিত শক্তিতে সর্বোচ্চ কাজ করা যায়। এআই এখনও সেই পর্যায়ে পৌঁছায়নি। তবে এ কথা মানতেই হবে, নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে এআই মানুষের চেয়ে এগিয়ে। বিশাল ডেটা বিশ্লেষণ, জটিল গণনা, দ্রুত তথ্য অনুসন্ধান- এসব কাজে যন্ত্র মানুষের চেয়ে দ্রুত ও নির্ভুল। চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোগ নির্ণয়, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, আর্থিক বাজার বিশ্লেষণ- এইসব ক্ষেত্রে এআই ইতিমধ্যেই বড় ভূমিকা নিচ্ছে। কিন্তু এগুলি নির্দিষ্ট সমস্যার নির্দিষ্ট সমাধান। মানুষের বুদ্ধিমত্তা তার চেয়ে বহুমাত্রিক। মানুষের চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সহানুভূতি। একটি শিশুর কান্না শুনে মা যেমন সাড়া দেন, সেই প্রতিক্রিয়া কোনও পরিসংখ্যানগত প্যাটার্ন নয় তা অনুভূতির গভীরতা থেকে উঠে আসে। এআই সেই কান্নার শব্দ বিশ্লেষণ করতে পারে, হয়তো বুঝতে পারে শিশুটি ক্ষুধার্ত না অসুস্থ। কিন্তু সে অনুভব করে না। তার সিদ্ধান্তের মধ্যে আবেগের কম্পন নেই। এখানেই আসে ভয়ের প্রশ্ন। মানুষ ভয় পাচ্ছেন, কারণ এআই কিছু ক্ষেত্রে মানুষের কাজ দ্রুত করছে। কিন্তু ইতিহাস বলছে, প্রযুক্তি আসলে কাজ কেড়ে নেয় না কাজের ধরন বদলে দেয়। শিল্পবিপ্লবের সময়ও একই আতঙ্ক ছিল। যন্ত্র আসবে, মানুষ বেকার হবে। বাস্তবে হয়েছে কী? নতুন কাজ সৃষ্টি হয়েছে, পুরনো কাজ বদলেছে। আজও হয়তো তাই হবে। যেসব কাজ একঘেয়ে ও পুনরাবৃত্তিমূলক, সেগুলি যন্ত্র নেবে। মানুষ মন দেবে সৃজনশীলতা, সম্পর্ক ও সিদ্ধান্তের জটিলতায়। মস্তিষ্ক ও এআই-এর তুলনা তাই প্রতিযোগিতার নয়, বরং পরিপূরকতার। একজন চিকিৎসক যদি এআই-এর সহায়তায় রোগ নির্ণয় করেন, তবে তিনি আরও নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। একজন শিক্ষক যদি এআই ব্যবহার করে ছাত্রদের দুর্বলতা বুঝতে পারেন, তবে শিক্ষাদান আরও ব্যক্তিগত হতে পারে। এখানে মানুষ ও যন্ত্র একসঙ্গে কাজ করছে। সবচেয়ে বড় কথা, এআই মানুষের তৈরি। তার সীমা নির্ধারণ করে মানুষই। যে ডেটা তাকে দেওয়া হয়, যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়, সবই মানুষের সিদ্ধান্ত। তাই মানুষের মস্তিষ্ককে অপ্রয়োজনীয় করে দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। বরং মানুষের কৌতূহল ও সৃজনশীলতাই তাকে চালিত করছে। অতএব প্রশ্নটি 'কাকে হারাবে' নয়। প্রশ্নটি 'কাকে কতটা বুঝবে'। মানুষের মস্তিষ্ক শিখেছে প্রকৃতি, সমাজ ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। এআই শিখছে ডেটা ও অ্যালগরিদমের মাধ্যমে। দু'টি পথ আলাদা, কিন্তু গন্তব্য জ্ঞানের বিস্তার। বিস্ময় থাকা ভালো, কারণ তা আমাদের নতুন কিছু শেখায়। ভয়ও পুরোপুরি অমূলক নয়, কারণ তা আমাদের সতর্ক রাখে। কিন্তু আবেগের বাইরে এসে যদি আমরা শেখার পদ্ধতিকে বুঝতে পারি, তবে দেখব- মস্তিষ্ক ও মেশিনের লড়াই নয়, বরং সহযোগিতার যুগেই আমরা প্রবেশ করছি। মানুষের মস্তিষ্ক কোটি কোটি স্নায়ুকোষের জটিল নেটওয়ার্ক, যেখানে প্রতিটি অভিজ্ঞতা একটি নতুন সংযোগ তৈরি করে। এআই-ও নিউরাল নেটওয়ার্কের ধারণা অনুসরণ করে, কিন্তু সেটি কেবল একটি গাণিতিক মডেল। মানুষের নেটওয়ার্ক জীবন্ত, পরিবর্তনশীল, আবেগে ভরা। এআই-এর নেটওয়ার্ক নিরপেক্ষ, হিসেবি। এই দুইয়ের পার্থক্য যতদিন থাকবে, ততদিন মানুষের বুদ্ধিমত্তা হারিয়ে যাবে না। শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাদের মানতে হবে- এআই মানুষের বিকল্প নয়, বরং মানুষের প্রসার। যেমন ক্যালকুলেটর গণনাকে দ্রুত করেছে কিন্তু গণিতকে অপ্রয়োজনীয় করেনি, তেমনই এআই চিন্তাকে প্রসারিত করবে, চিন্তাকে প্রতিস্থাপন করবে না। মানুষের মস্তিষ্কের শক্তি তার কল্পনা ও মূল্যবোধে। সেই জায়গায় এখনও যন্ত্র পৌঁছায়নি। তাই আতঙ্ক নয়, প্রয়োজন বোঝাপড়া। প্রতিযোগিতা নয়, প্রয়োজন সহযোগিতা। কারণ মস্তিষ্কের বিবর্তন থেমে নেই, আর প্রযুক্তিরও অগ্রগতি থামবে না। এই দুইয়ের মিলনেই ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে। মানুষের মস্তিষ্ক হার মানবে কি না, তার উত্তর আজই দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এতটুকু নিশ্চিত- মানুষ যদি নিজের শেখার ক্ষমতা ও নৈতিক দায়িত্বকে অটুট রাখে, তবে কোনও যন্ত্রই তাকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলতে পারবে না।

সবুজ শক্তির কেন্দ্রীয় বাজেটে নতুন দিগন্ত

বিশেষ প্রতিবেদন, নয়াদিল্লি ঃ কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ একাধিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলেও পরিবেশ ও জ্বালানি খাতে বরাদ্দের যে পরিমাণ বৃদ্ধি দেখা গেল, তা নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। নতুন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের জন্য রেকর্ড ₹৩২,৯১৪ কোটি বরাদ্দ কেবল একটি অঙ্ক নয়, এটি দেশের শক্তি নীতির অগ্রাধিকারের স্পষ্ট ঘোষণা। তার মধ্যে আবার ₹২২,০০০ কোটি শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর যোজনার সৌর ছাদ প্রকল্পে বরাদ্দ- এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, সরকারের লক্ষ্য এখন বিকেন্দ্রীভূত, নাগরিকভিত্তিক শক্তি উৎপাদনের দিকে। ভারত দীর্ঘদিন ধরে জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। কয়লা, তেল ও গ্যাস আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার মূল ভরকেন্দ্র। কিন্তু আন্তর্জাতিক জলবায়ু সংকট, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বায়ুদূষণ ও জ্বালানি আমদানির বিপুল ব্যয়- এই সব কারণ মিলিয়ে শক্তি কাঠামো পুনর্বিবেচনা করা এখন আর বিলাসিতা নয়, অপরিহার্যতা। এই প্রেক্ষাপটে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে বড়সড় আর্থিক বরাদ্দ একটি সুস্পষ্ট বার্তা- ভারত শক্তি রূপান্তরের পথে দৃঢ়ভাবে হাঁটতে চায়। প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর যোজনার সৌর ছাদ প্রকল্পের জন্য ₹২২,০০০ কোটি বরাদ্দের তাৎপর্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সৌর ছাদ প্রকল্প মানে কেবল বিদ্যুৎ উৎপাদন নয় এটি শক্তির গণতন্ত্রীকরণ। যখন একটি পরিবার নিজের বাড়ির ছাদে সৌর প্যানেল বসিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, তখন সে কেবল গ্রাহক নয়, উৎপাদকও হয়ে ওঠে। এতে একদিকে বিদ্যুৎ বিল কমে, অন্যদিকে গ্রিডের উপর চাপও হ্রাস পায়। বৃহৎ সৌর পার্কের পাশাপাশি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট উৎপাদন কেন্দ্র একটি স্থিতিশীল ও বিকেন্দ্রীভূত শক্তি কাঠামো তৈরি করে। এই বাজেটে ব্যাটারি উৎপাদনের জন্য করছাড় এবং উৎপাদন-উদ্দীপনা একটি কৌশলগত পদক্ষেপ। নবায়নযোগ্য জ্বালানির অন্যতম বড় সীমাবদ্ধতা হলো তার অস্থিরতা- সূর্য না থাকলে সৌরশক্তি নেই, বাতাস না বইলে বায়ুশক্তি নেই। এই অস্থিরতা কাটাতে শক্তি সঞ্চয়ের প্রযুক্তি অপরিহার্য। ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম বা BESS-এর জন্য ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং (VGF) ঘোষণা করে সরকার আসলে সেই সমস্যার সমাধানে বিনিয়োগ করছে। এটি কেবল প্রযুক্তিগত সহায়তা নয় এটি বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি নিশ্চয়তা, যাতে তারা এই খাতে ঝুঁকি নিতে আগ্রহী হয়। একইসঙ্গে কার্বন ক্যাপচার, ইউটিলাইজেশন অ্যান্ড স্টোরেজ বা CCUS-এর জন্য অনুদান একটি বাস্তববাদী স্বীকৃতি। ভারত এখনও সম্পূর্ণভাবে জীবাশ্ম জ্বালানি ছেড়ে দিতে পারবে না- অন্তত আগামী কয়েক দশকে নয়। ফলে যে কারখানা বা বিদ্যুৎকেন্দ্র এখনও কয়লা বা গ্যাস ব্যবহার করবে, তাদের নির্গমন কমাতে ক্ষ্ট ঙ্কঙ্ক প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এটি একধরনের যা সম্পূর্ণ নবায়নযোগ্য ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় অন্তর্বর্তী সমাধান হিসেবে কাজ করবে। এই বাজেটের মূল শক্তি তার সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি। শুধু সৌর প্রকল্প বাড়ালেই হবে না, যদি তার সঞ্চয় ব্যবস্থা না থাকে। শুধু ব্যাটারি তৈরি করলেই হবে না, যদি তার ব্যবহারযোগ্য বাজার তৈরি না হয়। শুধু কার্বন ক্যাপচার করলেই হবে না, যদি নির্গমন কমানোর বৃহত্তর পরিকল্পনা না থাকে। এই তিনটি ক্ষেত্র- সৌর উৎপাদন, শক্তি সঞ্চয় এবং নির্গমন নিয়ন্ত্রণ- একসঙ্গে এগোলে তবেই একটি পূর্ণাঙ্গ শক্তি রূপান্তর বাস্তুতন্ত্র তৈরি সম্ভব। অর্থনৈতিক দিক থেকেও এই বরাদ্দ তাৎপর্যপূর্ণ। নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত শ্রমঘন। সৌর প্যানেল উৎপাদন, স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যাটারি কারখানা, গবেষণা ও উন্নয়ন- সব ক্ষেত্রেই নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় সৌর ছাদ প্রকল্প বিস্তৃত হলে স্থানীয় কর্মসংস্থানও বাড়বে। ফলে এই বিনিয়োগ কেবল পরিবেশ রক্ষার নয়, অর্থনৈতিক গতিশীলতারও হাতিয়ার। তবে এই আশাবাদের পাশাপাশি কয়েকটি প্রশ্নও উত্থাপিত হয়। প্রথমত, বরাদ্দ ঘোষণাই শেষ কথা নয় তার কার্যকর বাস্তবায়নই আসল চ্যালেঞ্জ। অতীতে বহু প্রকল্প কাগজে-কলমে বড়সড় হলেও মাঠপর্যায়ে গতি হারিয়েছে। সৌর ছাদ প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা, অনুমোদনের বিলম্ব, আর্থিক সংযোগের সমস্যা- এসব দূর করা জরুরি। সাধারণ নাগরিক যাতে সহজে আবেদন করতে পারেন এবং দ্রুত ভর্তুকি পান, তার জন্য ডিজিটাল ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। দ্বিতীয়ত, ব্যাটারি উৎপাদনে ছাড় ও VGF ঘোষণার পরেও প্রযুক্তিগত নির্ভরতা কমানো একটি বড় লক্ষ্য। বর্তমানে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির কাঁচামালের বড় অংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। যদি দেশীয় গবেষণা ও বিকল্প প্রযুক্তির উপর বিনিয়োগ না বাড়ে, তবে শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও নতুন ধরনের আমদানি-নির্ভরতা তৈরি হতে পারে। তাই 'শক্তি' কেবল স্লোগান নয় তা প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, CCUS প্রযুক্তি এখনও ব্যয়বহুল এবং পরীক্ষামূলক পর্যায়ে। অনুদান দেওয়া একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও, তার পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক কার্যকারিতা নিয়মিত মূল্যায়ন জরুরি। কার্বন ক্যাপচার যেন জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা দীর্ঘায়িত করার অজুহাত না হয়ে ওঠে- সেই ভারসাম্য রক্ষা করা দরকার। তবুও সামগ্রিকভাবে বলা যায়, বাজেট ২০২৬-২৭ পরিবেশ ও জ্বালানি খাতে একটি রূপান্তরমুখী সুর স্থাপন করেছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারত ইতিমধ্যেই নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখিয়েছে। সৌর ও বায়ুশক্তি স্থাপনে দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে।

জিআই ট্যাগ পেতে চলেছে 'মুর্শিদাবাদ সিল্ক'

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্য এবং গর্বের প্রতীক মুর্শিদাবাদ সিল্ক পেতে চলেছে জিআই ট্যাগ। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বহরমপুরের তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠান দেশের সংসদে 'জিরো আওয়ার'-এ মুর্শিদাবাদের সিল্ক থান শিল্পের জন্য বক্তব্য রেখে জানতে চেয়েছিলেন কবে এই শিল্প জিআই ট্যাগ পাবে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ তৃণমূল সাংসদের প্রশ্নের লিখিত উত্তরে জানিয়েছেন, কোনও আপত্তি জমা না পড়লে ২৫ মার্চের পরই মুর্শিদাবাদ সিল্ককে জিআই ট্যাগ দেওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত, এর আগে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত মিষ্টি ছানাবড়া, গরদ ও কোরিয়াল শাড়ি এবং বালুচরি শাড়ি জিআই ট্যাগ পেয়েছে। মুর্শিদাবাদ সিল্ক জিআই ট্যাগ পেলে জেলার মুকুটে নতুন সম্মানের পালক যোগ হবে। সূত্রের খবর, ২০২৩ সালের ১৩ জানুয়ারি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের খাগড়া ললিত মোহন রেশম খাদি সমিতির পক্ষ থেকে 'মুর্শিদাবাদ সিল্ক'এর জন্য জিআই ট্যাগের আবেদন জানানো হয়েছিল। বেশ কিছু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর ২০২৫ সালের ২৬ নভেম্বর মুর্শিদাবাদ সিল্কের জিআই ট্যাগ নিয়ে কারও কোনও আপত্তি থাকলে তা জানানোর নোটিফিকেশন জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী ২৫ মার্চের মধ্যে কেউ কোনও আপত্তি জমা না দিলে 'মুর্শিদাবাদ সিল্ক' পেতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত দুর্লভ এক সম্মান। 'মুর্শিদাবাদ সিল্ক' এই সম্মান পেলে তা জেলার হস্তশিল্পীদের জন্য একটি বড় মাইলফলক হতে হবে। যা তাঁদের পণ্যের গুণমান এবং ভৌগোলিক পরিচয়কে আইনত সুরক্ষিত করবে। ঐতিহাসিকেরা বলেন মুর্শিদাবাদ সিল্কের ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। মুঘল যুগে বিশেষ করে নবাব মুর্শিদ কুলি খানের সময় থেকে মুর্শিদাবাদ জেলা রেশম উৎপাদনের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়। মুর্শিদাবাদের মির্জাপুর, জিয়াগঞ্জ, ইসলামপুরের মত গ্রামগুলোয় হাজার হাজার তাঁতি পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে রেশমের সুতো থেকে সিল্কের শাড়ি এবং অন্যান্য জিনিস তৈরি করে আসছেন। 'মুর্শিদাবাদ সিল্ক' বললে সাধারণত রেশমের তৈরি শাড়ি, স্কার্ফ , রুমাল প্রভৃতিকে বোঝায়। তবে এর মধ্যে গরদ, প্রিন্টেড সিল্ক ও অন্য কিছু বৈচিত্র্যও রয়েছে। ললিত মোহন রেশম খাদি সমিতির সম্পাদক নিত্যানন্দ চৌধুরী বলেন, মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্প এবং সিল্ক অত্যন্ত প্রাচীন এক শিল্প। এর পরিচিতি এবং গ্রহণযোগ্যতা এখন দেশ জুড়ে রয়েছে। রাজ্য খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের সহায়তায় আমরা ২০২৩ সালে 'মুর্শিদাবাদ সিল্ক'- এর জিআই ট্যাগের জন্য আবেদন করেছিলাম। তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পীরা 'তানা' এবং 'বানা' (ভার্টিক্যাল এবং হরাইজেন্টাল) পদ্ধতিতে যেভাবে সিল্কের শাড়ি বোনেন তার কদর কেবল এই রাজ্য এবং দেশে নয় বিদেশেও রয়েছে। মুর্শিদাবাদের নগর, ডাঙ্গাপাড়া, খড়গ্রাম, পিয়ারাপুর, দৌলতাবাদ, জিয়াগঞ্জ সহ আরও কয়েকটি এলাকায় বংশ পরম্পরায় 'ক্লাস্টারে' রেশম উৎপাদন এবং সিল্কের শাড়ি তৈরি হয়। নিত্যানন্দবাবু জানান, কেবল মুর্শিদাবাদ জেলাতেই প্রায় দেড়শোর উপর খাদি সংস্থার দোকান রয়েছে। এই সমস্ত দোকানে প্রচুর শিল্পী মুর্শিদাবাদ সিল্কের তৈরি বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করেন, যা পরবর্তীকালে ক্রেতারা আমাদের কাছ থেকে খরিদ করেন। খাদি সংস্থা ছাড়াও জেলার প্রচুর বড় দোকানে সিল্কের জিনিস বিক্রি হয়। তিনি আরও জানান, পলু পোকা পালন থেকে রেশমের বিভিন্ন রকমের জিনিস তৈরি পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ায় মুর্শিদাবাদ জেলাতেই কয়েক হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িয়ে রয়েছেন এবং এই জেলায় প্রত্যেক বছর কয়েকশো কোটি টাকার সিল্কের 'প্রোডাক্ট' বিক্রি হয়। আমাদের আশা মুর্শিদাবাদ সিল্ক জিআই ট্যাগ পেয়ে গেলে বিদেশের বাজারে আমাদের জেলার হস্তশিল্পীদের কদর বাড়বে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে সিল্কের চাহিদা বাড়বে। পাশাপাশি হাজার হাজার তাঁতি পরিবারের আয় বৃদ্ধি পারবে এবং এই শিল্পর ভবিষ্যত মজবুত হবে। বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখার্জী বলেন, আমাদের বহরমপুরের সাংসদ বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগী হওয়ার পর মুর্শিদাবাদ সিল্ক জিআই ট্যাগ পেতে চলেছে। জেলার সমস্ত মানুষ এবং এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষদের জন্য এটি অত্যন্ত আনন্দের খবর।

বাংলার বাড়ি প্রকল্পে জালিয়াতির অভিযোগ, মালদায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ 'বাংলার বাড়ি' আবাসন প্রকল্পে জালিয়াতির অভিযোগ ঘিরে শুক্রবার চাঞ্চল্য ছড়াল মালদা জেলায়। অভিযোগ, প্রকল্পের উপভোক্তাদের নাম ও পরিচয়পত্র ঠিক থাকলেও বদলে দেওয়া হয়েছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর ও আধার তথ্য। ফলে সরকারি অনুদানের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে বলে দাবি উপভোক্তাদের একাংশের। প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছে, এই ধরনের দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে বিজেপির কটাক্ষ, তৃণমূলের প্রতিনিধিরাই দুর্নীতিতে জড়িত। ঘটনাটি মালদা জেলার ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দক্ষিণ যদুপুর গ্রামের। স্থানীয় এক বাসিন্দা অভিযোগ করেন, তাঁর মা রুখসেনা বিবির নামে প্রকল্পের ঘর অনুমোদিত হলেও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর পরিবর্তন করে প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা অন্যত্র পাঠানো হয়েছে। জানুয়ারির ২৫ তারিখ তাঁর মায়ের মৃত্যু হওয়ায় পরিবারটি চরম সমস্যায় পড়েছে বলেও জানান তিনি।

DAINHAT MUNICIPALITY

For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT no-63/DM/ENGG/(SWM)/2025-2026
DATE-12/02/2026
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no **7478003845**
Sd/- Chairman
Dainhat Municipality

OFFICE OF THE BAGNAN-1 GRAM PANCHAYAT

BAGNAN, P.O-BAGNAN
P.S.-BAGNAN-, DIST.- HOWRAH

NOTICE INVITING e-TENDER No: WB/HOW/BAGI GP/NIET-04/LWM/25-26

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for total 5(Five) Nos. similar works. Source of Fund: LWM. Last date of dropping of Sealed Tender Form On or before 24/02/2026 (up-to 6.00 PM). Date of Opening of Tender 27/02/2026 (At 11 A.M.). For details visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Bagnan-I Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত ''পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনে মাঝেরহাট, ব্রেস ব্রীজ, নুঙ্গী-তে ইলেক্‌ট্রনিক ইন্টারলকিং সহ ইন্ডোর এবং আউটডোর সিগন্যালিং ইক্যুইপমেন্টের সামগ্রী সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ, ইন্টারলকিং ও চালুকরণ এবং মাইল৫বি-বজবজের মধ্যে অটোমেটিক সিগন্যালিং কাজ সম্পর্কিত ইলেক্‌ট্রনিক ইন্টারলকিং সহ ডুয়াল এমএসডিএসি (দুই প্যাকেট সিস্টেম)'' কাজের জন্য, ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসজিডব্লু-২৭২-১৪৭-টি১-৫৪, তারিখঃ ০৪.০২.২০২৬-এর সংশোধনী নং. ১। (১) টেন্ডার বন্ধের তারিখ ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ থেকে সম্প্রসারিত হয়ে ১২.০৩.২০২৬ তারিখ হয়েছে (অর্থাৎ ৭ দিন সম্প্রসারিত হয়েছে)। (২) প্রি-বিড কনফারেন্স ১৭.০২.২০২৬ তারিখে সিএসটিই অফিস, ৪র্থ তল, ফেয়ারলি প্লেসে অনুষ্ঠিত হবে। টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। সংশোধনী নং. ১ সহ বিস্তারিত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে।

CON-68/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE BARGACHIA-II GRAM PANCHAYAT

UNDER JAGATBALLAVPUR DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH
VILL & PO.- BARGACHIA, P.S.-JAGATBALLAVPUR,DIST.-HOWRAH, PIN-711404
CONTACT- 03214-2554 Email- bargachiaii_gp@rediffmail.com
Pradhan: SABNAM SULTANA Upa-Pradhan: SANOWAR ALI MIDDYA
MEMO NO– BAR-II/57/2026 DATE- 13/02/2026

E- TENDER INVITING NOTICE

Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Bargachia-II Gram Panchayat, Jagatballavpur, Howrah for the following works:**07 (Seven) nos** of schemes from CFC (TIED & UNTIED) scheme tender for the bonafied experienced contractors having 50% credential. **NIT NO- BAR-II/56/CFC/2026, 14/02/2026 (SL-01 TO SL-06)** Last date of submission of tender: **21/02/2026 (09:00 AM)** For further details see **wbtenders.gov.in** & the notice board of Bargachia-II Gram Panchayat.

Sd/-
Pradhan
Bargachia-II Gram Panchayat

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-90/2025-26 (SL No-03)** Tender Id is- **2025_MAD_959171_3**, Bid Submission closing date (Online)- **23/02/2026 instated of 12/02/2026** and Bid Submission opening date (Online)- **25/02/2026 instated of 16/02/2026.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER

HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405

TENDER NOTICE

The Block Development Officer, Haripal Development Office, Hooghly invites e-Tender in on percentage basis in the prescribed form for One (01) nos. works vide **E-NIT No: -35/B.D.O/HPL/2025-2026, of KAIKALA Gram Panchayat** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY

At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213.

Memo. No. 115/EO/JLD-II **Dated: 13/02/2026**

Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: NIT No.-9(e)/EO/JLD-II/2025-26 dt.13.02.2026, for 07 scheme **(Tender ID 2026_ZPHD_1006533_1 TO 2026_ZPHD_1006533_7)** within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **21.02.2026 up to 4-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ (**সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার** অধিকারক্ষেত্রের জন্য) নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **এনআইটি নংঃ ২৬৭_২০২৫-২৬, কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে বুকিং অফিসে সুবিধাদির আপগ্রেডেশন সহ পুনর্নির্মাণ/উন্নয়ন/নবীকরণ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১৩,০৭,৪১,৬২৩.৬৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৮,০৩,৭০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২(বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের তারিখে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৬.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ মূল্য প্রদান-ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাংকিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-613/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অত্যাধুনিক শিশু টিকা কেন্দ্র শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে

দেবর্ষি মজুমদার, বোলপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এক বড়সড় পদক্ষেপ নিল

শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। শুক্রবার হাসপাতালের ওপিডি ভবনে উদ্বোধন হলো একটি অত্যাধুনিক শিশু টিকাকরণ কেন্দ্রের। আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে এই কেন্দ্রটি বীরভূম ও সংলগ্ন অঞ্চলের শিশুদের রোগমুক্ত রাখতে বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাঃ অশোক কুমার দত্ত এবং এমএসভিপি অধ্যাপক ডাঃ অলোক শোভন দত্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ শান্তনু বর্মন সহ হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই কেন্দ্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড মেনে সব ধরনের জীবনদায়ী টিকা পাওয়া যাবে। এখানে নিয়মিতভাবে বিসিজি টিকা (যক্ষা রোগের বিরুদ্ধে), পোলিও টিকা (ড্রপ ও ইঞ্জেকশন আকারে), হেপাটাইটিস A ও B টিকা, ডিপথেরিয়া- হুপিং কাশি-টিটেনাস টিকা, নিউমোনিয়ার দুই ধরনের টিকা, ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা, হাম-মাম্পস-রুবেলা (এমএমআর), চিকেন পক্স ও টাইফয়েডের টিকা প্রদান করা হবে। এছাড়া দেড় বছর বয়সে সব টিকার বুস্টার ডোজ এবং ৯ বছর বা তার বেশি বয়সী কন্যাশিশুদের জন্য জরায়ু ক্যানসার প্রতিরোধী এইচপিভি টিকার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। চিকিৎসকদের বক্তব্য, শুধু শিশুরাই নয়- গর্ভবতী মায়েদের জন্যও টিটেনাস ও ডিপথেরিয়ার টিকা অত্যন্ত জরুরি। এতে মা ও গর্ভস্থ শিশুর জীবন সুরক্ষিত থাকে। নতুন কেন্দ্রটিতে প্রতিটি টিকা অভিজ্ঞ শিশু বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে, আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে ও সম্পূর্ণ নিরাপদ পরিবেশে প্রদান করা হবে। চিকিৎসকদের মতে, গ্রামাঞ্চল ও শহরতলির বহু পরিবারে সচেতনতার অভাবে এখনও অনেক শিশুর প্রয়োজনীয় বুস্টার ডোজ থেকে বঞ্চিত হয়। এই কেন্দ্র সেই শূন্যতা পূরণ করবে। স্থানীয় এক অভিভাবকের কথায়, বাড়ির কাছে এত উন্নত ব্যবস্থা হওয়ায় আমরা এখন অনেক নিশ্চিন্ত। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক টিকাকরণ কর্মসূচি শুধু একটা পরিবার নয়, পুরো সমাজকে রোগের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে। তাই এই উদ্যোগকে স্থানীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ 'মাইলফলক' হিসেবেই দেখছেন তারা। মানবিক দায়বদ্ধতা আর আধুনিক বিজ্ঞানের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা এই কেন্দ্র আগামী দিনে সুস্থ সমাজ গঠনে দিশা দেখাতে চলেছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বাতিল

ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ডব্লু), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ওয়ার্কশপ দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ই-৭০-ডিওয়াইসিইইকেজিপিডব্লু-পি২০ডব্লু-২৫-২৬, তারিখ ১২.০২.২০২৬,** প্রযুক্তিগত কারণে **বাতিল** হিসেবে গণ্য করতে হবে।

(PR-1184/C)

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER

HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405

TENDER NOTICE

The Block Development Officer, Haripal Development Office, Hooghly invites e-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **TEN(10) nos**. works vide **E-NIT No:48/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026, 11/02/2026 respectively of Kinkarbati & Haripal Ashutosh Gram Panchayat** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

NOTICE INVITING e-TENDER

e-NIT-19 of 2025-26/P0/BCW/JAL for execution of 3 (three) nos. of community development schemes within Jalpaiguri. For further details like bid start date, bid end date, eligibility criteria etc., please log-on to **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
P.O-cum-D.W.O.
BCW & TD, Jalpaiguri

পার্সেল স্থানের জন্যে ই-নিলাম লিজিং

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বিভিন্ন রেলের লিজ এসএলআরের লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট), **রেট ইউনিটঃ** প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অক্সন ক্যাটালগ নং. সি-এপি-পিসিএল-লিজ

এসইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	ট্রিপস
এএ/১	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২	১৩১৪২-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩	১৫৪৬৮-এসএলআর-আর১-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৪	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৫	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৬	১৩১৪২-এসএলআর-আর১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৭	১৫৭৬৮-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৮	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৯	১৩১৫০-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১০	১৫৭৭৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১১	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১২	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ২-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৩	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৬৯
এএ/১৪	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৬৯
এএ/১৫	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৬	১৫৭৫৩-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৭	১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৮	১৩১৪২-এসএলআর-এফ২-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৯	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২০	১৫৪৮৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-ডিএলআই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-০২-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৪.৪০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন। **টোকাঃ** বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Brajarajpur GP Under indpur Block

Mudunia Gunnath Bankura
Pin-722121

Notice Inviting e-Tender

NieT-12/25-26(APAS), Memo No-452/Braja/2026, Date-13/02/2026 Last date of Submission 21.02.2026 (3p.m) TenderId-2026_ZPHD_1006558 Pradhan, Brajarajpur GP, Indpur Block, Inviting e-Tender of defferent scheme which are available in **www.wbtender.gov.in** web site.

Sd/-Pradhan
Brajarajpur GP

Office of The Chingani Gram Panchayat

Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting e-Tender No.: (1) 07/2025-2026(2 nd Call), (2) 08/2025-2026(2 nd Call)

The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites E-Tender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for total 4 (Four) different works. Date of start of downloading the documents 13.02.2026 to 21.02.2026 up to 04.30 p.m. Date & Time of closing of submission of Technical Bid on or before 21.02.2026 04.30 p.m. Date of opening of Technical Bid: 24.02.2026 11.00 p.m. For details please visit office of the undersigned and website **https://wbtender.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

Billagram Gram Panchayat

Belari, Purba Bardhaman
Ausgram-I Panchayat Samity
Notice Inviting e-Tender/NIT No. 100/2025-26, SL No.-1 to 2, Date: 13.02.2026

Invites e-tender for the 2(Two) different works at different places. Date of Opening of Financial proposal(online): 26/02/2026 at 12.00pm. For details visit **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Billagram Gram Panchayat

OFFICE OF THE CHINGANI GRAM PANCHAYAT

VILL- CHAULYABAID, P.O- CHHAGULIA, (BANKURA)
Notice Inviting Tender No.: 02/2025-2026(2 nd Call)

The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites Sealed Tender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for INSTALLATION OF MARK-II TUBE WELL WITH SOAK WELL. Date & Time of issue Tender paper 13.02.2026 to 21.02.2026 (11.00 a.m. to 3.00 p.m.). Date & Time of dropping of Tender Paper (on or before): 24.02.2026 (11.00 a.m. to 2.00 p.m.) Date & Time of opening Tender Papers: 24.02.2026 (2.30 p.m.). For details please visit office of the undersigned and website **https://wbtender.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ০২ অব ২০২৬, তারিখ ঃ ১২-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ডিইএনজিএইচওয়াই-০১-২০২৬। **কাজের নাম ও স্থান ঃ** ডিইএন/গুয়াহাটী অধিক্ষেত্রের অধীনে লামডিং ডিভিশনের বাকী অংশের (গুয়াহাটী, নিউ গুয়াহাটী, এএমজে, পান্ডু পূর্ব এবং পান্ডু পশ্চিম অঞ্চল) ডিজিটেল ইন্ডিয়া ল্যান্ড রেকর্ড আধুনিকিকরণ প্রোগ্রাম (ডিআইএলআরএমপি) সম্পর্কীয় চিতা ও জবানবন্ধী, আরওআর সহ জিআইএস মেপিং ব্যবহৃত ভূমির বিস্তারিত এবং আপডেটিং, রিকনসিলিং এবং রেলওয়ে ভূমিতে মিউটেশন সহ সার্টিফিকেট অব লেন্ড প্লেন (পৃথক পাট্টাসহ)। টেন্ডার মূল্য ঃ ৬৩,২০,০৬৮.৯৮ টাকা; বায়নার ধন ঃ ১,২৬,৪০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৬-০৩-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৬-০৩-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** দেখুন।

সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/গুয়াহাটি, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Bank of India BOI — বৈঁক ऑफ़ इंडिया

Relationship beyond Banking

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
সম্পদ পুনরুদ্ধার শাখা
কলকাতা জোন
৫, বিটিএম সরণী, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১

ই-নিলাম ১৬.০৩.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে

ব্যাংকে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮ ও ৯ ধারার সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের কাছে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক উল্লিখিত তারিখ, স্থান এবং সময়ে ই-নিলামের মাধ্যমে উক্ত আইনের ৮ নং নিয়মের ৫ ও ৬ উপ-নিলামের অধীনে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে। জনসাধারণ এবং ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতাদের অবহিত করা হচ্ছে যে, SARFAESI আইনের অধীনে ই-নিলাম সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এ উপস্থাপিত শর্তাবলী এবং ব্যাংকের কাছে পাওনা ঋণ আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী অনুসারে বিক্রয়ের জন্য পরিচালিত হবে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ / বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	চাহিদা বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং দখলের তারিখ	রিজার্ভ মূল্য (টাকায়) এবং সর্বাধিক লাভজনক টাকা আমানত (ইএমডি, টাকায়)
সম্পদ পুনরুদ্ধার শাখা অ্যাকাউন্ট নামঃ ভাস্বত মজুমদার ঋণগ্রহীতা / পরিচালকঃ মি. ভাস্বত মজুমদার জামিনদারঃ না ঠিকানাঃ ২, ইস্টার্ন পার্ক, ৫ম রোড, সন্তোষপুর, কলকাতা- ৭০০০৭৫	আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশের ক্ষস্ব হল ফ্ল্যাট নং। প্রায় ৫২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং ফ্ল্যাট নং। মৌজা- নারাগড়, জে.এল. নং ১৫, আরএস. নং- ১০১, তৌজি নং ১৫৫-এ অবস্থিত **রূপক প্লাজা** নামক G +III তলা ভবনের প্রায় ৫৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার গ্রাউন্ড ফ্লোরের সাথে, উভয়ই আর.এস. খতিয়ান নং- ৯৩৭-এর অধীনে আর.এস. ও দাগ নং- ৫৩৯ /৩৯২৪ এবং আর.এস. ও এল.আর. দগ নং ৫৪০-এর অন্তর্ভুক্ত এবং অন্তর্ভুক্ত, যা এল.আর. খতিয়ান নং- ১৭৫৯-এর সাথে সম্পর্কিত, যা মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৬৪, সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০১১৩, পানিহাটি পৌরসভা, থানা- ঘোলা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনার অধীনে। (স্বত্ব দলিল নং I-8126/2022 এবং I-8127 /2022)। যে জমির উপর ফ্ল্যাটগুলি অবস্থিত তার সীমানাঃ উত্তর- দাগ নং ৫৩৯ / ৩৯২৩ এবং অন্যান্য সম্পত্তি দ্বারা। দক্ষিণ- ৩০ ফুট প্রশস্ত সুভাষ রাস্তা দ্বারা। পূর্বে- ৪ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ দ্বারা, তারপরে ভুবন মোহন সাহার সম্পত্তি। পশ্চিম- সুজিত ধর এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি দ্বারা।	০৮-০২-২০২৬ তারিখের তথ্য অনুযায়ী, ৪৫,২৭,৯৭৬.০০ টাকা আরও সুদ এবং চার্জ সহ ০৯.০২.২০২৬ থেকে	০৪ ।০২ ।২০২৫ এবং ২৩ ।০৪ ।২০২৫ (প্রতীকী)	টাকা ৩৪,০৭,০০০১ /- এবং টাকা ৩,৪০,৭০০১ /-
সম্পদ পুনরুদ্ধার শাখা অ্যাকাউন্ট নামঃ শেখ মেহবুব আলি ঋণগ্রহীতা ঃ শেখ মেহবুব আলি জামিনদারঃ না ঠিকানাঃ সিটি ভিউ অ্যাপার্টমেন্টের ফ্ল্যাট নং ৩এ, আটঘরা, পূর্বপাড়া, পোস্ট অফিস- গোপলাপুর, পোস্ট অফিস - বাগুইআটি (পূর্বে রাজারহাট), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৩৬	আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশের EQM হল ৮৪৮ বর্গফুট আয়তনের ৩য় তলার ফ্ল্যাট নং ৩এ, যার আয়তন **সিটি ভিউ** নামে পরিচিত, হোল্ডিং নং BMC09/232/09-10, আটঘরা, পূর্ব পাড়া, ব্লক-ই, ওয়ার্ড নং ১২ (পূর্বাশা) মৌজা-আটঘরা, জে.এল. নং ১০, আর.এস. দাগ নং- ৬৯৬, এল.আর. দাগ নং- ৬৮৫, আর.এস. খতিয়ান নং ৫২১, এল.আর. খতিয়ান নং ২৩৩০, পি.ও. গোপালপুর, থানা- বাগুইআটি (পূর্বে রাজারহাট), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম বঙ্গ ৭০০১৩৬ শেখ মেহবুব আলীর নামে)। সীমানাযুক্ত প্লটঃ- উত্তর- খোলা জায়গা দ্বারা। দক্ষিণ- আংশিক সিঁড়ি দ্বারা। এবং আংশিকভাবে জমিদারের ফ্ল্যাট নং ৩বি এবং আংশিকভাবে খোলা জায়গা। পূর্ব- আংশিকভাবে জমিদারের ৩বি ফ্ল্যাট নং ৩বি এবং আংশিকভাবে খোলা জায়গা দ্বারা। পশ্চিম- খোলা জায়গা দ্বারা।	০৮-০২-২০২৬ তারিখের তথ্য অনুযায়ী, ৫৮,০১,৭৯৭.০০ টাকা আরও সুদ এবং চার্জ সহ ০৯.০২.২০২৬ থেকে	২৮ ।১২ ।২০২২ এবং ০৩ ।০৬ ।২০২৩ (প্রতীকী)	টাকা ২৪,৯৯,৭৫০.০০ /- এবং টাকা ২,৪৯,৯৭৫.০০ /-
সম্পদ পুনরুদ্ধার শাখা অ্যাকাউন্ট নামঃ দীপঙ্কর সরকার সোমা সরকার ভট্টাচার্য্য ঋণগ্রহীতা ঃ দীপঙ্কর সরকার সোমা সরকার ভট্টাচার্য্য জামিনদারঃ না ঠিকানাঃ গ্রাম-মিস্ত্রিপাড়া, কায়কৃষ্ণপুর, পোঃ + থানা- চাকদহ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১২২২	আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেলের EQM হল নং ৩বি (উত্তর-পশ্চিম কোণ) ১০২৫ বর্গফুট SBU এবং ৩সি (দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ) ৮০৮ বর্গফুট SBU, তৃতীয় তলা G+4 তলা ভবন **SANNIDHYA RESIDENCY AND COMERCIAL**, যা মৌজা-পালপাড়া, জে.এল নং ৩৫, আর.এস এন্ড এল.আর প্লট নং ২০৩, আর.এল খতিয়ান নং ২৬৮৬, চাকদহ পৌরসভার অধীনে হোল্ডিং নং ১৪৩৬ /১, পোঃ+ থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২২২, দীপঙ্কর সরকারের নামে, দলিল নং I-10804/2012 এবং I-10805/2012)। ফ্ল্যাট নং ৩বি এর সীমানাঃ উত্তর- খোলা আকাশের ধারে। দক্ষিণ- ফ্ল্যাট নং ৩সি দ্বারা। পূর্ব- করিডোর, সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট নং ৩এ দ্বারা। পশ্চিম- খোলা আকাশ দিয়ে। ফ্ল্যাট নং ৩সি এর সীমানা- উত্তর- খোলা আকাশ দিয়ে। দক্ষিণ- খোলা আকাশ দিয়ে। পূর্ব- করিডোর, সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট নং ৩ডি দ্বারা। পশ্চিম- খোলা আকাশ দিয়ে।	০৮-০২-২০২৬ তারিখের তথ্য অনুযায়ী, ৫০,০৯,৯৮৭.০০ টাকা আরও সুদ এবং চার্জ সহ ০৯.০২.২০২৬ থেকে	০৮ ।০৫ ।২০২৫ এবং ২৭ ।০৮ ।২০২৫ (প্রতীকী)	টাকা ৪৯,২৮,০০০.০০ /- এবং টাকা ৪,৯২,৮০০.০০ /-

শর্তাবলী

(i) নিলাম বিক্রয় / বিডিং শুধুমাত্র https://baanknet.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে **অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং** প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে।

(ii) সমস্ত সম্পত্তির জন্য নিলামের তারিখ এবং সময় ১৬.০৩.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত, তারপরে প্রতিটি সম্পত্তির জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিতকরণ, অর্থাৎ নিলাম প্রক্রিয়াটি প্রথম অবস্থানে ১২০ মিনিটের জন্য চলবে এবং শেষ ১০ মিনিটে একটি বৈধ বিড গৃহীত হলে, নিলাম আরও ১০ মিনিট বাড়ানো হবে। শেষ ১০ মিনিটে কোনও বৈধ বিড না পাওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি চলতে থাকবে। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, নিলাম সংরক্ষিত মূল্যের এক ধাপ উপরে শুরু হবে। দরদাতারা তাদের প্রস্তাবগুলি ১০,০০০ /- টাকার (মাত্র দশ হাজার টাকা) গুণিতকে উন্নত করতে পারবেন। আগ্রহীরা ১৩.০৩.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত সম্পত্তি পরিদর্শন করতে পারবেন।

(iii) আগ্রহী দরদাতাদের https://baanknet.com পোর্টালে তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তাদের ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড পেতে হবে। সম্ভাব্য দরদাতারা নিলামের জন্য নিবন্ধন করার পদ্ধতি, নিলামের পদ্ধতি এবং অনুসরণীয় অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে জানতে পারবেন। আগ্রহী দরদাতারা যেকোনো প্রশ্নের জন্য ০৩৩-২২৩১-৪০৯৪১ ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮, মিঃ সুরেশ কুমার (+৯১-৯২০৪৮৮২৩০০) অথবা মিঃ নির্মল কুমার দাস (+৯১-৯৪৭৬২৪২৫২৯) এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

(iv) উপরের সম্পত্তি / সম্পদ 'যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে', 'যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে' এবং 'কোনও রিকোর্স ছাড়াই ' বিক্রি করা হবে। ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা সম্পত্তির দায়, মালিকানা এবং সম্পত্তির উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন দাবি / অধিকার/ পাওনা, ভৌত দখল (প্রতীকী দখলাধীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে) গ্রহণের সময় এবং খরচ সম্পর্কে নিজস্ব অনুসন্ধান করতে হবে। সম্পত্তি কর, জ্বালানি চার্জ ইত্যাদি সহ সমস্ত সংগৃহীত আইনগত পাওনা সফল দরদাতা বহন করবেন। অনুমোদিত কর্মকর্তা/ সুরক্ষিত পাওনাদার কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/ অধিকার/ পাওনার জন্য এবং ভৌত দখল (প্রতীকী দখলাধীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে) গ্রহণের ক্ষেত্রে জড়িত বিলম্ব, খরচ এবং/ অথবা আইনি সমস্যার জন্য কোনওভাবেই দায়ী থাকবেন না।

(v) উপরে উল্লিখিত তফসিলে উল্লেখিত বিবরণগুলি অনুমোদিত কর্মকর্তা / ব্যাংকের সর্বোত্তম তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে। এই পাবলিক নোটিশে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং/ অথবা ব্যাংক জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে না।

(vi) উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। আগ্রহী দরদাতাদের https://baanknet.com পোর্টালে প্রদত্ত ওয়ালেটে উপরে উল্লিখিত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।

(vii) আগ্রহী দরদাতাদের নিলামের তারিখের অনেক আগে, যেকোনো ক্ষেত্রে ১৫.০৩.২০২৬ তারিখের মধ্যে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত উপরে উল্লিখিত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে।

(viii) সর্বোচ্চ / সফল দরদাতাকে বিডের পরিমাণের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে, অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক বিক্রয়ের জন্য দর গ্রহণের পরপরই পরিশোধিত ইএমডি সমন্বয় করতে হবে, অন্যথায় ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা / ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে, যদি তিনি সর্বদা আইনত দর দেওয়ার যোগ্য হন।

(ix) দরপত্র / ক্রয়ের বাকি ৭৫ শতাংশ অর্থ অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের ১৫ তম দিন (ব্যাংকিং সময়ের মধ্যে) বা তার আগে অথবা অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সফল দরপত্রদাতা কর্তৃক পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরপত্রদাতার দ্বারা ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা / ব্যাংক নিলাম বাতিল করে নতুন নিলাম পরিচালনা করার স্বাধীনতা পাবে।

(x) সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত কর্মকর্তা দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং বিক্রয়টি সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাংক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।

(xi) অনুমোদিত কর্মকর্তা সর্বোচ্চ দরপত্র বা যেকোনো বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনো বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এবং বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন, সংশোধন এবং পরিত্যাগ করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

(xii) সফল দরপত্রদাতা / ক্রেতা পরিবহন দলিলের জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ/ ফি, পরিষেবা কর/ টিডিএস (৫০ লক্ষ টাকা এবং তার বেশি মূল্যের সম্পত্তির জন্য ধারা ১৯৪ আইএ অনুসারে) সহ কর, যদি থাকে, বহন করবেন।

(xiii) এই প্রকাশনাটি উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদের অগ্রিমের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে ত্রিশ দিনের নোটিশ।

(xiv) আরও বিশদ বিবরণ, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং শর্তাবলী ডাউনলোড করার জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুনঃ https://www.bankofindia.bank.in.

তারিখঃ ১৪ ।০২ ।২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বা /- অথোরাইজড অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেণ্ডার নোটিস নং. এস/৪০/২০২৫-২৬ তারিখঃ ১১-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬০/২৬/৫০১১/ওটি/২২১/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৬-০৩-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ পিএল. সংখ্যা. এবং পরিমাণঃ ১) ইলেকট্রিক ওভারহেড ট্রাভেলিং ক্রেন ক্ষমতা: ৬৫/১০ টন এবং অনুসূচী-IV অনুযায়ী অতিরিক্ত স্পেয়ার্স এবং ডিএসএল সহ, অনুসূচী-I এ নির্ধারিত করা অনুসারে নির্ধারিত স্লিংস/লিফটিং ট্যাকলস ইত্যাদি ধরণের আইটেম, অনুসূচী-V অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণের সরঞ্জাম, সহগামী আনুষঙ্গিক সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত অন্যান্য যেকোনো সহায়ক আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের জন্যে ডিজাইন, নির্মাণ, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ, কমিশনিং সহিত ওয়ারান্টির সময়সীমার ১ম এবং ২য় বর্ষের সময়কালের প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস]। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান), পরিমাণ- এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্য ২ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬৫১০১৭৩৫০০১৮। ২) ইলেকট্রিক ওভারহেড ট্রাভেলিং ক্রেন ক্ষমতা: ৬৫/১০ টন এবং অনুসূচী-IV অনুযায়ী অতিরিক্ত স্পেয়ার্স এবং ডিএসএল সহ, অনুসূচী-I এ নির্ধারিত করা অনুসারে নির্ধারিত স্লিংস/লিফটিং ট্যাকলস ইত্যাদি ধরণের আইটেম, অনুসূচী-V অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণের সরঞ্জাম, সহগামী আনুষঙ্গিক সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত অন্যান্য যেকোনো সহায়ক আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের জন্যে ডিজাইন, নির্মাণ, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ, কমিশনিং সহিত ওয়ারান্টির সময়সীমার ১ম এবং ২য় বর্ষের সময়কালের প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস]। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান), পরিমাণ- এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্য ১ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬৫৭৯০১০৪০৮২৩। (৩) অনুচ্ছেদ-V এর দফা ১৭ অনুসারে ওয়ারান্টির সময়সীমার পরে ৫ বৎসরের জন্যে বিস্তৃত এএমসি। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে মাস]। এএমসি সময়সীমাঃ ৫ বৎসর, রেহাই দরঃ ২ বৎসরের পরে ১০% প্রারম্ভ। [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০]। আইটেম টাইপ-এএমসি। পরিমাণঃ এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬৫১০১৭৩৫।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩০/২৫/১১৮৭বি/ওটি/২২২/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৬-০৩-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ পিএল. সংখ্যা. এবং পরিমাণঃ ইএমইউ-ইউএস ও মেমু-ইউএস সহ এলএইচবি কোচ এবং বন্দে ভারত ট্রেন সেটের জন্য ব্রেক ডিস্ক। স্পেসিফিকেশন: আরডিএসও এসটিআর নং আরডিএসও/২০১৭/সিজি-০২ (আরইভি.-৩) [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৭২ মাস]। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০], [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেমঃ ৩১০০২৯৯, ইএমইউ-ইউএস ও মেমু-ইউএস সহ এলএইচবি কোচ এবং বন্দে ভারত রেল সেটের জন্য ব্রেক ডিস্ক। সাব-আইটেম: এলএইচবি কোচের জন্য মানসম্পন্ন ব্রেক ডিস্ক। আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান), পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১১৮ টি। (২) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১১৫ টি। পিএল. সংখ্যা. ৩৩৫০৯৬৮২।

নোটঃ টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেণ্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ইমরান খান-এর দৃষ্টিশক্তি সংকটে তোলপাড়, রিপোর্ট জমা পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট-এ

ইসলামাবাদ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ঘিরে নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতির খবর। জেলবন্দি অবস্থায় তিনি মারাত্মক চোখের সমস্যায় ভুগছেন এবং ডান চোখের প্রায় ৮৫ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন বলে একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। এই রিপোর্ট ইতিমধ্যেই পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়েছে, যা দেশজুড়ে রাজনৈতিক ও মানবাধিকার মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

ইমরান খান বর্তমানে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দি। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অভিযোগ করে আসছিলেন যে, জেল কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও মানসিক-শারীরিক চাপে তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটছে। বিশেষ করে চোখের সমস্যার কথা তিনি বারবার জেল সুপারের নজরে এনেছিলেন বলে জানা গেছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় চিকিৎসা বা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ তাঁকে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। আদালতের নির্দেশে নিয়াগপ্রাপ্ত এক আইনজীবী সম্প্রতি ইমরানের স্বাস্থ্যের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। সেই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, কয়েক মাস আগেও ইমরানের দু'চোখের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু গত তিন-চার মাসে তাঁর ডান চোখে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমে ঝাপসা দেখা শুরু হয়, পরে ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি প্রায় সম্পূর্ণভাবে লোপ পেতে বসে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইমরান খান নিজেই আইনজীবীকে জানান যে, চোখের সমস্যা শুরু হওয়ার পর তিনি দ্রুত চিকিৎসার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ সেই আবেদন গুরুত্ব সহকারে নেয়নি। পরে জেলের ভেতরে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলেও চিকিৎসকেরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তাঁর সমস্যার সঠিক চিকিৎসার জন্য উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম ও বিশেষায়িত হাসপাতালের প্রয়োজন। চিকিৎসকদের মতে, সময়মতো যথাযথ চিকিৎসা না হলে এই ধরনের চোখের রোগ স্থায়ী অন্ধত্বের কারণ হতে পারে। সেই আশঙ্কাই এখন বড় হয়ে উঠেছে। ইমরানের আইনজীবীর দাবি, অবহেলা এবং বিলম্বের ফলেই তাঁর দৃষ্টিশক্তির এত বড় ক্ষতি হয়েছে। ইমরান খান অতীতে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির-এর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরেই তাঁকে কঠোর জেলজীবনের মধ্যে রাখা হয়েছে এবং পরিকল্পিতভাবে তাঁর উপর মানসিক ও শারীরিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যদিও পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তবে নতুন স্বাস্থ্য-রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর বিরোধী রাজনৈতিক মহল প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে- একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে কি ন্যূনতম চিকিৎসা-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে? ইমরানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) এই ঘটনাকে 'মানবাধিকার লঙ্ঘন' বলে অভিহিত করেছে। দলের শীর্ষ নেতাদের দাবি, ইমরানের চোখের সমস্যা অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং গুরুতর প্রকৃতির। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না হলে তিনি স্থায়ীভাবে দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারেন-এমন আশঙ্কার কথাও তাঁরা প্রকাশ করেছেন। পিটিআই-র বক্তব্য, জেলের ভেতরে সাধারণ চিকিৎসা দিয়ে এই রোগের সমাধান সম্ভব নয়। উন্নত চক্ষু-চিকিৎসা কেন্দ্রেই এর যথাযথ চিকিৎসা সম্ভব। তাই তাঁরা অবিলম্বে ইমরানকে বিশেষায়িত হাসপাতালে স্থানান্তরের দাবি তুলেছেন।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে আল-কাদির ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলয় ইমরান খানকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরে তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এরপর ২০২৪ সালে একবার তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসককে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে সেই সাক্ষাৎ ও নিয়মিত চিকিৎসার উপর বিধিনিষেধ জারি করা হয়। বর্তমানে আদালতে জমা পড়া নতুন স্বাস্থ্য-রিপোর্টকে কেন্দ্র করে আইনি লড়াই আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি প্রমাণিত হয় যে বন্দি অবস্থায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তবে তা সংবিধানিক অধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হতে পারে। ইমরান খানের স্বাস্থ্যের অবনতি শুধু মানবিক ইস্যু নয়, বরং তা পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনেও বড় প্রভাব ফেলতে পারে। তিনি এখনও দেশের অন্যতম জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা। তাঁর অসুস্থতার খবর সামনে আসতেই সমর্থকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতি সরকারের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে পারে। কারণ, একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। এখন নজর রয়েছে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের দিকে। আদালত এই রিপোর্টের ভিত্তিতে কী নির্দেশ দেয়, সেটাই নির্ধারণ করবে ইমরানের ভবিষ্যৎ চিকিৎসা-ব্যবস্থা। তাঁকে কি বিশেষায়িত হাসপাতালে স্থানান্তর করা হবে।

হোলি উপলক্ষে স্পেশাল ট্রেন

গোরখপুর, ১৩ ফেব্রয়ারী,ঃ হোলি উপলক্ষে যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ০৪০৫৪০৪০৫৩ নয়াদিল্লি-বারাউনি-নয়া দিল্লি ভায়া গোরখপুর হোলি স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা করবে, যা ২০ ফেব্রয়ারী থেকে ৬ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতিদিন নয়াদিল্লি থেকে এবং ২২ ফেব্রয়ারী থেকে ৮ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত বারাউনি থেকে চলবে, প্রতিদিন ১৫টি ট্রিপ সহ, নিম্নরূপ-০৪০৫৪ নতুন দিল্লি - বারাউনি হোলি স্পেশাল ট্রেনটি ২০ ফেব্রুয়ারী থেকে ৬ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭.৫০ মিনিটে নয়াদিল্লি থেকে ছেড়ে যাবে এবং গাজিয়াবাদে পৌঁছাবে ২০.৫০ মিনিটে, আলিগড় ২২.৩০ মিনিটে, টুন্ডলা ২৩.৪৫ মিনিটে, ইটাওয়ায় পরের দিন ০১.০০ মিনিটে, কানপুর সেন্ট্রালে ০৬.০০ মিনিটে, উন্নাও ০৬.৩৫ মিনিটে, আইশবাগ ০৭.৪৭ মিনিটে, বাদশাহনগর ০৮.২০ মিনিটে, বারাবাঁকি ০৯.১৫ মিনিটে, গোন্ডা ০১০.৪০ মিনিটে, বাস্তি ০১.৫৫ মিনিটে, খলিলাবাদ ০১২.২৭ মিনিটে, গোরখপুর ০১.৩৫ মিনিটে, দেওরিয়া সদর ০১.৩২ মিনিটে, সিওয়ান ০১.৩৫ মিনিটে, ছাপরা ০১.০৫ মিনিটে, সোনপুরে ১৮.৪০ ঘন্টা, হাজিপুর শাহপুর পাটোরী থেকে ১৮.৫৫ ঘন্টা এবং ১৯.৫২ ঘঃ টায় ছেড়ে ২২.০০ ঘন্টায়বারাউনি পৌঁছাবে।

NAME CHANGE

I, KHALIL SAIKH (old name) S/O - TAMUUDDIN BISWAS, residing at CHANDPUR PO - KHAMRA PS - RAGHUNATHGANJ DIST - MURSHIDABAD PIN -742213. West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from KHALIL SAIKH (old namejto KHALIL BISWAS (new name) and henceforth I shall be known as KHALIL BISWAS (new name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 13/02/2026. KHALIL BISWAS (NEW name) & KHALIL SAIKH(old name) both name are same and one identical Person.

NAME CHANGE

I, URFA BEWA (old name) W/O-MD ABDUL MOTIN, residing at GANGAPUR PO - BHABTA PS - BELDANGA DIST - MURSHIDABAD PIN -742134, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from URFA BEWA (old name)to URFA BEGUM (new name) and henceforth I shall be known as URFA BEGUM (new name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 13/02/2026. URFA BEGUM (NeW name) & URFA BEWA (old name) both name are same and one identical Person.

নাম পরিবর্তন

আমি BHAGYASHREE CHOWDHURY ROY, স্বামী- SUBHA ROY, ঠিকানা-High Lane Colony, Word No.16, Nabadwip Municipality,পোস্ট থানা- Nabadwip, জেলা -Nadia, আমার Voter identity card being No.NEY 2342228 তে আমার নাম BHAGYASHREE CHOWDHURY ROY, স্বামী- SUBHA ROY উল্লেখ আছে।আমার Aadhaar card being No.231855333393 তে আমার নাম BHAGYASHREE ROY, স্বামী- SUBHA ROY উল্লেখ আছে, (আমার প্রকৃত নাম BHAGYASHREE CHOWDHURY ROY) গত ইং ২৭.১১.২৫ তারিখে প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া এর এফিডেভিডে আমি BHAGYASHREE CHOWDHURY ROY স্বামী- SUBHA ROY * BHAGYASHREE ROY স্বামী- SUBHA ROY একই ব্যক্তি হলাম।

NAME CHANGE

I, Sunil Neye son of Late Biren Neye Resident of Village-Kurchiberia,P.O-Shibganj,P.S-Shyampur,Dist-Howrah,Pin-711314,West Bengal.My actual and correct name is Sunil Neye son of Late Biren Neye.That in the year 2002 in the voter Identity card being no-YWJ1445873 my name is recorded Sunil Neye son of Biren Neye and my residential address was Ratanpur Amardaha, Shyampur, Howrah,Pin-711312.That presently I am residing at Village-Kurchiberia,P.O-Shibganj,P.S-Shyampur,Dist-Howrah,Pin-711314, and Voter ID has been transferred in my residential address being voter ID no-YWJ1445873, Inadvertently my name has been recorded in the said voter ID card Surajit Neye son of Murari Neye in place of and stated of Sunil Neye son of Late Biren Neye.That Sunil Neye son of Late Biren Neye and Surajit Neye son of Murari Neye is the same and one Identical person vide an affidavit sworn before the Learned 1st Class Judicial Magistrate at Alipore,South 24 Parganas on 13/11/2025.

NAME CHANGE

I, surya tudu s/o Lt Gopi tudu of vill+po+ps Galsi, purba Bardhaman,Pin713406 my actual name surya tudu Which is recorded in my ration card SPHH0042465286, voterZZE1162700,aadhar4023 0268 2136 but my name has been recorded in 2002,271 burdwan south assembly constituency,part 95,serial 73 as Baburam Tudu s/o Gopi Tudu instead of surya Tudu s/o Lt Gopi Tudu.that Surya Tudu & Baburam Tudu is same & one identical person I,e myself.i have declared in the hon'ble court of the executive magistrate,purba Bardhaman on 24/12/2025 a non judicial stamp RS 10 no 18AC 002229 SL no 158 & 52,683.

NAME CHANGE

I, SHAIK RAJU, S/o SHAIK SIDDIQI Mohammad Ali Molla residing at - Vill-Kharsarai Muslimpara, P.O – Kharsarai, P.S- Chanditala, Dist – Hooghly, West Bengal, Pin-712304, do hereby solemnly affirm and declare my correct name SHAIK RAJU, S/o SHAIK SIDDIQI instead of SHAIK RAJAB ALI, S/o SHAIK SIDDIQI as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, at Serampore , affidavit No- 813 dated on 14.01.2026. That SHAIK RAJU, S/o SHAIK SIDDIQI and SHAIK RAJAB ALI, S/o SHAIK SIDDIQI is the same one and identical person

NAME CHANGE

I, ROHINA BEGAM MOLLICK, D/o LATE SEKH ANJU, Residing at Vill-Kharsarai Muslimpara, P.O – Kharsarai, P.S- Chanditala, Dist – Hooghly, West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name SEKH ANJU Allies ANJU SEKH instead of AMJADSK MOLLICK Allies Amjad SK, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Calcutta, affidavit No- 3242 dated on 13/02/2026. SEKH ANJU Allies ANJU SEKH instead of AMJADSK MOLLICK Allies Amjad SK both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MR RASEL SK(old name) S/O - MD BABR ALI SK, residing at BAHTPARA PO - BEZPARA SALUADANGA PS - BERHAMPORE DIST - MURSHIDABAD PIN-742134. West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MR RASEL SK (old name)to MD RASEL SK (new name) and henceforth I shall be known as MD RASEL SK (new name) in all purpose, vide affidavit Sworn before thesdem 1" class at berhampore I court dated on 24/09/2025. MD RASEL SK (New name) & MR RASEL SK(old name) both name are same and one identical Person.

NAME CHANGE

I, MUSAMMAT MURTUZA BEGUM (old name) W/O - WAYEZ ALI SEKH, residing at JAGADANANDAPUR HOSPITALPARA PO - BETHUADAHARI PS - NAKASHIPARA DIST - NADIA PIN - 741126. West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MUSAMMAT MURTUZA BEGUM (old name)to MURTUZA SK (new name) and henceforth I shall be known as MURTUZA SK (new name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 13/02/2026. MURTUZA SK (new name) &MUSAMMAT MURTUZA BEGUM (old name) both name are same and one identical Person.

NAME CHANGE

I, Selina Bibi (wrong name) W/O - Mainul Sk residing at Panchpirtala PO - Nagrajole PS - Berhampore Dist - Murshidabad Pin-742102. (WB) do hereby declare that I have changed My name from Selina Bibi (wrong name) to Kalina Khatun (right name) my daughter wrong name is Zulekha mustafa shaikh (aadhar-no-432254418384)& my daughter Bc wrong name is Chhabi Khatun and my husband wrong name is Mustafa shaikh My husband actual name is Mainul sk & my daughter actual name is Zulekha khatun, in all purpose, vide an affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Berhampore court on 05/02/2026.Selina bibi&Kalina Khatun, Chhabi Khatun& Zulekha Mustafa shaikh&Zulekha Khatun, Mainul Sk& Mustafa shaikh each name same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ALI HOSSAIN (old name) S/O - HAYATOLLA SEIKH residing at BIJOYNAGAR PO - GOKARNA PS - KANDI DIST - MURSHIDABAD PIN -742136. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ALI HOSSAIN (old name) to ALI HOSSAIN SEIKH (new name) and henceforth, I shall be Known as ALI HOSSAIN SEIKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 13/02/2026. ALI HOSSAIN SEIKH (new name) & ALI HOSSAIN (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MD ABDUR RAKIB (old name) S/O - MD ABDUL LATIF residing at BHAWANIPUR PO - KRISHNAPUR PS - LALGOLA DIST - MURSHIDABAD PIN-742148. West Bengal, do hereby declare that have changed My name from MD ABDUR RAKIB (old name) to ABDUR RAKIB (new name) and henceforth, I shall be Known as ABDUR RAKIB (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before Notary public at Berhampore court Murshidabad on 13/02/2026. ABDUR RAKIB (new name) & MD ABDUR RAKIB (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,NAJMA BIB MOLLA W/O HAIDAR MOLLA MY DAUGHTAR SAKHI SONA KHATUN HIS BIRTH CERTIFICATE MY NAME HAS BEEN WRITTEN AS NAJMA BIBI AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 21/12/25 I NAJMA BIBI MOLLA AND NAJMA BIBI IS SAME PERSON MY ACTUAL NEME IS NAJMA BIBI MOLLA R/O VILL BHATGACHI UTTAR PARA PS CHAPRA DIST NADIA.

NAME CHANGE

OLD NAME RAHAMATULLA SK S/O LATE ALOM SK R/O VILL GOPALPUR PO BILLWAGRAM P-S NAKASHIPARA DIST NADIA PIN 741138 DO HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGE MY NAME RAHAMATULLA SK S/O LATE ALOM SHAIKH OR RAHAMATULLA SHAIKH S/O LATE ALAM SHAIKH AND HANCE FOURT I SHALL BE KNOWN AS RAHAMATULLA SHAIKH S/O LATE ALAM SHAIKH IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT NO 2172 DT 6/2/2026 SWORNE BEFORE THE-LD EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 6/2/2026, RAHAMATULLA SHAIKH S/O LATE ALAM SHAIKH AND RANAMATULLA SK S/O ALOM SHAIKH BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I SHAMSI ANUSHA MOHD SULTAN W/O BILAL AHMED residing at 61/1Z/7, Topsia Road, Bachha Kabristan, P.O.& P.S.-Tiljala, Kolkata-700039, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ANUSHA SHAMSI as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 31, Dated 13/02/2026. SHAMSI ANUSHA MOHD SULTAN and ANUSHA SHAMSI both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, MD ABDUL LATIF (old name) S/O - MEHERULLA BISWAS residing at BHAWANIPUR PO - KRISHNAPUR PS - LALGOLA DIST - MURSHIDABAD PIN -742148. West Bengal, do hereby declare that i have changed My name from MD ABDUL LATIF (old name) to ABDUL LATIF (new name) and henceforth, I shall be Known as ABDUL LATIF (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court Murshidabad on 13/02/2026. ABDUL LTIF (new name) & MD ABDUL LATIF (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, NASHIMA KHATUN (old name) W/O - ABU MOHAMMED SAYEED residing at CHATAIDUBI PO & PS-LALGOLA DIST - MURSHIDABAD PIN -742148. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from NASHIMA KHATUN (old name) to NASIMA KHATUN (new name) and henceforth, I shall be Known as NASIMA KHATUN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court Murshidabad on 13/02/2026. NASIMA KHATUN (new name) & NASHIMA KHATUN (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SELIM MONDAL (old name) S/O - AJMAT MONDAL residing at MAJLISHPUR PO - BANSBERIYA PS - KARIMPUR DIST - NADIA PIN-741122. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SELIM MONDAL (old name) to SELIM MANDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as SELIM MANDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 13/02/2026. SELIM MANDAL (new name) & SELIM MONDAL (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, TAPAN BISWAS(old name) S/O - HARASHANKAR BISWAS residing at KALANDARBAG PO & PS&DIST - MURSHIDABAD PIN -742149. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from TAPAN BISWAS (old name) to TAPAN KUMAR BISWAS (new name) and henceforth, I shall be Known as TAPAN KUMAR BISWAS (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 13/02/2026. TAPAN KUMAR BISWAS (new name) & TAPAN BISWAS (old name) both name are same and one identical person.

কানাডার স্কুলে বন্দুকবাজের বর্বর হামলা

১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ কানাডার টাম্বলার রিজ এলাকার একটি স্কুলে ভয়াবহ বন্দুক হামলায় অন্তত ১০ জন নিহত ও আরও ২৫ জন আহত হয়েছেন, ঘটনার জবাবি পুলিশের গুলিতে হামলায় অভিযুক্ত আততায়ী নিহত হয়েছে। বুধবার দুপুরে ঘটনার সময় ক্লাস চলছিল, আচমকাই এক বন্দুকধারী শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে।

নাম পরিবর্তন

আমি siraj Biswas so Late Fayzulla Biswas আমার স্ত্রীর নাম কন্য আদুরী খাতুন এর জন্ম সার্টিফিকেটে ROUSHENARA BIBI আছে ১০.১১.২৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Roushenara Biswas. ও Roushenara Bibi একই ব্যক্তি হইল। গ্রাম পোস্ট চারাতল চাপা। নদীয়া।

NAME CHANGE

I, SIBENDRANATH ROY (Old Name) S/o NARESH CHANDRA ROY Residing at Salbari, P.O. Berubari, P.S. Kotwali, Dist. Jalpaiguri, Pin-735132 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as SHIBENDRA NATH ROY (New Name) as declared before the Notary Public at Jalpaiguri vide Affidavit no-180 Dated 08-12-2025. SIBENDRANATH ROY and SHIBENDRA NATH ROY both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Shakil son of Late Md Qasim and husband of Sony Begum residing at 99 Jaya Bibi Road, P.O. - Ghusuri, Police Station-Belur, District-Howrah-711107, state that my name written in my son Showheb Shakil's Madhyamik Registration and Admit Card as Md Shakeel and all other documents as Md Shakil. I hereby declare that both the name are same and one identical person and shall be known as Md Shakil for all the purpose. I have corrected my name and shall henceforth be known as Md Shakil as I have declared before the first class Judicial Magistrate at Howrah District Court vide Affidavit (SL-5) dated 12-02-2026.

NAME CHANGE

I, Sk Habibul S/o-Sk Khalil, resident of Vill-Kankuria, P.o-Miyapur, P.S. -Raghunathganj, Dist - Murshidabad, Pin 742235, West Bengal, do hereby declare that I have changed my son's name, Taofeeq Sekh to Taofeeq Sk and henceforth shall be known as Taofeeq Sk in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Jangipur on 10/02/2026 Taofeeq Sk and Taofeeq Sekh both are same and one identical

NAME CHANGE

I, Sekh Habibul (Old name) S/o-Sk Khalil, Resident at, Vill-Kankuria, P.o-Miyapur, P.S. -Raghunathganj, Dist - Murshidabad, Pin 742235, West Bengal, I have changed my name Sekh Habibul to Sk Habibul (New name) I shall be known as Sk Habibul vied affidavit before the Notry at Jangipur on 10/02/2026 Sk Habibul & Sekh Habibul same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Zainul Abedin (Old Name) S/o Md Shami Ahmed Residing at 16/A/H/6, Gora Chand Road, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Zainul Abedin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-02-2026. Zainul Abedin (Old Name) and Md Zainul Abedin (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,RAHAMAN BILKIS BEGUM ABDUL & BILKIS BEGUM(OLD NAME),DAUGHTER OF ABDUL BARI,RESIDING AT SNO 207/3 DHANRAJ PARK-B2,KASPATE WASTI, WAKAD, VTC: PUNE CITY, PO-WAKAD,PUNE-411057,MAHARASHTRA,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BILKIS BARI(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/02/2026.RAHAMAN BILKIS BEGUM ABDUL & BILKIS BEGUM (OLD NAME) AND BILKIS BARI (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I, Sultan Shaikh (old name) son of Mohammad Suleman, residing at 32/8, Kushtia Road, Tiljala, Kolkata – 700039, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Sultan (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 11/02/2026. Sultan Shaikh (old name) and Sk Sultan (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anwar Ali, (Old name) D/o-Muskan Parvin, Resident at, Vill-Kamalpur, Po-Jahankosha, Ps & Dist-Murshidabad, 742149, West Bengal, I have changed my name Anwar Ali to Anower Ali (New name) I shall be known as Anower Ali vied affidavit before the Notry at Berhampore on 13/02/2026 Anower Ali & Anwar Ali same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sibankar Ghosh (Old Name) S/o Amarendra Nath Ghosh Residing at 60/17 Andul 1st Bye Lane, Chirantani Para, P.o - Danesh Sk. Lane, District - Howrah, Pin - 711109, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sibsankar Ghosh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 12-02-2026. Sibankar Ghosh (Old Name) and Sibsankar Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Benazir Abdul Rahaman, Raheman Benazir Abdul (Old Name) D/o Abdur Rahaman Sahaji Residing at Kumarpur, Sohai Kumarpur, District - North 24 Parganas, Pin - 743423 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Benazir Rahaman (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 12-02-2026. Benazir Abdul Rahaman, Raheman Benazir Abdul (Old Name) and Benazir Rahaman (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rahaman Abdul Sahaji, Abdul Rahaman (Old Name) S/o Late Sahidulla Sahaji Residing at Kumarpur, Sohai Kumarpur, District - North 24 Parganas, Pin - 743423 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Abdur Rahaman Sahaji (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 12-02-2026. Rahaman Abdul Sahaji, Abdul Rahaman (Old Name) and Abdur Rahaman Sahaji (New Name) both are same and one identical person.

RDB INFRASTRUCTURE AND POWER LIMITED

(formerly known as RDB Realty & Infrastructure Limited)

CIN: : L68100WB2006PLC110039

Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No-10, Kolkata-700001, Ph No +91 90384 70761; Fax: 033-22420588; Email id: csrdbinfra@rdbindia.com,; Website: www.rdbindia.com

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া প্রান্তিকের জন্য স্বতন্ত্র অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি (টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			নয় মাস সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
		৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩১ ডিসেম্বর,২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩১ মার্চ, ২০২৫ নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	২,৩৩৯.৮৯	২,২৬২.০৯	২,৮১৮.৮৩	১১,৫২৫.৬৭	৯,১৬৫.৩১	১১,৩৪৭.৭৩
২.	কর-পূর্ব নিট মুনাফা এবং ব্যতিক্রমী আইটেম	৩২৪.৩৬	৪০৭.১২	২৩০.৫৭	১,১০২.১৬	৫৮৪.৮৭	৭৫৩.৯৫
৩.	করের আগে এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে নিট মুনাফা	৩২৪.৩৬	৪০৭.১২	২৩০.৫৭	১,১০২.১৬	৫৮৪.৮৭	৭৫৩.৯৫
৪.	কর-পরবর্তী এবং ব্যতিক্রমী পণ্যের পরে নিট মুনাফা	২৪২.৮১	৩০৪.৫৫	১৭২.৫৬	৮১৯.৬১	৪৩৭.৭২	৫৫৩.৭০
৫.	এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী সময়ের মুনাফা এবং কর পরবর্তী অন্যান্য সামগ্রিক আয় অন্তর্ভুক্ত)	২৪২.৮১	৩০৪.৫৫	১৭২.৫৬	৮১৯.৬১	৪৩৭.৭২	৫৬৮.২২
৬.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১ টাকা)	২,০৩৮.৮৪	২,০২৮.৮৪	১,৭২৮.৩৪	২,০৩৮.৮৪	১,৭২৮.৩৪	১,৭২৮.৩৪
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি	০	০	০	০	০	১২,৭৩১.২২
৮.	শেয়ার প্রতি আয়						
	ক) মৌলিক	০.১৩	০.১৬	০.১০	০.৪২	০.২৫	০.৩২
	খ) মিশ্র	০.১৩	০.১৬	০.১০	০.৪২	০.২৫	০.৩২

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের জন্য একীভূত অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি (টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			নয় মাস সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
		৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩১ ডিসেম্বর,২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩১ মার্চ, ২০২৫ নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	২,৩৪০.১০	২,২৬২.৫৮	০	১১,৫২৬.৩৬	০	০
২.	কর-পূর্ব নিট মুনাফা এবং ব্যতিক্রমী আইটেম	৩১৭.৮৪	৪০৭.৪০	০	১০৯৫.৮০	০	০
৩.	করের আগে এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে নিট মুনাফা	৩১৭.৮৪	৪০৭.৪০	০	১০৯৫.৮০	০	০
৪.	কর-পরবর্তী এবং ব্যতিক্রমী পণ্যের পরে নিট মুনাফা	২৩৬.২৬	৩০৪.৮৩	০	৮১৩.১৫	০	০
৫.	এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী সময়ের মুনাফা এবং কর পরবর্তী অন্যান্য সামগ্রিক আয় অন্তর্ভুক্ত)	২৩৬.২৬	৩০৪.৮৩	০	৮১৩.১৫	০	০
৬.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১ টাকা)	২,০৩৮.৮৪	২,০২৮.৮৪	০	২,০৩৮.৮৪	০	০
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি	০	০	০	০	০	০
৮.	শেয়ার প্রতি আয়						
	ক) মৌলিক	০.১৩	০.১৬	০	০.৪৩	০	০
	খ) মিশ্র	০.১৩	০.১৬	০	০.৪৩	০	০

মন্তব্যঃ উপরে উল্লিখিত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধান এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের (স্বতন্ত্র এবং একীভূত) বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এর ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.rdbindia.com) পাওয়া যাবে। কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

স্থানঃ কলকাতা, তারিখঃ ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

বোর্ডের পক্ষে এবং পক্ষে

স্বা/- রাজীব কুমার, চেয়ারপার্সন এবং হোল টাইম ডিরেক্টর

Binani
BRAJ BINANI GROUP

বিল ব্যাপার লিমিটেড

সিআইএন নং.ঃ এল২৪১১৭ডব্লুবি১৯৬২পিএলসি০২৫৫৮৪ (পূর্বে বিনানী ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৩৭/২, চিনার পার্ক, নিউ টাউন রাজারহাট মেইন রোড, পোস্ট হাতিয়ারা, কলকাতা -৭০০০১৭, ভারত

কর্পোরেট অফিসঃ মার্কেনটাইল চেম্বার, ১২ জে.এল. নেহরু মার্গ, বাল্লার্ড এস্টেট, মুম্বই ৪০০ ০০১।

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য স্বতন্ত্র এবং একত্রিত অনিরীক্ষিত ফলাফলের উদ্ধৃতি

(টাকা লক্ষে প্রতি শেয়ারের তথ্য ব্যতীত)

	বিবরণ	স্বতন্ত্র						একীভূত					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			নয় মাস সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			নয় মাস সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
		৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	২২.৬৫	০.০২	০.০১	২২.৭০	০.০৩	২.৫১	২২.৬৫	০.০২	০.০১	২২.৭০	০.০৩	২.৫১
২.	মোট খরচ	১৬.৫৬	৮০.৫৭	৩৮.৫৪	১৬৬.৮৫	১৪৫.৯৬	১৯০.৮৭	১৬.৫৬	৮০.৫৯	৩৮.৬৫	১৬৬.৮৫	১৪৬.৩৪	১৮৯.২৮
৩.	ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ পণ্যের জন্য কর-পূর্ব সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি)	৬.০৯	(৮০.৫৫)	(৩৮.৫৩)	(১৪৪.১৫)	(১৪৫.৯৩)	(১৮৮.৩৬)	৬.০৯	(৮০.৫৭)	(৩৮.৬৪)	(১৪৪.১৫)	(১৪৬.৩১)	(১৮৬.৭৭)
৪.	ব্যতিক্রমী জিনিসপত্র		-	-		৮৬৯.৫৫	৮৬৯.৫৫	-		-		৮৬৯.৫৫	৮৬৯.৫৫
৫.	ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ জিনিসপত্রের জন্য করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি)	৬.০৯	(৮০.৫৫)	(৩৮.৫৩)	(১৪৪.১৫)	৭২৩.৬২	৬৮১.১৯	৬.০৯	(৮০.৫৭)	(৩৮.৬৪)	(১৪৪.১৫)	৭২৩.২৪	৬৮২.৭৮
৬.	কর ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৭.	ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ জিনিসপত্রের জন্য কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি)	৬.০৯	(৮০.৫৫)	(৩৮.৫৩)	(১৪৪.১৫)	৭২৩.৬২	৬৮১.১৯	৬.০৯	(৮০.৫৭)	(৩৮.৬৪)	(১৪৪.১৫)	৭২৩.২৪	৬৮২.৭৮
৮.	অন্যান্য ব্যাপক আয়						-						-
৯.	এই সময়ের জন্য অন্যান্য ব্যাপক আয় / (ক্ষতি)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৮.	এই সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয়/ (ক্ষতি) (এই সময়ের জন্য (করের পরে) লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত	৬.০৯	(৮০.৫৫)	(৩৮.৫৩)	(১৪৪.১৫)	৭২৩.৬২	৬৮১.১৯	৬.০৯	(৮০.৫৭)	(৩৮.৬৪)	(১৪৪.১৫)	৭২৩.২৪	৬৮২.৭৮
৯.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা)	৩,১৩৮.৪৯	৩,১৩৮.৪৯	৩,১৩৮.৪৯	৩,১৩৮.৪৯	৩,১৩৮.৪৯	৩,১৩৮.৪৯	৩,১৩৮.৪৯	৩,১৩৮.৪৯	৩,১৩৮.৪৯	৩,১৩৮.৪৯	৩,১৩৮.৪৯	৩,১৩৮.৪৯
১০.	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ডব্য/বসায়িক পুনর্গঠন রিজার্ভ ব্যতীত)	(২১,৯০৬.৯৯)	(২১,৯১৩.০৭)	(২১,৭২০.৪৩)	(২১,৯০৬.৯৯)	(২১,৭২০.৪৩)	(২১,৭৬২.৮৪)	(২১,৯০৬.৯৯)	(২১,৯১৩.০৯)	(২১,৭২০.৪৩)	(২১,৯০৬.৯৯)	(২১,৭২০.৪৩)	(২১,৭৬২.৮৪)
১১	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ১০ টাকা) (বার্ষিক নয়)												
	(ক) মৌলিক	০.০২	(০.২৬)	(০.১২)	(০.৪৬)	২.৩১	২.১৭	০.০২	(০.২৬)	(০.১২)	(০.৪৬)	২.৩১	২.১৮
	(খ) মিশ্রিত	০.০২	(০.২৬)	(০.১২)	(০.৪৬)	২.৩১	২.১৭	০.০২	(০.২৬)	(০.১২)	(০.৪৬)	২.৩১	২.১৮

দ্রষ্টব্যঃ উপরেরটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com, https://wwwnseindia.com/, https://www.cse-india.com/ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট https://binaniindustries.com/ এ পাওয়া যাবে।

রেজোলিউশন প্রফেশনালের আদেশ দ্বারা
বিল ব্যাপার লিমিটেডের জন্য (পূর্বে বিনানি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামে পরিচিত)
রচনা ঝুনঝুনওয়ালা — রাজেশ কুমার বাগরি
রেজোলিউশন প্রফেশনাল — তৎকালীন অ-নির্বাহী পরিচালক
IBBI No.: IBBIIPA-001IP-P003892017-1810707

স্থানঃ মুম্বই
তারিখঃ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

TYROON TEA COMPANY LIMITED

CIN :L15421WB1890PLC000612

Regd. Office: 3, NETAJI SUBHAS ROAD , KOLKATA - 700 001

Phone No. (033) 22483236

Email: info@tyroontea.com,Website : www.tyroontea.com

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2025

(Rs. in Lacs)

Sl. No	Particulars	Quarter ended 31.12.2025 Unaudited	Quarter ended 30.09.2025 Unaudited	Quarter ended 31.12.2024 Unaudited	Nine Months ended 31.12.2025 Unaudited	Nine Months ended 31.12.2024 Unaudited	Year ended 31.03.2024 Audited
1	Income from Operations (Net)	1,383.75	1,399.09	1,405.37	3,473.61	3,950.66	4,357.66
2	Profit / (Loss) before tax and exceptional Items	4.39	327.42	161.79	340.05	1,012.75	372.28
3	Exceptional Income / (Expenses)	7.00	-	-	7.00	-	-
4	Profit / (Loss) before tax and after exceptional Items	11.39	327.42	161.79	347.05	1,012.75	372.28
5	Net Profit / (Loss) after Tax	11.39	327.42	156.98	347.05	1,007.94	330.79
6	Total Comprehensive Income/(Expenses) for the period [Comprising Profit /(Loss) and other Comprehensive Income / (expenses) for the period]	15.91	327.44	153.48	358.71	1,051.19	349.04
7	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/-each)	351.20	351.20	351.20	351.20	351.20	351.20
8	Reserve (Excluding Revaluation Reserve as shown in balance sheet of Previous year)	-	-	-	-	-	3,770.15
9	Earning per Equity Share - EPS (of Rs. 10/- Each) (not annualised) Basic and Diluted (Rs.)	0.33	9.62	4.61	10.20	29.63	9.72

Note:
1 The above unaudited Finacial Result have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 13th February, 2026. The Statutory Auditor of the Company have carried out a limited review of the same.
2 The above is an extract of the detailed format of Quarter and nine months ended 31st December, 2025. Financial Results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirement) Regulation, 2015 as amended from time to time.The full format of the Quartely and nine months ended Financial Results are available on the stock exchanges website www.bseindia.com and on the Company's Website www.tyroontea.com

For and on behalf of Board of Director
Tyroon Tea Company Limited
(Anuradha Jalan)
Chairman
DIN :09059592

Place: Kolkata
Date : 13th February, 2026

মায়াপুর ইসকন মন্দিরে শুরু হয়েছে দোল উৎসব ২০২৬

পুলক চক্রবর্তী, মায়াপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫৪০ তম শুভ আবির্ভাব

উপলক্ষ্যে ৩১ জানুয়ারি শনিবার ২০২৬ থেকে ৫ মার্চ, বৃহস্পতিবার ২০২৬ এই ৩৪ দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিশ্ব বৈষ্ণব সম্মেলন, নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা (৭২কি. মি,) বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ, নৌকা বিহার, বিভিন্ন ভাষায় ভাগবত পাঠ, সেমিনার, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ভক্তবৃন্দের দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় ভজন কীর্তন, মনমুগ্ধকর নাটক, সঙ্গীত, দৃষ্টিনন্দন প্রদর্শনী, গঙ্গা পুজো, গৌড় নিতাই ও রাধা মাধবকে নিয়ে বর্ণাঢ্য সংকীর্তন শোভাযাত্রা সহকারে মন্দির চত্বর পরিক্রমা ও বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রসিক গৌরাঙ্গ দাসজনসংযোগ আধিকারিক, ইসকন, মায়াপুর বলেন-জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্যই প্রবেশাধিকার অবাধ। মায়াপুর মন্দির চত্বর ফুল ও আলো আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়েছে। সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। বিভিন্ন দেশের প্রায় ৫০০০ বিদেশী ভক্ত এই উৎসবে উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা। ১৫০০০ ভক্তবৃন্দ নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করবেন। কৃষ্ণ নাম এবং কৃষ্ণ প্রেমে মায়াপুর এখন মুখরিত। দেশ বিদেশের লক্ষাধিক ভক্ত সমাগমে মায়াপুর এখন পরিণত হয়েছে মিনি ওয়ার্ল্ডে। যাত্রীদের নিরাপত্তার দিকে যথেষ্ট নজর রাখা হয়েছে। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী ও ভিড় করেছেন মায়াপুরে। ৩ মার্চ মঙ্গলবার ২০২৬ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিনটি যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হবে। ওইদিন বসন্ত উৎসব, দোল পূর্ণিমা। সর্বত্র রং এবং আবিরের ছড়াছড়ি। কিন্তু ইসকন মন্দিরে রং এবং আবিরের খেলা হয় না। বাহ্যিক রং এ না রাঙিয়ে কৃষ্ণ পুরাণে রঞ্জিত হওয়ার জন্য সারাদিনব্যাপী চলে সাধনা। সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব সময়ে দেওয়া হবে পুষ্পাঞ্জলি এবং প্রার্থনা করা হবে বিশ্ব শান্তি ও বিশ্ব কল্যাণের জন্য। ১৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার ২০২৬ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি বুধবার ২০২৬ পর্যন্ত চলবে কীর্তন মেলা। ১৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ২০২৬ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি বুধবার ২০২৬ এই সাত দিনব্যাপী চলবে নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা। ২৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার ২০২৬ বাবলা শান্তিপুর মাধবেন্দ্র প্রভুপাদের স্মরণ উৎসব পালন করা হবে।

আবর্জনা থেকে তৈরি হবে জৈব সার, কোটি টাকার প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদার কালীমন্দির স্থিত এলাকায় বেশ কয়েক বছর ধরে ফেলা হয় আবর্জনা। দীর্ঘদিন ধরে মানুষের দাবি ছিল, এই জায়গা থেকে আবর্জনা সরিয়ে অন্যত্র ফেলতে হবে। বারংবার প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে জানিয়েও সুরাহা মেলেনি। একইভাবে যখন-তখন আগুন লাগিয়ে দিলেও অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন সাধারণ মানুষ থেকে সাধারণ পথযাত্রীরা। তবে এবার দীর্ঘদিনের সেই সমস্যার সমাধান ঘটিয়েছে পঞ্চায়েত প্রশাসন। নারায়ণগড় পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় বেলদা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসনের উদ্যোগে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। আগামীদিনে বিভিন্ন জৈব বর্জ্য থেকে তৈরি হবে ভার্মি কম্পোস্ট। একইভাবে অপচনশীল প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেগুলি থেকে তৈরি হবে অন্য কোনও জিনিস। বেলদার প্রায় ৩০ হাজার মানুষের প্রতিদিনের উচ্ছিষ্ট বর্জ্যকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবার নতুন পরিকল্পনা নিয়েছে প্রশাসন।

আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি এই প্রকল্পের উদ্বোধন হতে চলেছে। পঞ্চায়েত প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রথমে আবর্জনা এনে বিশেষ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তা আলাদা করা হবে। এরপর জৈব বর্জ্য পদার্থ থেকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জৈব সার তৈরি করা হবে। এই জৈব সার স্থানীয় বাজারে বাজারজাত করবে প্রশাসন। একইভাবে কঠিন বর্জ্য অর্থাৎ প্লাস্টিক কিংবা অন্যান্য জিনিস অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে এই প্লাস্টিক থেকেই তৈরি হবে নানা জিনিস। সব মিলিয়ে, নয়া প্রকল্পে আবর্জনা থেকে মুক্তি পেতে চলেছে বেলদাবাসী। এছাড়াও এই বর্জ্য থেকেই আগামীতে পঞ্চায়েত প্রশাসনেরও লাভ হবে। তাই সব দিক থেকেই এই অত্যাধুনিক কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে বেলদার মানুষের প্রভূত উপকার হবে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, পরবর্তীতে অন্যান্য পঞ্চায়েত এলাকা থেকেও বৃহৎ আকারে এই জায়গায় জৈব সার উৎপাদন করা হবে।

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর/ইএনজিজি./০৪ অব ২০২৬, তারিখঃ ১১-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/I/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে আরইউবিতে কভার শেড, গার্ড ওয়াল, সাম্প, অ্যাপ্রোচ রোড এবং ড্রেন নির্মাণ-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ১৩,২৩,০৩,১৪৯.৭৭ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৮,১১,৫০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ৪বিএন/ আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়িতে ড্রেন ১৫০০ মিটার (১ মিটার গভীরতা)-এর নির্মাণ, আরও প্ল্যান্টের জন্য একটি রুম নির্মাণ, টয়লেট এবং বাথরুম (সম্পূর্ণ সজ্জিত) সাথে আরপিএসএফ জিও-এর মেসে ০১ টি স্যুট এবং ২ টি রুম নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,২১,৪৫,১১০.৫৩ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,১০,৭০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** কার্সিয়ং-মহানদী-ডিএইচআর-কার্সিয়ং-মহানদীতে অফিস-কাম-ব্যারাক নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,১১,৩১,২৯১.৮৭ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,৫৫,৭০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১১-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১১-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১১-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ভ্রম সংশোধন

গত ২৭ জুলাই ২০২৫ তারিখে দুরন্ত বার্তা পত্রিকায় ৭নং পৃষ্ঠায় যে সংকল্প সুরেকা ও শাশ্বত সুরেকা যে বিজ্ঞপ্তি ছিল তার ২২ নম্বর লাইনে D.S.R এর পরিবর্তে A.D.S.R হবে।

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO: NICT-35/APAS/BDO/2025-26 (2nd call)
E tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents upto **03.00 PM of 23.02.2026** under APAS 2025-26. For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.
Sd/- Block Development officer
Joypur Development Block

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER
The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-62/2025-26 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 04(Four) nos. works/Schemes under 15 th CFC Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from 12.02.2026 up to 19.02.2026 16.00 P.M. Bid submission starting from 12.02.2026 up to 19.02.2026 at 16.00 PM. And Opening on 21.02.2026 at 16:05 P.M. For details please visit website.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT
ELIPUR , HARIPAL , HOOGHLY , PIN – 712706
NOTICE INVITING E-TENDER
MEMO NO: 29/SEGP/2026 **Date:- 13.02.2026**
On behalf of Prodhan Sripatipur Elipur Gram Panchayat Office On line E-tender Invited from bonafide, resourceful reputed and experience contractor for total 07(Seven) Nos. different works. Date of Publishing 13.02.2026 at 18:00 pm. Date of Sale of Tender Form 13/02/2026 18:00 pm to 23/02/2026 18:00 pm. Date of dropping of Sealed Tender Form up to 23/02/2026 (up to 18.00 Hrs). Date of Opening of Bid on 24/02/2026 at 12:00 pm. For details please visit office of the undersigned on any working days or website **https://wbtenders.gov.**
Sd/- Prodhan
SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT

PANCHPARA GRAM PANCHAYAT
Panchpara, Radhadasi, Sankrail, Howrah-711317
NOTICE INVITING E-TENDER
E-TENDER NOTICE ARE INVITED VIDE NIT NO- **832/PGP/15THCFC/2025-26 AND 833/PGP/15THCFC/2025-26**.BID SUBMISSION START DATE:-11/02/2026 AT 10:00 Hrs. BID SUBMISSION CLOSING : 18.02.2026 15:00Hrs. BID OPENING DATE : 20.02.2026 15:00 HRS PLEASE LOOK FOR DETAILS **www.wbtenders.gov.in** & UNDERSIGNED GP OFFICE.
SD/-.PRADHAN
PANCHPARA GRAM PANCHAYAT.

Executive Officer
Balarampur Panchayat Samity
At-Balarampur, P.O.- Rangadih, Dist.- Purulia, Pin - 723143 (W.B.)
NOTICE INVITING 04 NO E-TENDER No WB/EO/BLR/PS/NIet-12/2025-26 [2nd Call], Dated-10.02.2026
E- Tender are invited by the undersigned from the bonafied contractor for 04 nos. construction work under Balarampur Development Block. Period for downloading of bid documents **11.02.2026 from 10.00 A.M. up to 18.02.2026 to 6.00 P.M**. and the time & date of opening of technical bid on **23.02.2026 at 11 A.M**. The Financial bid to be notified. For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the last date for submission of bid documents.
Yours faithfully
Executive Officer
Balarampur Panchayat Samity

OFFICE OF THE
LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT
UNDER HURA PANCHAYAT SAMITY
P.O. – LAKHANPUR, P.S. – HURA, DIST – PURULIA (W.B.), PIN – 723104
E-Tender No: WBPUR/HURA/PRADHAN LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT/(CFC)/NIT(e)-12/2025-26
E-tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of Installation of solar submersible pump. Last date of Submission of Bid (Online) 20/02/2026 at 6.55 PM. Bid Opening Date(online) 23/02/2026 at 11.00 AM. For details please visit website www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

Office of the
PARBATIPUR GRAM PANCHAYAT
UTTAR JHAPORDAH, DOMJUR, HOWRAH
Email ID: - parbatipurgp11@gmail.com & parbatipurgrampanchayat@gmail.com
ph. No. (033) 2670-4004
PARBATIPUR GRAM PANCHAYAT UNDER DOMJUR PANCHAYAT SAMITY INVITES E TENDER VIDE E NIT -PGP/15 FC/312/2025-26 DATED 10/02/2026 (4 NOS OF WORKS) BID SUBMISSION IS STARTED & SUBMISSION OF LAST OR END DATE 18/02/2026 UPTO 09.00 a.m., BID OPENING DATE 20/02/2026, FOR MORE DETAILS PLEASE VISIT **https://tenders.wb.gov.in/.** TENDER ID-2026_ZPHD_5011963_1,2,3,4 DATED 10/01/2026
Sd/-
Pradhan
Parbatipur Gram Panchayat

ন্যায্য দাম না পেয়ে দিশেহারা আলু চাষীরা, সংকটে পূর্বস্থলীর ধিতপুর

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের কালেখাতলা এক পঞ্চায়েতের ধিতপুর এলাকায় এবার চরম সংকটে পড়েছেন আলু চাষীরা। মাঠে ইতিমধ্যেই আলু উঠতে শুরু করেছে, কিন্তু বাজারে ন্যায্য দাম না পেয়ে গভীর হতাশায় ভুগছেন তাঁরা। দিন দিন সারের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে, চাষের অন্যান্য খরচও বেড়েই চলেছে-কিন্তু সেই অনুপাতে বাড়ছে না আলুর দাম। ফলে চাষীদের মাথায় হাত পড়েছে। স্থানীয় চাষীদের দাবি, বর্তমানে প্রতি বস্তা আলুর দাম বাজারে ২২০ থেকে ২৪০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। অথচ এক বিঘে জমিতে আলু চাষ করতে মোট খরচ পড়ে প্রায় ২৭ থেকে ২৮ হাজার টাকা। শুধু সার কিনতেই খরচ হচ্ছে প্রায় ২২০০ টাকা। এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে বীজ, কীটনাশক, শ্রমিক মজুরি, সেচ ও পরিবহণ খরচ। সব মিলিয়ে বিপুল ব্যয়ের বোঝা বইতে হচ্ছে কৃষকদের। ফলন ভালো হলেও সঠিক দাম না পাওয়ায় সেই লাভের মুখ আর দেখা হচ্ছে না। চাষীদের কথায়, গত বছর আলুর দাম তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল, ফলে কিছুটা হলেও লাভের মুখ দেখেছিলেন তাঁরা। কিন্তু এবছর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো। উৎপাদন খরচ বেড়েছে কয়েকগুণ, অথচ বাজারদর তলানিতে। অনেকেই বলছেন, এই দামে আলু বিক্রি করলে চাষের খরচই উঠবে না, লাভ তো দূরের কথা। ফলে ঋণের বোঝা আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা করছেন তাঁরা। ধিতপুর এলাকার বহু পরিবারই আলু চাষের ওপর নির্ভরশীল।

এই ফসল থেকেই সারা বছরের সংসার চালানোর আশা করেন তাঁরা। কিন্তু এবারের বাজার পরিস্থিতি তাঁদের চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। হতাশ কৃষকদের বক্তব্য, যদি দ্রুত ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত না করা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আলু চাষ থেকে সরে আসার কথাও ভাবতে বাধ্য হবেন অনেকেই। চাষীদের দাবি, প্রশাসনের তরফে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে আলুর ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে হবে। না হলে এভাবে লোকসান গুনতে গুনতে একসময় কৃষক সমাজ আরও বড় সঙ্কটের মুখে পড়বে- এমন আশঙ্কাই ঘুরপাক খাচ্ছে পূর্বস্থলীর মাঠে।

E-TENDER NOTICE
Labpur Development Block
Labpur, Birbhum
NIeT No: 03/BDO/2025-26
E-Tenders are invited for 1 no Civil work. Bid submission start-13/02/2026. Ends-27/02/2026. For more details, please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/- Block Development Officer
Labpur Development Block

KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT
KHARUBERIA,SHYAMPUR, HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER
Notice Inviting e-Tender No.**WB/HOW/KGP/NIET-14/25-26** of The KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT,KHARUBERIA, SHYAMPUR, HOWRAH invites e-tender for the 9(Nine) different works.Bid Submission closing date (online)19/02/2026 at 10:30 A.M. Bid opening date for Technical Proposals(online) 23/02/2026 at 11:30 A.M. For details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan
Kharuberia Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER
NIT NO - 106/Maji/15thCFC/UNTied/2026, 107/Maji/15thCFC/UNTied/2026, 108/Maji/15thCFC/UNTied/2026, 109/Maji/15thCFC/Tied/2026, Date- 13/02/2026 E-tender invited by the Prodhan of Majida Gram Panchayat, Lakshmipur, Purba Bardhaman. The last date of the tender dropping **21/02/2026 up to 11:00 AM**, For more details, Please visit the Panchayat office or go to **www.wbtenders.gov.in**

তিস্তা নদীতে গাড়ি উল্টে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ডুয়ার্স থেকে সিকিমের দিকে যাওয়ার পথে একটি গাড়ি ১০ নম্বর জাতীয় সা।কের ২৯ মাইল এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিস্তা নদীতে পড়ে যায়। শুক্রবার ভোরে ঘটা এই দুর্ঘটনায় দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এবং আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার ভোর ৪টে থেকে ৫টার মধ্যে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে ২৯ মাইল এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। দ্রুতগতিতে থাকা গাড়িটি একটি বাঁকে চালকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে ছিটকে পাহাড়ের নিচে তিস্তা নদীতে পড়ে যায়। নদীতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িটি ডুবতে শুরু করে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, গাড়িটিতে মোট চারজন সওয়ার ছিলেন। দুর্ঘটনায় দুজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। পুলিশ বাকি দুজনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেছে, বর্তমানে সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। দুর্ঘটনার জেরে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে কিছু সময়ের জন্য যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল, যা পুলিশ গিয়ে স্বাভাবিক করে। মৃতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি পুলিশ তাঁদের শনাক্তকরণের চেষ্টা চালাচ্ছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

GOPALNAGAR GRAM PANCHAYAT
Gopalnagar (Hattala)
P.O:-Dewanbheri, Dist:-Hooghly
Email ID:-gopalnagoregp@yahoo.co.in
NOTICE INVITING e-TENDER: GGP/23/26, Date: 13/02/2026
The Prodhan Gopalnagar Gram Panchayat, invites e-Tender Only from Bonafide, resourceful Contractors/Suppliers having Credentials (in the form of work order, work completion certificates and payment certificates) of executing of 6 (Six) different works. Source of Fund: 15 th F.C. Untied. Last date of Bid Submission (online): 20.02.2026 at 11.30 A.M. Date of Opening of Bid(Online): 23.02.2026 11.30 A.M. For further details please visit website **https://wbtenders.gov.in**. or visit office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Gopalnagar Gram Panchayat

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice
Memo No.: 651/WS/SD **Dated-13/02/2026**
E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT7/2e/26 and Tender Id No-2026_MAD_1006061_1 to 4** for Supply & Installation of 17.5 H.P.S.M. pump set & Supply 300 mm pipe & etc. at different areas under 15th F.C Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **26/02/2026 at 11:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website-**https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

নরবেন টি এণ্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড

CIN : L01132WB1990PLC048991
রেজি. অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণী, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ ২২১০-০৫৫৩, ফ্যাক্সঃ ৯১- ৩৩-২২১০-০৫৪১
ই-মেলঃ enquiry@norbentea.com ওয়েবসাইটঃ www.norbentea.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের একটি উদ্ধৃতি (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৫ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ থেকে তারিখ ৩১.১২.২৫ (অনিরীক্ষিত)	সমতুল্য ৩ মাস শেষে পূর্ব বর্ষে ৩১.১২.২৪ (অনিরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয়	৩০১.৮৩	৬৬৪.০৯	২০১.৫৮
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম)	৯.৪৭	৪৯.১৭	(১৪.৬৬)
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / বা অসাধারন আইটেমের পরে)	৯.৪৭	৪৯.১৭	(১৪.৬৬)
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ (কর পরে, ব্যতিক্রমী পরে এবং / অথবা অসাধারন আইটেম)	৯.৪৭	৪৯.১৭	(১৪.৬৬)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)	৯.৪৭	৪৯.১৭	(১৪.৬৬)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০টাকা ফেস ভ্যালু)	১,৫৫৪.৪১	১,৫৫৪.৪১	১,১৭৫.০০
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (Ind AS অনুসারে)			
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের)			
	ক) মূল	০.০৬	০.৩২	(০.১২)
	খ) মিশ্র	০.০৬	০.৩২	(০.১২)

দ্রষ্টব্যঃ
ক) উপরোক্তটি SEBI (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটঃ www.bseindia.com./ www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট http://norbentea.com/pdf/sqfr_dec_2025.pdf-এ পাওয়া যাবে।
খ) উপরোক্ত অনিরীক্ষিত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখের ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের সীমিত পর্যালোচনাটি সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।

তারিখঃ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বা /-
(মনোজ কুমার দাগা)
চেয়ারম্যান
DIN:00123386

TIRRIHANNAH COMPANY LIMITED
CIN No : L6599WB1908PLC1838
Regd. Office : 5, Kiran Shankar Roy Road, Kolkata-700 001
Phone: 033-22487093,23430875/40056005 **Email Id:** tirrihannah.co@gmail.com, **Website:** www.tirrihannah.co.in

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED DECEMBER 31, 2025
(RS IN LAKHS)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended 31.12.2025 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2025 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2025 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)
1	Total income from operations (net)	499.72	396.66	373.92	1162.04	942.24	1697.34
2	Net Profit/ (Loss) for the quarter/year"(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)"	56.58	-164.16	47.98	-200.08	-116.56	24.19
3	"Net Profit/(Loss) for the quarter/year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	56.58	-164.16	47.98	-200.08	-116.56	24.19
4	"Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	56.58	-164.16	47.98	-200.08	-116.56	24.19
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	56.58	-164.16	47.98	-200.08	-116.56	24.19
6	Equity Share Capital	318.69	318.69	318.69	318.69	318.69	318.69
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
	Basic :	1.78	-5.15	1.51	-6.28	-3.66	0.76
	Diluted :	1.78	-5.15	1.51	-6.28	-3.66	0.76

Note:
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites www.tirrihannah.co.in and https://www.cse-india.com

Place : Kolkata
Dated : 13.02.2026

For and on behalf of the Board of Directors
UMESH KANKANI
Whole Time Director
(DIN - 00652561)

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Water Supply), KMC** invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/BPS/HW/M-8/25-26
Name of work : **Supply and installation of LT circuit breakers and cables to feed new starters of new pump motor set at Netaji Nagar Head Works**; Estimated Cost of the Work : ₹ **3,48,626.00**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**.

(2) NIT No. : KMC/WS/BPS/HW/M-10/25-26
Name of work : **Supply and installation of LT circuit breakers and cables to feed new starters of new pump motor set at Naktala Head Works**; Estimated Cost of the Work : ₹ **2,91,272.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(3) NIT No. : KMC/WS/BPS/HW/M-9/25-26
Name of work : **Supply and installation of LT circuit breakers and cables to feed new starters of new pump motor set at Golf Green BPS**; Estimated Cost of the Work : ₹ **3,43,871.00**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Period of completion : **10 Days (For Sl. No. 1 to 3)**; Time and last date of receipt of tender (Online) : **26.02.2026 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; Time and date of opening of tender (Online) : **28.02.2026 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **17.02.2026 - 2 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid form and other details are available in the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3)**.

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/25-26/118
Name of work : **Strengthening of PSC 1600mm dia SS grid opposite DBPL on Taratala Road**; Estimated Amount : ₹ **1,59,034.16**; Earnest Money : ₹ **3,185.00**.

(2) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/25-26/127
Name of work : **Strengthening of 1500mm dia CC grid opposite Vesuvious India Ltd. and another on 900mm dia SS grid opposite Indian Institute of Cerebral Palsy on Taratala Road with other allied works**; Estimated Amount : ₹ **1,78,596.62**; Earnest Money : ₹ **3,600.00**; Period of completion : **07 Days (For Sl. No. 1 & 2)**.

(3) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/25-26/117
Name of work : **Strengthening of 1600mm dia and 900mm dia PSC SS FW pipe line at Jinzira Bazar junction and Webel Human Resource Development Center on Taratala Road**; Estimated Amount : ₹ **1,97,768.00**; Earnest Money : ₹ **3,960.00**.

(4) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/25-26/141
Name of work : **Strengthening of three Nos. PSC leaky portion on 1500mm dia CC grid opposite DBPL gate No. 03 and Vesuvious India Ltd. towards railgate on Taratala Road**; Estimated Amount : ₹ **1,76,700.12**; Earnest Money : ₹ **3,550.00**.

(5) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/25-26/10
Name of work : **Strengthening of 1500mm dia PSC filter water pipe line near Hotel Management Campus gate beside Air Valve on Taratala Road with other allied works**; Estimated Amount : ₹ **2,96,625.00**; Earnest Money : ₹ **5,940.00**; Period of completion : **10 Days (For Sl. No. 3 to 5)**.

(6) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/25-26/132
Name of work : **Strengthening of three Nos. PSC leak at different locations at two Nos. 1500mm dia opposite Deep Bhaban and one No. 1500mm dia near SBI on Taratala Road**; Estimated Amount : ₹ **1,74,785.00**; Earnest Money : ₹ **3,500.00**.

(7) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/25-26/111
Name of work : **Strengthening of four Nos. FW PSC line, One No. 1600mm dia Dimond Beverage, other one No. 1500mm dia Banshi Dhaba Machine end and two Nos. 900mm dia PSC at Modern Food on Taratala Road**; Estimated Amount : ₹ **2,50,878.00**; Earnest Money : ₹ **5,020.00**; Period of completion : **12 Days (For Sl. No. 6 & 7)**.

(8) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/25-26/119
Name of work : **Supply, delivery of spare parts with overhauling of twelve Nos. 3hp submersible pumps for emergency use during shut down related work under GRWW**; Estimated Amount : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **7,684.00**; Period of completion : **20 Days**; Last date and time of receipt / opening of tender (Online) : **23.02.2026 at 2 pm / 25.02.2026 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 8)**.

(9) NIT No. : KMC/EE/WS/GRWW/25-26/PH-II/46
Name of work : **Strengthening of leaky portion of 1500mm X 1200mm dia Y-Connection point on delivery manifold of CWPS-III with other allied works under GRWW**; Estimated Amount : ₹ **2,15,375.00**; Earnest Money : ₹ **4,350.00**; Period of completion : **07 Days**; Last date and time of receipt / opening of tender (Online) : **25.02.2026 at 2 pm / 27.02.2026 at 2 pm**.

(10) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/25-26/126
Name of work : **Strengthening of 900mm dia PSC socket joint by MS cleat on SS line opposite to Century Ply on Taratala Road**; Estimated Amount : ₹ **1,58,402.78**; Earnest Money : ₹ **3,200.00**; Period of completion : **07 Days**; Last date and time of receipt / opening of tender (Online) : **26.02.2026 at 2 pm / 28.02.2026 at 2 pm**; The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 10)**.

(11) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/25-26/eT-47
Name of work : **Cleaning of bell mouth and bar screen at the jetty of RWPS PH-I, PH-II & PH-III under GRWW**; Estimated Amount : ₹ **1,93,877.00**; Earnest Money : ₹ **3,880.00**.

(12) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/25-26/eT-46
Name of work : **Supply and fitting fixing 2 Nos. new bearings against damaged ones at DE & NDE side of pump No. 2 at RWPS-I, GRWW**; Estimated Amount : ₹ **1,91,044.00**; Earnest Money : ₹ **3,830.00**.

(13) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/25-26/eT-43
Name of work : **Checking and cleaning of pump No. 2 & 3 after taking out the top cover and replacement of gland packing of said pumps at RWPS PH-I, GRWW**; Estimated Amount : ₹ **2,05,860.00**; Earnest Money : ₹ **4,120.00**; Period of completion : **01 Days (For Sl. No. 11 to 13)**.

(14) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/25-26/eT-48
Name of work : **Manufacturing, Supply, Fitting and Fixing of 900mm dia delivery pipeline to replace the damaged portion of pump No. 1 at RWPS-II, GRWW**; Estimated Amount : ₹ **2,95,219.00**; Earnest Money : ₹ **5,910.00**; Period of completion : **03 Days**.

(15) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/25-26/eT-49
Name of work : **Supply, Delivery, Testing and Commissioning of 2 Nos. 3 HP capacity submersible pumps for dewatering at RWPS-I under GRWW**; Estimated Amount : ₹ **2,66,860.00**; Earnest Money : ₹ **5,340.00**; Period of completion : **07 Days**.

(16) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/25-26/eT-44
Name of work : **Supply, Fitting Fixing of new components to replace damaged items of rotating assembly of pump No. 6 at RWPS PH-II under GRWW**; Estimated Amount : ₹ **4,84,025.00**; Earnest Money : ₹ **9,690.00**; Period of completion : **10 Days**.

(17) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/25-26/eT-45
Name of work : **Supply & Installation of new dismantling joint in the delivery pipeline of pump No. 3 at RWPS PH-II of GRWW**; Estimated Amount : ₹ **1,76,931.00**; Earnest Money : ₹ **3,540.00**; Period of completion : **15 Days**; Last date and time of receipt / opening of tender (Online) : **26.02.2026 at 2 pm / 28.02.2026 at 2 pm (For Sl. No. 11 to 17)**; The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 11 to 17)**.

The **Executive Engineer (Water Supply), West, KMC** invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/PG_67/T-53/25-26
Name of work : **M.S. Jacketing at the damaged portion of existing 900mm dia C.I. filtered water dadicated main near the Bijon Setu in Ward No. 67**; Estimated Amount : ₹ **2,68,015.00**; Earnest Money : ₹ **5,365.00**; Period of completion : **08 Days**.

(2) NIT No. : KMC/WS/PG_66/T-45/25-26
Name of work : **Restoration of F.W. supply by repairing of leaks to maintain normal pressure of water of 100mm, 150mm & 200mm dia mains near 46/14 C.N. Roy Rd., 4K Topsia 1st Ln., 3/30B/1 Sapgachi 2nd Ln. etc. in Ward No. 66**; Estimated Amount : ₹ **2,98,670.00**; Earnest Money : ₹ **5,975.00**; Period of completion : **14 Days**; Last date of receipt / opening of tender (Online) : **27.02.2026 at 1 pm / 02.03.2026 at 1 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in, https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

CORRIGENDUM

NIT No. : XI/113/077/2025-26/R published in this Newspaper on **03.02.2026 (Key No. : 2133/25-26)** of **Engineering (Civil), Br.-XI Department (For Sl. No. 1)**; Last date and time of submission of bid will be read as **17.02.2026** instead of 11.02.2026 - 12 Noon; Date and time of opening of bid will be read as **19.02.2026** instead of 13.02.2026 - 12 Noon.

(1) NIT No. : APAS/112/152/234/02/024/25-26, (2) NIT No. : APAS/112/152/238/02/006/25-26 published in this Newspaper on **03.02.2026 (Key No. : 2133/25-26)** of **Engineering (Civil), Br.-XI Department (Sl. No. 3 & 4)**; Last date and time of submission of bid will be read as **17.02.2026 upto 5 pm** instead of 10.02.2026 upto 5 pm **(For Sl. No. 1 & 2)**; Date and time of opening of bid will be read as **19.02.2026 at 5 pm** instead of 12.02.2026 at 5 pm **(For Sl. No. 1 & 2)**; All other criteria remaining same.

NIT No. : KMC/EE-III/35/52/25-26/UTTARAN published in this Newspaper on **28.01.2026 (Key No. : 2070/25-26)** of **Engineering (Civil), Br.-III Department (Sl. No. 1)**; Last date and time of submission of bid will be read as **18.02.2026 at 5 pm** inplace of 03.02.2026 at 5 pm; Date and time of opening of tender will be **20.02.2026 after 5 pm** inplace of 05.02.2026 after 5 pm; All other entries shall remain unchanged. **2240/25-26**

বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আইপিএলের নির্ঘণ্ট প্রকাশে বিলম্ব!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ আইপিএল শুরু হওয়ার আর দেড় মাসও বাকি নেই। সম্ভাব্য সূচি ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে। তবু এখনও প্রকাশ্যে আসেনি পূর্ণাঙ্গ নির্ঘণ্ট। এই বিলম্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠছিলই। অবশেষে মুখ খুলল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বিসিসিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনই মূল বাধা। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু এবং অসমে ভোটের সম্ভাব্য সূচি আইপিএলের ম্যাচের তারিখের সঙ্গে সংঘাত তৈরি করতে পারে। যা ঘনিয়ে তুলবে নিরাপত্তা ব্যবস্থার জটিলতাও। ফলে চূড়ান্ত সূচির ঘোষণা আটকে রয়েছে। বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, ভোট ও গণনার দিনগুলিতে রাজ্য পুলিশ ময়দানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে পারবে না। সেক্ষেত্রে ভেন্যু বদলাতে হবে। আর এক-দুটি ম্যাচ নয়- দরকারে পুরো দলের হোম-অ্যাওয়ে সূচি নতুন করে সাজাতে হতে পারে। বিশেষ করে কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং চেন্নাই সুপার কিংসের খেলা

নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ইডেন গার্ডেন্স না পেলে সাধারণত গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে ম্যাচ সরানো হবে। কিন্তু অসমেও ভোট থাকলে সেই পথ বন্ধ। সূত্রের খবর, বিকল্প হিসেবে কটকের বারাবাটি স্টেডিয়াম নিয়ে ওড়িশা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। সমস্যা রয়েছে মরুশহরেও। রাজস্থান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে টানাপড়েনের জেরে রাজস্থান রয়্যালসকে নতুন হোম ভেন্যু খুঁজতে হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কথাবার্তা এগিয়েছে। পুণের এমসিএ স্টেডিয়াম সম্ভাব্য বিকল্প হতে পারে। এমত পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট ভেন্যু চূড়ান্ত না হলে সূচি প্রকাশ কঠিন। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে টি-২০ বিশ্বকাপ। দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই, চেন্নাই, আমদাবাদ- পাঁচটি আইপিএল ভেন্যুই এই মুহূর্তে ম্যাচ আয়োজন করছে। বিশ্বকাপ শেষের পর মাঠ হস্তান্তর, পিচ প্রস্তুতি, সম্প্রচার সংক্রান্ত কাজ-সব মিলিয়ে সময় লাগবে। বোর্ড সূত্রে ইঙ্গিত, প্রয়োজনে দুই দফায় সূচি প্রকাশ করা হতে পারে। প্রথমে প্রাথমিক পর্ব, পরে বাকি ম্যাচ। উল্লেখ্য, গত মরশুমে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু প্রথমবার শিরোপা জিতেছিল আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। ফলে আগ্রহ এবার আরও বেশি। সব মিলিয়ে দেরি অস্বাভাবিক নয়, বক্তব্য বোর্ডের। তবে সমর্থকদের অপেক্ষাও বাড়ছে। ভোটের ক্যালেন্ডার চূড়ান্ত হলে বহুল প্রতীক্ষিত নির্ঘণ্ট প্রাকশ্যে আসে কিনা-এখন সেটাই দেখার।

হোটেলের বিল মেটানোর টাকা নেই!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় পাকিস্তান হকি দল

সংবাদ সংস্থা, ক্যানবেরাঃ পাকিস্তানের পুরুষ হকি দল অস্ট্রেলিয়ায় এফআইএইচ প্রো লিগের দ্বিতীয় লেগ খেলতে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে পৌঁছেই তাদের মুখোমুখি হতে হয় এক অভূতপূর্ব অপমানের। পৌঁছেই তারা জানতে পারেন চার তারা হোটেলে বুক করা রুমগুলো বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, কারণ পাকিস্তান হকি ফেডারেশন (পিএইচএফ) হোটেলের বিল মেটাতে পারেনি। ফলে খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা বিমানবন্দর থেকে নেমেই রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন। এই ঘটনা পাকিস্তানের খেলাধুলার ব্যবস্থাপনার গভীর সংকটকে আরও একবার সামনে এনে দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত সপ্তাহে। দলটি হোবার্টে প্রো লিগের ম্যাচ খেলার জন্য অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছিল। ক্যানবেরায় তাদের ট্রানজিট বা সাময়িক থাকার জন্য চার তারা হোটেলে রুম বুক করা হয়েছিল। পাকিস্তান স্পোর্টস বোর্ড (পিএসবি) এবং পিএইচএফ-এর পক্ষ থেকে খেলোয়াড়দের আগেই জানানো হয়েছিল যে সব বিল অগ্রিম পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু ক্যানবেরায় পৌঁছে হোটেলে গিয়ে তারা জানতে পারেন, কোনো বুকিং নেই। হোটেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিল না পাওয়ায় রিজার্ভেশন বাতিল করা হয়েছে। দলের প্রধান কোচ তাহির জামান দেশে ফিরে থাকা পিএইচএফ ও পিএসবি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। সময়ের পার্থক্যের কারণে তাৎক্ষণিক সাড়া মেলেনি। ফলে খেলোয়াড়রা বিমানবন্দরের বাইরে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেন। কয়েক ঘণ্টা পর অনেক কষ্টে কিছু রুমের ব্যবস্থা হয়, তাও দুই-তিনজন করে এক রুমে ভাগ করে থাকতে হয়। এই অবস্থায় খেলোয়াড়দের মানসিক চাপ বাড়তে থাকে, কারণ তারা ইতিমধ্যেই প্রো লিগে জয়হীন অবস্থায় রয়েছে। পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের আর্থিক সংকট নতুন কিছু নয়। গত কয়েক বছর ধরে খেলোয়াড়দের বকেয়া ভাতা, টুর্নামেন্টের খরচ, এমনকি প্রশিক্ষণের সরঞ্জামের টাকা ঠিকমতো দেওয়া হয় না। এর আগেও মালয়েশিয়ায় এফআইএইচ নেশনস কাপে দলের খেলোয়াড়রা ১০ দিন ধরে কোনো ভাতা পাননি। অস্ট্রেলিয়া সফরের আগেও সিডনিতে লেওভারের সময় ১২ ঘণ্টা অসুবিধার মধ্যে কাটাতে হয়েছে। এবার ক্যানবেরায় হোটেল বিল না মেটানোয় পুরো ঘটনা আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। পাকিস্তানের জাতীয় খেলা হকি একসময় বিশ্বে সোনালি যুগ পার করেছে। ১৯৬০, ১৯৬৮, ১৯৮৪ সালে অলিম্পিক সোনা, চারবার বিশ্বকাপ জয় এসবই পাকিস্তান হকির গৌরব। কিন্তু গত দুই দশকে ব্যবস্থাপনার অব্যবস্থা, দুর্নীতি ও আর্থিক সংকটে খেলাটি ধ্বংসের মুখে। খেলোয়াড়রা প্রায়ই বকেয়া ভাতার জন্য আন্দোলন করেন, টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়েন। এবারের ঘটনা সেই সংকটের আরেক প্রকাশ।পিএইচএফ-এর পক্ষ থেকে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা আসেনি। কিন্তু সূত্রের খবর, ফেডারেশনের কাছে পর্যাপ্ত তহবিল নেই। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব খেলাধুলাতেও পড়েছে। দেশের অন্যান্য খেলায়ও একই অবস্থা। ক্রিকেট ছাড়া অন্য খেলাগুলো প্রায় অবহেলিত।

ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে শুরু আইএসএল!

‘আমি চাপ নিয়েই চলতে ভালবাসি’

প্রথম ম্যাচের আগেই হুঙ্কার লোবেরার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ অপেক্ষার অবসান! শনিবার থেকে শুরু হতে চলেছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। আইএসএলের প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। প্রথম ম্যাচ মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বিরুদ্ধে খেলতে নামবে কেরালা ব্লাস্টার। শুক্রবার মোহনবাগানের আইএসএলের প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সবুজ মেরুন দলের নতুন কোচ সার্জিও লোবেরা এবং দিমিত্রি পেত্রাতোস। মোহনবাগানের হেড কোচ তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ‘‘আমরা অনেক দিন ধরে অনুশীলন করেছি কিন্তু ফাইনালি আমাদের মাঠে গিয়ে প্রমান করতে হবে। মোহনবাগান বড় দল এই দলের প্রতি অনেক সমর্থকদের চাপ থাকবে। আমি সম্মানিত এই দলের কোচ হতে পেরে। কেরালা ব্লাস্টার প্রায় নতুন তারা নতুন প্লেয়ার সই করিয়েছে। আমাদের ফোকাস সব দলকে নিয়ে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আগামীকালের ম্যাচ নিয়ে।’ তিনি আরো বলেন ‘‘আমাদের লক্ষ লিগের শীর্ষে থাকা তবেই প্রমান হবে আমরা সেরা দল। প্লে অফ হবে না এই সব নিয়ে ভাবছি না। আমরা সমর্থকদের জন্য আশা করব আগামীকাল স্টেডিয়াম ভরিয়ে তুলবেন তারা মাঠে এসে আনন্দ পাবেন। আমি চাপ নিয়ে চলতে ভালোবাসি। আমি জানি আমি চ্যাম্পিয়ন দলের দায়িত্ব নিয়েছি। আমরা চেষ্টা করব পয়েন্টেস টেবিলের শীর্ষে থাকা। আগামীকাল ভালো খেলা হবে।’’ দিমিত্রি তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন ‘‘লবেরা এসে আমাদের দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। আমরা চেষ্টা কাল সমর্থকদের জন্য ভালো খেলা উপহার দিতে। আমরা অনেক অনুশীলন করেছি। আমাদের দল যথেষ্ট ভালো। খারাপ খেলা ভালো খেলা জীবনের একটা অংশ।’’ সবাই জানে ১৪ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ‘ভ্যালেন্টাইনস ডে’ সেই হিসেবে দিমিত্রি জানান আগামীকাল খুব ভালো দিন আশা করব বন্ধু এবং পরিবারকে নিয়ে আমাদের সমর্থন করতে আসুন। ভ্যালেন্টাইনস ডে তে শুরু আইএসএলের প্রথম ম্যাচ। প্রথম ম্যাচ নিয়ে আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে সবুজ মেরুন কোচ সের্জিও লবেরার। শনিবার আইএসএলের প্রথম ম্যাচ জয় তুলতে পারে কি না সেটাই দেখার অপেক্ষা।

এশিয়ার প্রথম প্যারা সাঁতারু হিসেবে কুক প্রণালী পেরলেন সতেন্দ্র লোহিয়া

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ ইতিহাস গড়লেন মধ্যপ্রদেশের সতেন্দ্র সিং লোহিয়া। নিউজিল্যান্ডের কুক প্রণালী পেরিয়ে এশিয়ার প্রথম প্যারা সাঁতারু হিসেবে নজির স্থাপন করলেন তিনি। বিশ্বের অন্যতম কঠিন সমুদ্রপথ বলে পরিচিত এই প্রণালী অতিক্রম করতে লেগেছে ৯ ঘণ্টা ২২ মিনিট। মোট সাঁতরেছেন ২৩.৬ কিলোমিটার। ৩৮ বছরের এই সাঁতারু ভিন্ড জেলার বাসিন্দা। ২০২৪ সালে তিনি পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন। কুক প্রণালী পেরোনোর পর সোশ্যাল মিডিয়ায় সতেন্দ্র লেখেন, ‘বিশ্বের অন্যতম কঠিন সমুদ্রপথ কুক প্রণালী পেরিয়ে আমি গভীরভাবে আবেগাপ্লুত। এশিয়া থেকে প্রথম অন্যথায় সমর্থ সাঁতারু হিসেবে এই সাফল্য আমার কাছে গর্বের।’ মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এই সাফল্যকে ‘দেশ ও রাজ্যের সম্মান’ বলে উল্লেখ করেছেন। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহেই নিউজিল্যান্ডে পৌঁছে যান লোহিয়া। শুরু হয় বরফঠান্ডা জলে নিয়মিত অনুশীলন। কুক প্রণালীর স্রোত প্রবল, আবহাওয়া অনিশ্চিত, সমুদ্রের তাপমাত্রা কম। সব মিলিয়ে বিশ্বের অন্যতম চ্যালেঞ্জিং ওপেন ওয়াটার রুট হিসেবে বিবেচিত। এই কঠিন লড়াইয়ে তাঁর সঙ্গে ছিল একটি সাপোর্ট টিম। যার সুবাদে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্যপূরণ করে ইতিহাস গড়েন তিনি। ছেলেবেলায় ডায়রিয়ার সঠিক চিকিৎসা না হওয়ায় তাঁর দুই পা অক্ষম হয়ে যায়। কিন্তু থেমে থাকেননি সতেন্দ্র। ২০১৭ সালে ওপেন ওয়াটার সি সুইমিং শুরু করেন। ২০১৮ সালে ভারতীয় প্যারা সাঁতারু দলের সঙ্গে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম। ৩৪ কিলোমিটার দূরত্ব পেরতে সময় লেগেছিল ১২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট। জাতীয় স্তরে ১১টি প্যারা সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়ে জিতেছেন ২৩টি পদক-চারটি সোনা, বারোটি রুপো ও সাতটি ব্রোঞ্জ। ২০২২ সালে গুয়াহাটিতে জাতীয় প্যারা সাঁতার প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে সোনা জয়। আন্তর্জাতিক স্তরেও তিনটি প্রতিযোগিতায় একটি সোনা, দুটি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। আর এবার পেরলেন কুক প্রণালী। সমুদ্রের স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে সতেন্দ্র লোহিয়া দেখিয়ে দিলেন অদম্য ইচ্ছাশক্তির সামনে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কোনও বাধা নয়।

ব্রেন্টফোর্ডের মাঠে আর্সেনালের হোঁচট

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ ব্যবধান ৬ পয়েন্ট নিয়ে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করল আর্সেনাল। বিবর্ণ ফুটবল খেলে ব্রেন্টফোর্ডের মাঠে পয়েন্ট হারাল মিকেল আর্তেতার দল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে বৃহস্পতিবার ১-১ গোলে ড্র করেছে আর্সেনাল। দ্বিতীয়ার্ধে ননি মাদুয়েকের গোলে সফরকারীরা এগিয়ে যাওয়ার পর ব্রেন্টফোর্ডকে সমতায় ফিরিয়েছেন কিন লুইস-পটার। প্রায় ৬০ শতাংশ সময় বল দখলে রাখলেও গোলের জন্য কেবল সাতটি শট নিতে পারে আর্সেনাল, এর দুটি ছিল লক্ষ্যে। অন্য দিকে ব্রেন্টফোর্ডের ১১ শটের তিনটি ছিল লক্ষ্যে। ২৬ ম্যাচে ১৭ জয় ও ছয় ড্রয়ে আর্সেনালের পয়েন্ট ৫৭। সমান ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে ম্যানচেস্টার সিটি। ৪০ পয়েন্ট নিয়ে সাতে আছে

ব্রেন্টফোর্ড। প্রতিপক্ষের মাঠে দশম মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় আর্সেনাল। ডেক্লান রাইসের ক্রসে হেড লক্ষ্য রাখতে পারেননি গাব্রিয়েল মাগালিয়াইস। ২২তম মিনিটে ব্রেন্টফোর্ডকে এগিয়ে নেওয়ার দারুণ সুযোগ পান ইগো চিয়াগো। তবে তার হেড চমৎকার দক্ষতায় ব্যর্থ করে দেন আর্সেনাল গোলরক্ষক দাভিদ রায়া। বল দখলে বেশ এগিয়ে থাকলেও গোলের পরিস্কার সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না আর্সেনাল। প্রথমার্ধে কোনো শট লক্ষ্যে রাখতে পারেনি তারা। ৬১তম মিনিটে প্রথম তাদের কোনো চেষ্টা থাকে লক্ষ্যে। পিয়েরো ইনকাপিয়ার চমৎকার ক্রসে দারুণ হেডে জাল খুঁজে নেন মাদুয়েকে। তিন মিনিট পর কর্নার থেকে হেড একটুর জন্য লক্ষ্যে রাখতে পারেননি ব্রেন্টফোর্ডের লুইস-পটার। ৬৭তম মিনিটে প্রতি আক্রমণ থেকে চিয়গোর শট ফের ঠেকিয়ে দেন রায়া। চার মিনিট পর আর পারেননি তিনি। থ্রো-ইন থেকে সেপ ফন ডেন বের্গের ফ্লিকে চমৎকার হেডে জাল খুঁজে নেন লুইস-পটার। সমতা ফিরিয়েই মাঠ ছাড়েন তিনি। ৮৮তম মিনিটে ব্রেন্টফোর্ডকে এগিয়ে নেওয়ার দারুণ সুযোগ হাতছাড়া করেন চিয়াগো। ক্রিস্তিয়ান মসকেরাকে কাটিয়ে এগিয়ে যান তিনি। কিন্তু শট না নিয়ে গতি কমিয়ে দেন চিয়াগো, সেই সুযোগ ফিরে এসে চমৎকার ট্যাকলে বল কেড়ে নেন মসকেরা! যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে গোলরক্ষককে একা পেয়েও বাইরে মারেন চিয়াগো। পরের মিনিটে গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির শট দুর্দান্ত দক্ষতায় হাত বাড়িয়ে কোনোমতে ঠেকান ব্রেন্টফোর্ড গোলরক্ষক। নষ্ট হয় আর্সেনালের সুবর্ণ সুযোগ।

শ্রীনিধি ডেকানে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড

সংবাদ সংস্থা, হায়দরাবাদ, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ গত সিজনটা খুব একটা ইতিবাচক ছিল না শ্রীনিধি ডেকানের। লিগ টেবিলের নবম স্থানে থেকেই শেষ হয়েছিল আইলিগ। যা ব্যাপকভাবে নিরাশ করেছিল সকল সমর্থকদের। দুরন্ত ফুটবল খেলে টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে থাকার পরিকল্পনা থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। আটকে যেতে হয়েছিল একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে। সেইসব দূরে ঠেলে আগত আইলিগে ভালো পারফরম্যান্স করতে বদ্ধপরিকর দেশের অন্যতম শক্তিশালী এই দল। সেজন্য গতবছর ট্রান্সফার উইন্ডো খোলার পর থেকেই সক্রিয়তা দেখাতে শুরু করেছিল আইলিগ এই ফুটবল ক্লাব। যেখানে প্রতিপক্ষ দলগুলিকে টেক্কা দিয়ে একের পর এক ফুটবলারদের দলে টানতে থাকে হায়দরাবাদের এই দল। লালথানখুমা সি দুহভেলা থেকে শুরু করে অভিজিকের মতো ফুটবলাররা আগেই যুক্ত হয়েছেন এই দলে। বলতে গেলে তাঁদের উপস্থিতিতে আগের থেকে অনেকটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এই ফুটবল দল। সেইসাথে দলের একাধিক ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তি বাড়ানোর কথা ও জানানো হয়েছিল তাঁদের তরফে। শেষ কয়েক মাসে সেইমতো একাধিক দাপুটে ফুটবলারদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির কথা জানিয়েছে শ্রীনিধি। এবার আসন্ন আইলিগের আগে এক ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করার কথা ঘোষণা করে ফেলল কার্লোস

ভাজ পিন্টোর এই ফুটবল ক্লাব। তিনি পাওলো সিজার। ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে যথেষ্ট পরিচিত মুখ পাবলো। সদ্য সমাপ্ত বেঙ্গল সুপার লিগ চ্যাম্পিয়ন তথা হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই সেন্টার ফরোয়ার্ড। বলাবাহুল্য, দলকে চ্যাম্পিয়ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই তারকার। টুর্নামেন্ট জুড়ে অনবদ্য প্রদর্শন করেছিলেন তিনি। এছাড়াও আগের আইলিগে স্নো লেপার্ড তথা রিয়াল কাশ্মীর দলের হয়ে প্রায় আটটির কাছাকাছি গোল করে ছিলেন তিনি। সবদিক মাথায় রেখেই এবার তাঁকে দলে টেনেছে শ্রীনিধি। গতবারের হতাশা ভুলে দল আদৌও কতটা ঘুরে দাঁড়াতে পারে এখন সেদিকেই নজর সকলের।

বার্সেলোনার জালে ৪ গোল দিয়ে ফাইনালের পথে আতলেতিকো

হোয়ান গার্সিয়ার হাস্যকর ভুলে শুরুতেই আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়ল বার্সেলোনা। ঘরের মাঠে উজ্জীবিত পারফরম্যান্সে প্রথমার্ধে তাদের জালে আরও তিনবার বল পাঠিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিল আতলেতিকো মাদ্রিদ। বিরতির পর স্কোরলাইনে আর বদল এলো না। দারুণ জয়ে কোপা দেল রের ফাইনালে এক পা দিয়ে রাখল দিয়েগো সিমেওনের দল।

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ মেত্রোপলিতানো স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার রাতে সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে ৪-০ গোলে জিতেছে আতলেতিকো। আয়োজকদের হয়ে একটি করে গোল করেন অঁতোয়ান গ্রিজমান, আদেমোলা লুকমান ও হুলিয়ান আলভারেজ। চোটের কারণে মার্কাস র‍্যাশফোর্ড, রাফিনিয়াসহ কয়েকজন খেলোয়াড়কে এই ম্যাচে পায়নি বার্সেলোনা। শুরু থেকে বার্সেলোনাকে চেপে ধরে আতলেতিকো। তৃতীয় মিনিটেই সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায় তারা। বক্সে ফাঁকায় বল পান জুলিয়ানো সিমেওনে। তবে তার প্রচেষ্টা এগিয়ে এসে পা দিয়ে ব্যর্থ করে দেন গোলরক্ষক গার্সিয়া। দুই মিনিট পরই মারাত্মক ভুলটা করে বসেন তিনি। ডিফেন্ডার এরিক গার্সিয়ার ব্যাকপাসে ছিল না কোনো ঝুঁকি। বক্সে বলের ওপর পা রেখে আটকাতে গিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে বল স্পর্শই করতে পারেননি স্প্যানিশ গোলরক্ষক! ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে বল ফেরানোর চেষ্টা করেন তিনি। এক ডিফেন্ডার বল ফেরালেও আগেই গোললাইন পেরিয়ে যায়। চতুর্দশ মিনিটে আরেক গোল হজম করে আরও পিছিয়ে পড়ে বার্সেলোনা। ডান দিক থেকে নাহুয়েল মোলিনার পাস বক্সে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বাঁ পায়ের কোনাকুনি নিচু শটে জালে পাঠান গ্রিজমান। কোণঠাসা হয়ে থাকা বার্সেলোনা প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ পায় ২০তম মিনিটে, কিন্তু ফের্মিন লোপেসের ভলি ক্রসবারে লাগে। একের পর এক সুযোগ পেতে থাকে আতলেতিকো। ২৩তম মিনিটে হুলিয়ান

আলভারেজের প্রচেষ্টা গোললাইন থেকে ক্লিয়ার করেন ডিফেন্ডার জুল কুন্দে। ৩৩তম মিনিটে স্কোরলাইন ৩-০ করে ফেলে আয়োজকরা। আলভারেজের পাস বক্সে ফাঁকায় পেয়ে নিচু শটে জালে পাঠান সম্প্রতি দলটিতে যোগ দেওয়া লুকমান। আতলেতিকোর জার্সিতে তিন ম্যাচে নাজেরিয়ার এই ফরোয়ার্ডের গোল হলো দুটি। ৩৭তম মিনিটে মার্ক কাসাদোর জায়গায় রবের্ত লেভানডফস্কিকে নামান হান্সি ফ্লিক। ৪১তম মিনিটে ভালো সুযোগ পায় বার্সেলোনা। তবে লোপেসের শট ঠেকান গোলরক্ষক হুয়ান মুসো। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে চতুর্থ গোলের দেখা পায় আতলেতিকো। লুকমানের পাস বক্সের একটু বাইরে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে জোরাল শটে জালে পাঠান আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড আলভারেজ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুটা ভালো করে বার্সেলোনা। ৫২তম মিনিটে লামিনে ইয়ামালের ফ্রি-কিকে লোপেসের শট বক্সে আতলেতিকোর এক খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে, লেভানডফস্কির পা ছুঁয়ে পেয়ে জালে পাঠান পাউ কুবার্সি। কিন্তু আট মিনিট ধরে ভিএআর পরীক্ষা করে দেখার পর অফসাইডের বাঁশি বাজান রেফারি। মাঝে অনেকটা সময় লক্ষ্যে শট নিতে পারেনি কেউ। নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে আরেক ধাক্কা খায় বার্সেলোনা। আতলেতিকোর আলেক্স বায়েনাকে ফাউল করে প্রথমে হলুদ কার্ড দেখেন এরিক গার্সিয়া। পরে মনিটরে দেখে তাকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। পরের মিনিটে সিমেওনেকে দানি ওলমোর ফাউল করাকে কেন্দ্র করে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে দুই দলের কয়েকজন। দুই দলের মোট তিন জনকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। ১০ মিনিট যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে ফেররান তরেসের হেড পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। বাকি সময়ে তেমন কিছু করতে পারেনি তারা। কোপা দেল রের গত আসরেও সেমি-ফাইনালে দেখা হয়েছিল এই দুই দলের। প্রথম লেগে ঘরের মাঠে রোমাঞ্চকর ৪-৪ ড্রয়ের পর, ফিরতি লেগে মেত্রোপলিতানোয় ১-০ ব্যবধানে জিতে ফাইনালে উঠেছিল বার্সেলোনা। পরে রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে তারা উঁচিয়ে ধরেছিল ট্রফি। শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে টিকে থাকতে আগামী ৩ মার্চ কাম্প ন্যুয়ে ফিরতি লেগে অসাধারণ কিছু করে দেখাতে হবে ফ্লিকের দলকে।

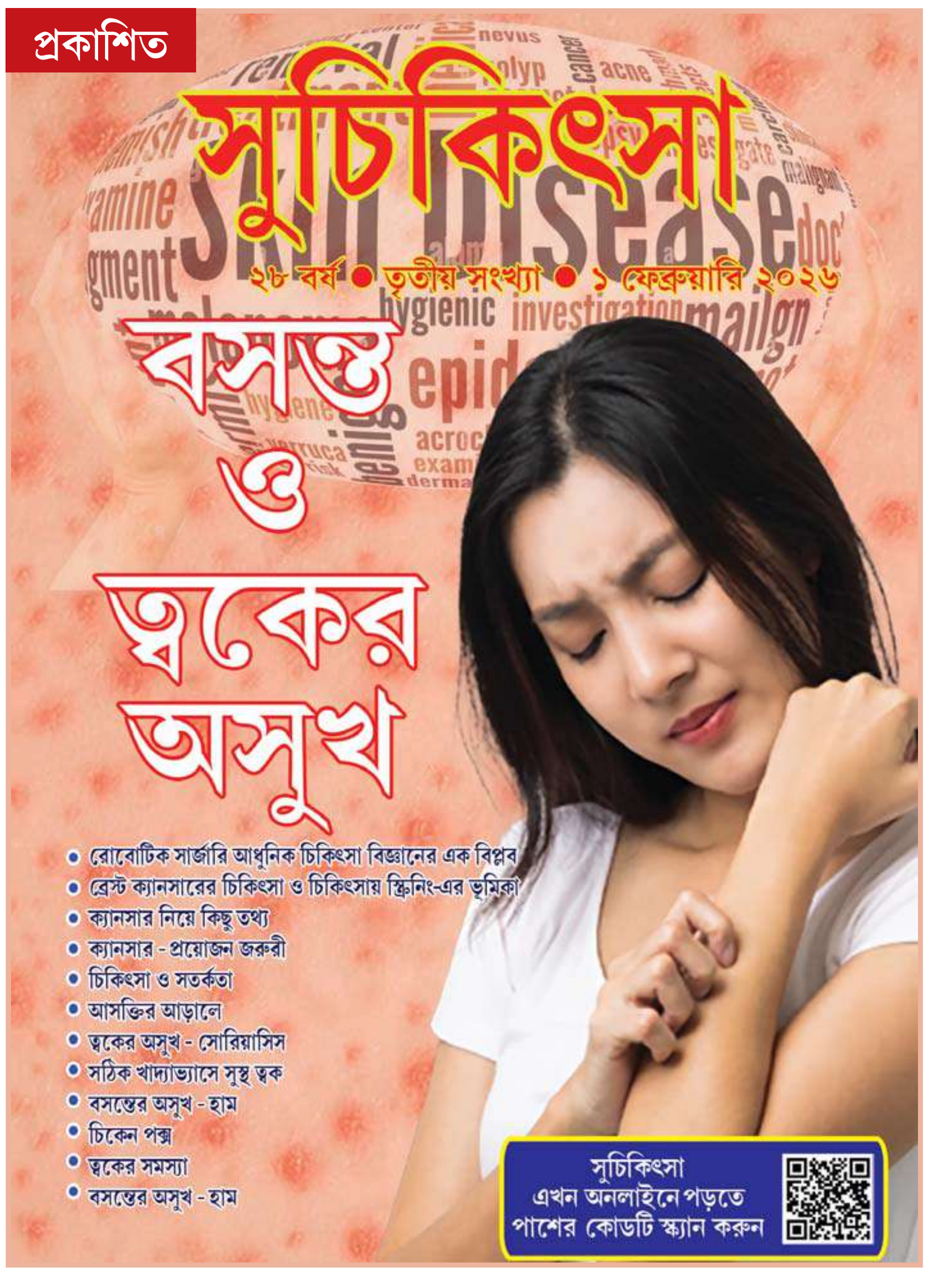

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com